সম্মুখে তাহারই রক্তাক্ত মৃতদেহ।

[হত্যা-রহস্য—১০ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press.

হত্যা-রহস্য

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

হত্যা-রহস্য

উপন্যাস

"I'll example you with thievery :
The sun 's a thief, and with his great attraction
Robs the vast sea : the moon 's and arrant thief,
And her pale fire she snatches from the sun :
The sea 's a thief, whose liquid surge resolves
The moon into salt tears : the earth's a thief,
That feeds and breeds by a composture stolen
From general excrement : each thing 's a thief ;
The laws, your curb and whip, in their rough power
Have uncheck'd theft. Love not yourselves : away ;
Rob one another. There 's more gold : cut throats ;
All that you meet are thieves :"

Dodd's Beauties of Shakspere.

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপাঁচকড়ি দে

Bengal Medical Library, 201, Cornwallis Street, Calcutta.

ইতিহাস-কুশল

প্রিয়বন্ধু

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

করকমলে

সমর্পিত।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকখানি অনেকদিন আগেকার লেখা। অনেক স্থলে আমার মতের সহিত মিল না হওয়ায় ইহার পাণ্ডুলিপি আল্‌মারীর মাথায় ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়িয়াছিল এবং অযত্নে পড়িয়া থাকিলে যাহা হইবার ; তাহাই হইয়াছিল—ইন্দুরের তীক্ষ্ণদন্তে ক্ষতবিক্ষত ও অনেক স্থল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং মধ্যবর্ত্তী কয়েকটা পৃষ্ঠা হারাইয়াও গিয়াছিল। যাহা হউক, এতদিন পরে আমার প্রিয় পাঠকবর্গের করকমলে একটা নূতন কিছু দেওয়া চাই—এবার আমি সময়াভাবে যথাসময়ে প্রস্তুত হইতে পারি নাই—সুতরাং এইখানি লইয়াই তাঁহাদের সম্মুখীন হইলাম। এই পাণ্ডুলিপির যে সকল অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল সম্পূরণ করিয়া আমার পরম উপকার করিয়াছেন। বলিতে কি তাঁহারই অত্যধিক যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। এখন পাঠকগণের নিকটে আদৃত হইলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

১লা বৈশাখ
সন ১৩১৪ সাল।

গ্রন্থকার।

প্রথম খণ্ড

নিয়তি—লীলাক্ষেত্রে

"*Cas.* Vengeance, lie still, thy cravings shall be stated.
Death roams at large, the furies are unchain'd,
And murder plays her mighty master-piece."
Nathaniel Lee—Alexander—The Great, Act V. Scene II.

নীলবসনা সুন্দরী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলোকে

রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও প্রসিদ্ধ ধনী রাজাব-আলির বহির্ব্বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ সহস্র দীপালোকে উজ্জ্বল। সেই আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে নানালঙ্কারে সুসজ্জিতা, সুবেশা, সুস্বরা নর্ত্তকী গায়িতেছে—নাচিতেছে—ঘুরিতেছে—ফিরিতেছে—উঠিতেছে—বসিতেছে, উপস্থিত সহস্র ব্যক্তির মন মোহিতেছে। তাহার উন্নত বঙ্কিম গ্রীবার কত রকম ভঙ্গি, নয়নের কত রকম ভঙ্গি, মুখের কত রকম ভঙ্গি, হাত নাড়িবার কত রকমভঙ্গি, পা ফেলিবারই বা কত রকম ভঙ্গি! তন্ময়-হৃদয়ে সকলে তাহার দিকে চাহিয়া আছে আর শুনিতেছে—

"সেইঞা যাও যাও যাও, নেহি বোল জবান্‌।
এতনা বাতমে মোরি মান্‌।

ভোর ভেইয়া রে, যাওয়ে বাঁহ রহে,
তেয়া পাঁও পড়ি, মেরি জান্।"

বীণানিক্কণবৎ কণ্ঠ কি মধুর! সেই মধুর কণ্ঠে কি মধুরতর তান ধরিয়াছে—ভৈরবীর সুমিষ্ট আলাপ! মীড়ে, গমকে, মূর্চ্ছনায়, গিট্‌কারীতে, উদারা মুদারা তারা তিনগ্রামে, প্রক্ষেপে ও বিক্ষেপে, ষড়জ গান্ধার রেখাব পঞ্চম ধৈবত প্রভৃতি সপ্তস্বরে সেই মধুর কণ্ঠ কি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পীযূষধারা বর্ষণ করিতেছে!

প্রাঙ্গণ সুন্দররূপে সজ্জিত, ঊর্দ্ধে বহুশাখাবিশিষ্ট ঝাড় ঝুলিতেছে, তাহাতে অগণ্য দীপমালা। লাল, নীল, পীত, শ্বেত—বর্ণবিচিত্র পতাকাশ্রেণী। নিম্নে বহুমূল্য গালিচা বিস্তৃত, রজত-নির্ম্মিত আতরদান, গোলাপপাশ, আলবোলা, শট্‌কা এবং তাম্বুল-এলাইচপূর্ণ রজত পাত্রের ছড়াছড়ি। চারিপার্শ্বে গৃহ-প্রাচীরে দেয়ালগিরি, তাহাতে অসংখ্য দীপ জ্বলিতেছে। অলিন্দে অলিন্দে—লাল, নীল, সবুজ, জরদ বিবিধ বর্ণের স্ফটিক-গোলকমালা দুলিতেছে, তন্মধ্যস্থিত দীপশিখা বিবিধ বর্ণের আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। স্তম্ভে স্তম্ভে দেবদারুপত্র, চিত্র, পতাকা ও পুষ্পমাল্য শোভা পাইতেছে। আলোকে-পুলকে সকলই উজ্জ্বলতর দেখাইতেছে। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, মধ্যে, পার্শ্বে সহস্র দীপ জ্বলিতেছে। সেই উজ্জ্বল আলোকে বাইজীর সল্মার কাজ করা ওড়্না এক-একবার ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঈষন্মুক্ত বাতায়নগুলির পার্শ্বে সুন্দরীদিগের অসংখ্য উজ্জ্বল কৃষ্ণচক্ষুঃ তদধিক জ্বলিতেছে, কেহ কেহ বা সেই উজ্জ্বল চক্ষুঃ বারেক দৃষ্টি করিয়া অন্তরে তদধিক জ্বলিতেছে।

আসরে নর্ত্তকী গায়িতেছে। নর্ত্তকীর নাম গুলজার-মহল। গুল-জার-মহল কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাইজী। তাহার গান শুনিতে চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে লোক ধরে না—শ্রোতৃবর্গে প্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে।

মোবারক তাহাকে বলিল, "পাহারাওলা সাহাব, জ্যরা মদৎ কর্নে সকোগে।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "ফর্মাইয়ে।"

মোবারক কহিল, "তোম্হারে পাশ রোস্নি হৈ, অগর্ মুঝে ইস্ গল্লিকে বাহার্ কর্ দেওতো—ইনাম্ মিলেগা।"

ইনামের নাম শুনিয়া পাহারাওয়ালা সাহেব, "জনাব্ কা যো হুকুম," বলিয়া মোবারকের পশ্চাদনুসরণ করিল।

গলির প্রায় শেষ সীমান্তে আসিয়া মোবারক পাহারাওয়ালার হাতে কয়েকটি তাম্রখণ্ড প্রদান করিয়া বলিল, "আব্ তোম্হারে আনে কি কোই জরুরৎ নহি," বলিয়া দ্রুতপদে একা গলির মোড়ের দিকে যাইতে লাগিল। পাহারাওয়ালা যেখানে নিজের পারিশ্রমিক পাইয়াছিল, সেইখানেই হস্তস্থিত লণ্ঠনটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর যেমন সে স্বস্থানে ফিরিবার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে শুনিতে পাইল, সেই ইনাম্দাতা ভদ্রলোকটি 'পাহারাওয়ালা' 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। শুনিবামাত্রই হস্তস্থিত লণ্ঠন দোলাইয়া পাহারাওয়ালা সেইদিকে ছুটিয়া চলিল। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ভদ্রলোকটি সেইখানে জানুপরি ভর দিয়া বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে কাপড় জড়ান কি একটা স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীহত্যা

পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া, অতি উদ্বিগ্নভাবে উঠিয়া মোবারক অঙ্গু
নির্দ্দেশে কহিল, "ইয়ে দেখ্যো, হিঁয়া এক জেনানা পড়ি হৈ।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "হুহি হুহি, কোই মাতোয়ালী পড়ি হোয়গী।

মোবারক কহিল, "আরে হুহি, মাতোয়ালী নহি হৈ, মেয়্নে দে
ইস্কা বদন্ বহুৎ ঠাণ্ডা হৈ।"

শুনিয়া পাহারাওয়ালা ভীত হইল। মোবারক পাহারাওয়ালার হা
হইতে লণ্ঠনটা কাড়িয়া লইয়া ভূতলাবলুণ্ঠিতা রমণীর সর্ব্বাঙ্গে আলো
সঞ্চালন করিতে করিতে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল: দেখিল, রম
যুবতী, সুন্দরী, বয়স অষ্টাদশ বৎসরের বেশি হইবে না। মুখখানি সুন্দর
সুন্দর মুখখানির চারিদিকে রাশীকৃত কেশ বিস্থতভাবে ছড়াইয়া প
রাছে। বিশালায়ত চোখ দুটি উন্মীলিত এবং বিস্ফারিত। মোবার
দেখিল, সেই চক্ষুঃ যেন তাহারই দিকে দৃষ্টি করিতেছে। হাতদু
এখনও দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দেহের কোন স্থানে আঘাতে
কোন চিহ্ন নাই। রক্তপাতেরও কোন চিহ্ন নাই। সুন্দর মুখখা
মৃত্যুবিবর্ণীকৃত, চম্পকের ন্যায় কোমল বর্ণ মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারম্লান। মু
বিবর ঈষদুন্মুক্ত, দন্তের উপরে বক্রভাবে জিহ্বা কিয়দংশ বাহির হই
পড়িয়াছে। পরিধানে নীলরঙের শিল্কের পার্শিসাড়ী, সাটীনের এক
জ্যাকেট, তাহাও নীলরঙের। খুব পাৎলা জাপানী শিল্কের একখা
ওড়্না—তাহাও নীলরঙের—তাহাতে রেশমের ফুল-লতার কাজ।

হত্যা-রহস্য

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ বাবু নবীন গ্রন্থকার। অল্পদিনের মধ্যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার বেশ নাম হইয়াছে,—একজন ক্ষমতাশালী ঔপন্যাসিক বলিয়া পাঠকবর্গের নিকটে এক্ষণে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী।

উপন্যাস সাধারণতঃ দুই প্রকার,—Romantic বা অলৌকিক ও Realistic বা প্রাকৃতিক। প্রথমোক্ত উপন্যাসে অনৈসর্গিক ও অতি-রঞ্জিত ঘটনাবলীর সমাবেশ করিতে হয়; এবং শেষোক্ত উপন্যাসে যাহা স্বাভাবিক, যাহা সম্ভবপর ও বাস্তব কেবল এইরূপ ঘটনাবলীই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। আমাদের নগেন্দ্রনাথ বাবু শেষোক্ত উপন্যাসের বড় পক্ষ-পাতী; এবং কল্পনার সাহায্য গ্রহণে একান্ত নারাজ।

তিনি নিজের উপন্যাসের ঘটনাবলীকে স্বাভাবিকতার গণ্ডীর মধ্যে এরূপভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখেন যে, সমালোচকের সুতীক্ষ্ণ বিষদন্ত সেখানে বিদ্ধ হইবার কোন সুযোগ থাকে না। কল্পনার সাহায্য ব্যতিরেকে স্বাভাবিকতার স্বচ্ছ দর্পণে পাপ ও পুণ্যের নিখুঁত দৃশ্য প্রতিফলিত করাই উচ্চশ্রেণীর ঔপন্যাসিকের কার্য্য, ইহাই শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ বাবুর ধারণা; সেজন্য তিনি প্রাকৃত ঘটনা ও বিবিধ মনুষ্য-চরিত্র দেখিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র।

প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন—প্রায় বেলা এগারটা পর্য্যন্ত। তাহার পর মধ্যাহ্নে বিশ্রামকালে পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন। অপরাহ্নটা বন্ধুদিগের সহিত হাস্য-কৌতুকে কাটিয়া যায়। রাত্রিতে বেড়াইতে বাহির হন। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তাঁহার লৌকিক উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি একাকী নগর-সমুদ্রের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান। রাত্রিকালে যাহা সংগৃহীত হয়, তাহার অধিকাংশই চিত্তোত্তেজক। ঘটনা-বিন্যাস একাধারে বাস্তব ও চিত্তোত্তেজক হওয়ায় তাঁহার উপন্যাস অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। আজও তিনি এই উদ্দেশ্যে নৈশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

প্রায় রাত্রি বারটার সময়ে তিনি কলিকাতার বড়বাজারের মধ্যস্থ বাশতলা গলির ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। এবং আশে পাশের দোকান-দার ও পথিকগণকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

তখন প্রায় সমস্ত দোকানই বন্ধ হইয়াছে। যে দুই-চারিখানি খোলা ছিল, তাহাও দোকানদারগণ বন্ধ করিতেছিল। পথেও লোক-চলাচল কম হইয়া আসিয়াছিল।

এই সময়ে নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপরে পড়িল। সেই ব্যক্তির বেশ ভূষায় একটু বিশেষত্ব ছিল বলিয়াই নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টি তাহার উপর আকৃষ্ট হইল।

লোকটির বেশ সাধারণ দ্বারবানের ন্যায়। মাথায় একটা বড় পাগ্‌ড়ী, গায়ে একটা আংরেখা। মুখে খুব বড় ঝাঁক্‌ড়া দাড়ী। দাড়ীটা ভাল করিয়া দেখিলে পরচুলা বলিয়া বোধ হয়।

লোকটির বয়সও অনেক, ষাট বৎসরের কম নহে। তাহার বেশ-

ভূষা বা আকৃতি যেরূপই হউক, তাহার চলন দেখিলে তাহাকে দ্বারবান বলিয়া বোধ হয় না। এবং লোকটি যেরূপভাবে চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিল, তাহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যেন সহর তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, লোকটা যেন কি অনুসন্ধান করিতেছে।

সে লোকটা একবার কিছুদূর চলিয়া গেল; আবার ফিরিয়া আসিল। একবার যেন নগেন্দ্রনাথকে কি জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইল, পরে আবার কি ভাবিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

লোকটার ভাব দেখিয়া নগেন্দ্রনাথের কেমন সন্দেহ হইল। তিনি সেইখানে দাঁড়াইলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, লোকটি হন্ হন্ করিয়া দ্রুত-পদে অনেক দূর চলিয়া গেল; আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল।

নগেন্দ্রনাথ তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবার লোকটি ফিরিয়া আসিয়া নগেন্দ্রনাথের নিকটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। তৎপরে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "রাণীর গলি কোথায় আপনি জানেন কি?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বলিয়া দিলে তুমি কি চিনিয়া যাইতে পারিবে? বোধ হয় নয়। আমি সেইদিকে যাইতেছি, আমার সঙ্গে আসিলে আমি তোমায় দেখাইয়া দিতে পারি।"

সে ব্যক্তি অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনাকে ভদ্রলোক দেখিতেছি।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কথায় আপনাকেও তাহাই বোধ হয়।"

সে ব্যক্তি ব্যগ্রভাবে বলিল, "না—না—আমি আপনার সঙ্গে যাই-তেছি—চলুন।"

নগেন্দ্রনাথ স্বভাবতই অধিক কথা কহিতে ভালবাসিতেন না।

বিশেষতঃ একজন অপরিচিত লোককে বিনা কারণে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া তিনি নীরবে চলিলেন। তবে তিনি ইহা বুঝিলেন যে, লোকটি তাঁহাকে বিশ্বাস করে নাই; সে একটু দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। আরও দেখিলেন, সে তাহার বুকের পকেটটা হাত দিয়া চাপিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, লোকটার পকেটে অনেক টাকার নোট অথবা বিশেষ মূল্যবান্ কোন কাগজ-পত্র আছে।

তিনি তাহার ভাব-ভঙ্গিতে বেশ বুঝিয়াছিলেন, সে লোকটা দ্বারবান নহে। কোন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক, এত রাত্রে এই স্থানে নিশ্চয়ই কোন কারণে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। নিশ্চয়ই কোন মৎলব আছে।

রাণীর গলি যে ভদ্রলোকের পল্লী নহে, নগেন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন। কলিকাতার কোন স্থানই তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, "ইহার উপর একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

উভয়ে নীরবে চলিলেন। রাণীর গলির মোড়ে আসিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই রাণীর গলি।"

কিন্তু সেই লোকটি কোন কথা না কহিয়া বা গলির ভিতরে না গিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। নগেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গলির ভিতরে যাইবেন না?"

"না। আমার কাজ হয়েছে," বলিয়া লোকটি অগ্রসর হইল।

একটু দূরে থাকিয়া নগেন্দ্রনাথ তাহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার সন্দেহ এক্ষণে বদ্ধমুল হইল; এবং তাঁহার কৌতূহল চরম সীমায় উঠিল। এই লোকটা কি করে, কোথায় যায়,—তাহা দেখিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ বড় ব্যগ্র হইলেন।

সে ব্যক্তি ক্রমে দরমাহাটায় আসিল। সেখানে মোড়ের নিকটে

তিনখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ দূর হইতে দেখিলেন, লোকটি একখানা গাড়ীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কোচ্‌ম্যানের সহিত কি কথা কহিল, তৎপরে তাহার হাতে কি দিল। কোচ্‌ম্যান কোচ্‌বাক্স হইতে নামিয়া ঘোড়ার লাগাম লাগাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সেই লোকটি গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

ক্ষণপরে কোচ্‌ম্যান নিজের কাজ সারিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগাইল। গাড়ী ছুটিল। তখনই ছুটিয়া গিয়া নগেন্দ্রনাথ আর একখানা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কোচ্‌ম্যানকে বলিলেন, "আগের গাড়ীর পিছনে চল্—খুব বখশিস্ পাইবি, যেন নজরের বাহিরে না যায়।"

কোচ্‌ম্যান বিরক্তভাবে বলিল, "ও সব বুঝি না—ভাড়া আগে।"

নগেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পুলিসের কাজ—শীঘ্র চল্—বখ্‌শিস পাইবি।"

পুলিসের নাম শুনিয়া কোচ্‌ম্যান দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটাইল। সম্মুখস্থ গাড়ী কিছুতেই নজরের বাহিরে যাইতে দিবেন না ভাবিয়া নগেন্দ্রনাথ গাড়ীর ভিতর হইতে এক-একবার মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই লোকটা কেনই বা রাণীর গলির কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই গলিতে না গিয়া গাড়ীতে উঠিল, তিনি তাহার কোনই কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। সহসা তাঁহার মনে হইল, "এই লোকটা আমাকে সন্দেহ করিয়াছে, পাছে আমি উহার অনুসরণ করি, এই ভয়ে এ আমার নজর ছাড়া হইবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়াছে; নিশ্চয় আবার গাড়ী রাণীর গলির সম্মুখে আসিবে। সে নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে যে, আমি এরূপভাবে তাহার অনুসরণ করিব না।"

তিনি দেখিলেন, সেই গাড়ী ক্রমে জোড়াবাগানে আসিয়া পড়িল। ক্রমে বিডন ষ্ট্রীটে—তৎপরে বাঁশতলার গলিতে আসিল। অবশেষে আসিয়া দরমাহাটা ষ্ট্রীটের যেখান হইতে গিয়াছিল, ঠিক সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রনাথের গাড়ীও আসিয়া দাঁড়াইল। কোচ্‌ম্যান নামিয়া আসিয়া বলিল, "যেখান থেকে গিয়াছিলাম, সেইখানেই এলাম, আগের সে গাড়ী-খানাও এসে দাঁড়িয়েছে।"

নগেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। সত্বর সেই অগ্রবর্ত্তী গাড়ীর নিকট গিয়া তাহার ভিতর দেখিলেন। তাহার কোচ্‌ম্যান বলিয়া উঠিল, "কি দেখ্‌ছ, মশাই ?"

নগেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "যে লোকটা তোমার গাড়ীতে উঠিয়াছিল, সে কোথায় গেল ?"

কোচ্‌ম্যান বিরক্তভাবে বলিল, "তোমার এত খোঁজে দরকার কি ?"

নগেন্দ্রনাথের কোচ্‌ম্যান বলিল, "ওরে কার সঙ্গে তুই অমন করে কথা কচ্ছিস্‌? পুলিসের লোক !"

পুলিসের লোক শুনিয়া সে ভীত হইয়া বলিল, "আমি আপনাকে—আপনাকে—চিন্‌তে পারিনি।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা পরে চিন্‌তে পারিবি,—এখন বল্‌ দেখি, তোর গাড়ী পথে কোনখানেও থামে নাই, তবে সে লোক কোথায় গেল ?"

সে বলিল, "সে লোক—হুজুর—সে লোক একেবারেই গাড়ীতে উঠে নাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি রকম ?"

কোচ্‌ম্যান বলিল, "তিনি—সে লোকটা আমায় এসে বল্‌লে, 'একজন বদমাইস আমার পেছন নিয়েছে ; তোকে এই ছুটো টাকা দিচ্ছি, তুই খালি গাড়ীখানা হাঁকিয়ে একদিকে চলে যা—তার পর এখানে ফিরে আসিস্ ; আমার এখানে একটু কাজ আছে,—তুই ফিরে এলে আমি তোর গাড়ীতে বাড়ী যাব। আরও একটা টাকা তুই পাবি।' তখন সে আমার গাড়ীর এক দরজা দিয়ে উঠে, আর এক দরজা দিয়ে নেমে নীচে অন্ধকারে লুকিয়েছিল।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে সে এখনই আস্‌বে। আমি এইখানেই তাহার অপেক্ষায় থাকিব।"

"অনেক রাত্রি হয়েছে, আমি আর থাক্‌ছি না," বলিয়া সেই কোচ্‌ম্যান সবেগে ঘোড়াকে চাবুক মারিয়া সবেগে গাড়ী ছুটাইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

তখন নগেন্দ্রনাথ নিজের গাড়ীর কোচ্‌ম্যানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই তবে এখানে থাক্।"

সে উত্তর করিল, "হুজুর হুকুম কর্‌লে থাক্‌তে হবে।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এইখানে আর একখানা গাড়ী ছিল না ?"

সে বলিল, "হাঁ, হুজুর। সে বোধ হয়, ভাড়া পেয়ে চলে গেছে।"

"সেই লোক গাড়ীর জন্য আবার এখানে আস্‌বে বলেছে—দেখা যাক্ আসে কি না।"

"হুজুর বলেন ত আমি হুজুরের সঙ্গে লণ্ঠন ধরে যেতে পারি—গলির ভিতরে তার খোঁজ নিলে হতে পারে।"

নগেন্দ্রনাথ তাহার পরামর্শ মন্দ বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। কোচ্‌ম্যান বলিল, "হুজুর যখন আছেন, তখন গাড়ী কেউ ধর্‌বে না।"

এই বলিয়া সে গাড়ী হইতে একটা লণ্ঠন খুলিয়া লইয়া নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে চলিল।

কোচ্‌ম্যান লণ্ঠন ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহার পশ্চাতে নগেন্দ্রনাথ চলিলেন।

রাণীর গলি এত সঙ্কীর্ণ যে, দুই ব্যক্তি পাশাপাশি যাইতে পারে না। তাহাতে ঘোর অন্ধকার, ইহার ভিতর একটীও সরকারী আলো নাই। এটী সাধারণ পথ নহে, গলির ভিতরকার মুখ বন্ধ।

সহসা 'এটা কি' বলিয়া কোচ্‌ম্যান পড়িয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাহার লণ্ঠনটা লইয়া দেখিলেন, সেখানে এক ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে। কোচ্‌ম্যানও সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এ কে—মাতাল নিশ্চয়।" কিন্তু তখনই লাফাইয়া কয়েক পদ হটিয়া আসিয়া বলিল, "খুন!"

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হৃদয়ে নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তিনি যে ব্যক্তির সন্ধান করিতেছিলেন, সম্মুখে তাহারই রক্তাক্ত মৃতদেহ। কে তাহার বুকে ছোরা মারিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তখন নগেন্দ্রনাথ ও সেই কোচ্‌ম্যান দ্রুতপদে গলির মুখে আসিয়া 'পাহারা-ওয়ালা পাহারাওয়ালা," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সত্বর দুই দিক্‌ হইতে দুইজন পাহারাওয়ালা ছুটিয়া আসিল।

এ সকল ব্যাপারে যাহা হয়, তাহাই হইল। একজন লাস এবং নগেন্দ্রনাথ ও কোচ্‌ম্যানের পাহারায় রহিল। আর একজন থানায় সংবাদ দিতে ছুটিল।

অর্দ্ধঘটিকার মধ্যেই ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি অনেক পুলিস-কর্ম্মচারী উপস্থিত হইলেন। লাস লইয়া তাঁহারা থানায় চলিলেন; নগেন্দ্রনাথ ও কোচ্‌ম্যানকেও থানায় যাইতে বাধ্য হইতে হইল। সেখানে তাহাদের নাম ঠিকানা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রাত্রিশেষে নগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিলেন।

রাত্রির ঘটনায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি ভাবিলেন, "যেমন করিয়া হয় কে এই লোকটিকে খুন করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিব। ইহাতে আমার উপন্যাস লিখিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।"

পরদিন সকালে তিনি নিজের বহির্ব্বাটীতে বসিয়া এই বিষয় লইয়াই মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে। দেখিলেই বোধ হয়, শরীরে

যথেষ্ট বল আছে ; হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে বড় দয়ালু সদাশয় লোক বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর দিকে চাহিলে অতি কঠোর ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ চতুর লোক বলিয়া বেশ প্রতীয়মান হয়।

নগেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন নবাগত ব্যক্তি বলিলেন, "রাণীর গলির খুন সম্বন্ধে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি কি পুলিস হইতে আসিতেছেন?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, অধীনের নাম অক্ষয়কুমার—ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর। এই খুনের ব্যাপার অনুসন্ধান করিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে।"

অক্ষয়কুমারের নাম নগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। ডিটেক্‌টিভ-গিরিতে তিনি একজন সুদক্ষ লোক বলিয়াই সকলে জানিত। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অক্ষয় বাবু, আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আপনার নিকটে আমার একটা অনুরোধ আছে।"

"অনুরোধ কি বলুন? আমি আপনার অনুরোধ রক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।"

"এই খুনের অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার সঙ্গে লউন।"

অক্ষয়কুমার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিস্মিতভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কেন?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি দুই-একখানা উপন্যাস লিখিয়াছি,—আরও খানকতক লিখিতে ইচ্ছা আছে,- ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসও দুই-একখানা লিখিয়াছি ; এই খুনের অনুসন্ধানে আপনি যদি আমাকে সঙ্গে রাখেন, তবে আমি আপনার নিকট বিশেষ উপকৃত হই।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "হাঁ, বেশ ত ;—তবে একটা কথা আছে।"

নগেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "বলুন কি ?"

"আমি যাহা বলিব, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। কোন মতে আমার কথার অন্যথাচরণ করিতে পারিবেন না।"

"আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

"উত্তম। আসুন,—সেকেণ্ড করুন। আমাদের এগ্রিমেণ্ট পাকা হইয়া গেল। আজ হইতে আপনি আমার এ কার্য্যে অংশীদার হইলেন।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার সজোরে নগেন্দ্রনাথের করমর্দ্দন করিলেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার সহিত উপহাস করিতেছেন কিনা, এ বিষয়ে নগেন্দ্র-নাথের সন্দেহ হইল ; কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করি-লেন না।

তখন অক্ষয়কুমার প্রাচীরে ঠেস দিয়া ভাল হইয়া বসিলেন। নগেন্দ্র-নাথ বলিলেন, "এখন এই ছদ্মবেশী লোককে কে খুন করিয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা আমাদের কার্য্য।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "ঠিক তাহা নহে। যে তাহাকে খুন করিয়াছে, তাহা আমি জানি।"

নগেন্দ্রনাথ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাহা আপনি জানেন ?"

"হাঁ, একজন স্ত্রীলোক তাহাকে খুন করিয়াছে।"

"আপনি ইহা নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছেন ?"

"অবস্থাগত প্রমাণে যতদূর জানা যায়।"

"আপনি কিরূপে জানিলেন ? খুনী কি ধরা পড়িয়াছে ?"

"ধরিবার বাহিরে গিয়াছে।"

"ধরিবার বাহিরে গিয়াছে ?—সে কি !"

"খুনীও খুন হইয়াছে।"

"খুন ?"

"হাঁ,—সে-ও খুন হইয়াছে।"

নগেন্দ্রনাথ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, একেবারে ডবল খুন ?"

অক্ষয়কুমার নিতান্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ—দারোয়ানের বেশ-ধারী লোকটা সম্ভবতঃ রাত্রি বারটা হইতে একটার মধ্যে খুন হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটী সম্ভবতঃ খুন হইয়াছে, একটা হইতে দুইটার মধ্যে।"

"কোথায় স্ত্রীলোকটিকে পাওয়া গিয়াছে।"

"অধিক দূরে নহে—গঙ্গার ধারের রাস্তার উপর, প্রায় গঙ্গার ধারে।"

"তাহা হইলে বোধ হইতেছে, খুনী লাসটা জলে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিল ?"

"নিশ্চয়ই। কাহারও পায়ের শব্দ শুনিয়া লাস ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে।"

"কে প্রথম লাস দেখিতে পায় ?"

"একটা হিন্দুস্থানী—সে ভোরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া লাস দেখিতে পাইয়া পুলিসে খবর দেয়। আমিও সংবাদ পাইয়া তখনই লাস দেখিতে যাই।"

"আপনার এত তাড়াতাড়ি যাইবার কি কোন কারণ ছিল ?"

"হাঁ—একটু ছিল বই কি ? এইটা দেখুন দেখি।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথের হাতে এক টুকরা ছিন্ন বস্ত্র দিলেন। তিনি দেখিলেন, সেটি কোন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের সুরঞ্জিত বস্ত্রের কিয়দংশ।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এই কাপড়ের টুকরা মৃত দ্বরওয়ানের ডান হাতের মুঠার ভিতরে ছিল। নিশ্চয়ই যখন সে খুন হয়, তখন সে আত্মরক্ষার জন্য তাহার খুনীর কাপড় টানিয়া ধরিয়াছিল। সে ছোরার আঘাতে পড়িয়া গেলে, তখন খুনী কাপড় ছিনাইয়া লইয়া পলাইয়া যায়। মৃত ব্যক্তি কাপড়ের কতকাংশ এমনই জোরে ধরিয়াছিল যে, সে অংশ তাহার হাতেই রহিয়া যায়; সুতরাং আমি বুঝিলাম, যে খুন করিয়াছিল সে স্ত্রীলোক; পুরুষে এরূপ রঙিন সাড়ী পরে না। রঙিন সাড়ী দেখিয়া বুঝিলাম, স্ত্রীলোকটি বাঙ্গালী নহে—হিন্দুস্থানী।"

"আপনার অনুমান ঠিক—তবে যে স্ত্রীলোকটি খুন হইয়াছে, সেই যে ইহাকে খুন করিয়াছে, তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

"ক্রমশঃ—ব্যস্ত হইবেন না—স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে শুনিয়া আমি তখনই এই কাপড়ের টুকরা লইয়া গঙ্গার দিকে ছুটিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই—সেখানে যে স্ত্রীলোকটি খুন হইয়াছিল, তাহার পরিহিত সাড়ীর একদিক্ ছেঁড়া। এটা তাহার সহিত জোড়া দিয়া দেখিলাম যে, ঠিক জোড় মিলিয়া গেল। কাজেই এটা স্থির যে, এই স্ত্রীলোকই সেই দ্বরওয়ানের মত লোকটাকে খুন করিয়াছিল।"

"কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে খুন করিল কে?"

"এইটি হইতেছে কথা,—তাহাই আমাদিগকে এখন অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। স্ত্রীলোকটির কাপড় বা অন্য কোন চিহ্ন নাই যে, সে কে তাহা সপ্রমাণ হয়। দ্বরোয়ান ও স্ত্রীলোক এ দুজনের লাসের এখনও সেনাক্ত হয় নাই। ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে,—শীঘ্রই সেনাক্ত হইবে, সন্দেহ নাই।"

"পুরুষটির কাপড়ে কোন চিহ্ন নাই?"

"আছে, এই লোকটি ছদ্মবেশে ছিল। এর গায়ে যে জামা ছিল, তাহা সাধারণ দ্বরওয়ানের মত; কিন্তু ঐ জামার নীচে একটা ভাল জামা ছিল, ঐ জামায় 'বসু এণ্ড কোং' লেখা আছে। 'বসু কোম্পানী' জোড়াসাকোর পোষাক-বিক্রেতা; তাহাদের নিকট সংবাদ লইলে এই লোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে। লোকটির মৃতদেহ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তিনি ধনী লোক ছিলেন। সম্ভবতঃ কোন ধনী হিন্দুস্থানী সওদাগর। এই লোকের পরিচয় পাওয়া কঠিন হইবে না; তবে স্ত্রী-লোকটির পরিচয় সহজে পাওয়া যাইবে না।"

স্ত্রীলোকটি কেন এই লোককে খুন করিল, জানিতে পারিলে সে কে জানাও কঠিন হইবে না, সুতরাং বসু কোম্পানীর সূত্র ধরিয়া পুরুষের সন্ধান হইলে স্ত্রীলোকটিরও পরিচয় পাওয়া যাইবে।"

"হাঁ—যদি এই সূত্র ধরে কিছু না হয়, তবে আর একটা সূত্র আছে।"

"সেটা কি?"

"সেটা এই।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার পকেট হইতে একটী কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সিন্দুর-রঞ্জিত ছোট শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন।

নগেন্দ্রনাথের বিস্ময় আরও বাড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ সেই শিবলিঙ্গ মূর্ত্তিটি হাতে তুলিয়া লইয়া বিশেষরূপে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "এটি আপনি কোথায় পাইলেন?"

"একটি পাই নাই—দুটি পাইয়াছি," বলিয়া অক্ষয়কুমার আর একটি ঠিক সেইরূপ শিবলিঙ্গ নগেন্দ্রনাথের সম্মুখে রাখিলেন।

নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দুটি আপনি কোথায় পাইলেন?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "একটি মৃতব্যক্তির পার্শ্বে কুড়াইয়া পাইয়াছি, আর একটি সেই মৃত স্ত্রীলোকের আঁচলে বাঁধা ছিল।"

"আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ কি, বুঝিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ এই দুটির বিষয় বিশেষ জানিতে পারিলে কেন এই দুইজন লোক খুন হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যাইবে।"

"আপনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

"না, তবে আমার একটি বন্ধু আছেন, তিনি এ দেশের দেব-দেবী সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন। তিনি হয় ত কিছু সংবাদ দিতে পারেন।"

"আপনি একটা কাছে রাখুন—তাঁহাকে দেখাইবেন। আমি আপনার সমস্ত কথার উত্তর দিয়াছি, এখন আমি আপনাকে দুই-চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

"স্বচ্ছন্দে।"

"কাল রাত্রিতে প্রথমে আপনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সকল কথা আমায় খুলিয়া বলুন।"

নগেন্দ্রনাথ সমস্ত বলিলেন। ডিটেক্‌টিভ মহাশয় নীরবে বিশেষ মনোযোগের সহিত সকল শুনিয়া বলিলেন, "লোকটা বুকের পকেটে বরাবর হাত দিয়াছিল ?"

"হাঁ।"

"সে একটা পিস্তল—রিভল্‌বার। আমরা সেটা তাহার পকেটে পাই-য়াছি ; কিন্তু মূল্যবান্ যাহা ছিল, তাহা কিছু পাই নাই ?"

"কেমন করিয়া জানিলেন, কোন মূল্যবান্ সামগ্রী তাহার পকেটে ছিল ?"

"তাহা না হইলে সে লোক রিভল্‌বার পকেটে করিয়া বাহির হইত না।"

"হয় ত আত্মরক্ষার জন্যই পিস্তল সঙ্গে রাখিতে পারে।"

"তা হতে পারে। কিন্তু সে যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার নিকটে যে মূল্যবান্ কিছু আছে, তাহা কেহ ভাবিত না। মৃত ব্যক্তির নিকটে হয় অনেক টাকার নোট বা কোন মূল্যবান্ কাগজ ছিল। ইহাতে আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আসিতেছে।"

"আপনি কি স্থির করিয়াছেন ?"

"এই ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী সাজিয়া রাণীর গলিতে রাত বারটার সময়ে আসিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে এত রাত্রে এই নির্জ্জন স্থানে দেখা করিবার কথা ছিল ; পাছে কেহ তাহাকে চিনিতে পারে বলিয়া ছদ্মবেশে আসিয়াছিল। এই লোক, নিজের কাছে টাকাই থাক্ বা মূল্য-বান্ কোন কাগজই থাক, স্ত্রীলোকটিকে দেয়—সে তাহাকে এই শিব ঠাকুরটি দেয়।"

প্রথম খণ্ড

হত্যা——রহস্যপূর্ণ

"কেন ?"

"কেন ? রসীদের মত। স্ত্রীলোক যে টাকা—মনে করুন, টাকাই পাইল—তাহার প্রমাণ স্বরূপ পুরুষটিকে এই সিন্দুরমাখা শিব দেয়। সেই লোক শিবটিকে নিজের পকেটে যেমন রাখিতে যাইবে, অমনই স্ত্রীলোকটি টাকা তাহার হস্তগত হওয়ায় তাহার বুকে ছুরি মারে। লোকটির হাত হইতে শিব পড়িয়া যায়—সে তখন স্ত্রীলোকের কাপড় টানিয়া ধরে। কিন্তু স্ত্রীলোক কাপড় টানিয়া লইয়া ছুটিয়া পালায়; সেই টানাটানিতে কতকটা কাপড় সেই মৃত ব্যক্তির হাতের মধ্যে রহিয়া যায়।"

"এ কেবল আপনার ধারণা মাত্র, ইহার কোন প্রমাণ নাই।"

"এখন ধারণা মাত্র, কিন্তু আপনাকে পরে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার ধারণা মিথ্যা নয়।"

"দ্বিতীয় শিবলিঙ্গের বিষয় কি ?"

"হাঁ, স্ত্রীলোকটি প্রথম ব্যক্তিকে খুন করিয়া টাকা লইয়া সত্বর গঙ্গার ধারে আসে। সেখানে এক ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে টাকা লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। স্ত্রীলোকটি তাহাকে টাকা—মনে করিবেন না যে, আমি স্থির-নিশ্চয় হইয়া বলিতেছি যে, টাকাই ইহাদের নিকটে ছিল—সম্ভবতঃ কোন খুব মূল্যবান্ কাগজ ছিল—যাহাই হউক, স্ত্রীলোকটী ঐ ব্যক্তিকে টাকা দিলে সে-ও রসীদের মত তাহাকে একটা সিন্দুর মাখা শিব দেয়। সে শিবটি আঁচলে বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ঠিক এমনই সময়ে ঐ ব্যক্তি তাহার বুকে ছোরা মারে। তৎপরে মৃতদেহ টানিয়া আনিয়া গঙ্গায় ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল; সেই সময়ে কোন লোকের পায়ের শব্দ শুনিয়া পলাইয়া যায়।"

"কিন্তু এই ব্যক্তি এই স্ত্রীলোককে কেন খুন করিল ?"

অক্ষয়কুমার কোন উত্তর না দিয়া শিশ্ দিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে চিন্তিতভাবে বলিলেন, "ঐটা জানিতে পারিলেই আমি খুনী ধরিতে পারি, ঐখানেই যত গোল।"

নগেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না। তখন অক্ষয়কুমার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখেন, এ ব্যাপারটা কি রকম বুঝিতেছেন ?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "উপন্যাস অপেক্ষাও এ খুনের ব্যাপার রহস্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি কি করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "প্রথমে আমি বসু কোম্পানীর নিকট সন্ধান লইব। সম্ভবতঃ তাহারা কাহার জন্য এই জামা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিব। তাহা হইলে তাহার বিষয় একটু সন্ধান লইলে তাহাকে কেন খুন করিয়াছে, তাহাও জানিতে পারা যাইবে। খুনীর উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে তাহাকে ধরা বড় কঠিন হইবে না। কিন্তু এ ছাড়াও আর এক সূত্র আছে—ভাড়াটিয়া গাড়ী।"

"কোন্ গাড়ী, যেখানায় আমি উঠেছিলাম ? না, যেখানায় উঠিয়া ঐ লোক আমার চোখে ধূলি দিয়াছিল ?"

"ও দুখানার একখানাও নয়। আর একখানা যে গাড়ী ছিল, সেইখানা।"

"সেখানার কোচম্যান্ এমন বিশেষ কি সন্ধান দিতে পারিবে ?"

"নগেন্দ্রনাথ বাবু, আপনি একজন ভাল উপন্যাস লিখিয়ে হইতে পারেন, কিন্তু আপনি ডিটেক্‌টিভগিরির বিশেষ কিছু জানেন না। ইহা কি সম্ভব নয় যে, আপনাদের দুখানা গাড়ী চলিয়া গেলে, স্ত্রীলোকটি লোকটাকে খুন করিয়া যত শীঘ্র হয়, সেইখান থেকে পলাইবার চেষ্টা করিবে ? সম্মুখে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেইখানা ভাড়া করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া যাইবে ?"

"খুব সম্ভব। কিন্তু সে কি সেই সময়ে আর কোন লোকের সঙ্গে দেখা করিতে সাহস করিবে? তাহা হইলে একজনও ত তাহার চেহারা দেখিয়া রাখিতে পারে?"

"এতটা বুদ্ধি বোধ হয়, তাহার সে সময়ে হয় নাই; বিশেষতঃ আমার বিশ্বাস সে-ও ছদ্মবেশে আসিয়াছিল। আরও কারণ—গঙ্গার ধারে আর কোন লোকের সঙ্গে তাহার দেখা করিবার কথা স্থির ছিল। এই খুন করিতেই হয় ত তাহার বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল; পাছে সে লোক তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চলিয়া যায়, এই ভয়ে সে গাড়ী লইয়াছিল। আরও কারণ আছে, এত রাত্রে স্ত্রীলোক একাকী রাস্তায় গেলে, পাছে পাহারাওয়ালায় ধরে বলিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়াছিল। যাহাই হউক, আমি এই গাড়োয়ানকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

"তাহাকে কোথায় পাইবেন?"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "এটা কি আপনি বড় শক্ত কাজ মনে করিলেন? আমি এখন উঠিলাম।"

"কখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে?"

অক্ষয়কুমার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "সত্যই কি আপনার একটু ডিটেক্‌টিগিরি করিবার সখ হইয়াছে?"

নগেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সঙ্গে লইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।"

"ভাল, তবে এক কাজ করুন—আসুন, আমরা দুজনে কাজের একটা বখ্‌রা করিয়া লই।"

"বলুন, কি করিতে হইবে।"

"আপনি এই বসু কোম্পানীর দোকানে গিয়া সন্ধান লউন, আমি গাড়োয়ান প্রভৃতিকে দেখি।"

"কোথায় আপনার দেখা পাইব ?"

"আমিই সন্ধ্যার সময়ে আপনার এখানে আসিব। আপনি বাড়ী থাকিবেন।"

"আমি আহারাদির পরই বাহির হইব।"

"আপনার যে বন্ধুর কথা বলিলেন, তাঁহার নিকটে যাইবেন ; দেখুন, তিনি যদি আপনাকে এই সিন্দুরমাখা দেবতার কিছু সন্ধান দিতে পারেন।"

"নিশ্চয়ই যাইব। একটা শিব আমার কাছে থাকিল।"

"খুব ভাল কথা।"

"কিন্তু আপনি একটা বিষয়ে এখনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।"

"এখন আমি কোন বিষয়েই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই ; তবে আপনি কোন্‌টার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

"স্ত্রীলোকটিকে যে খুন করিয়াছে, সে স্ত্রী না পুরুষ ?"

"অন্য অনেক বিষয়েই আমি নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে আছি সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত হইয়াছি ; পরে দেখিবেন, আমার কথা ঠিক কি না।"

"কি হইয়াছেন ? যে স্ত্রীলোকটীকে খুন করিয়াছে, সে স্ত্রী না পুরুষ ?"

"ডুশোবার পুরুষ।"

"আপনি কিরূপে এত কৃতনিশ্চয় হইলেন ?"

"নগেন্দ্রনাথ বাবু, আপনি উপন্যাস লিখেন, তথাপি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

"কেন ?"

"কেন? কোন পুরুষের জন্ম ভিন্ন কোন স্ত্রীলোক কি কখনও এমন অসমসাহসিকের কাজ করিতে সাহস করে? স্ত্রীলোক ভালবাসায় পড়িয়া সব করিতে পারে—এই স্ত্রীলোক খুন পর্য্যন্ত করিয়াছিল।"

"তবে সে যাহাকে এত ভালবাসিত, সেই তাহাকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে খুন করিল?"

"জগতে অনেক হয়, অনেক হইতেছে। নগেন্দ্র বাবু, আপনি উপন্যাস লিখিতে বসিয়া পাঠককে মুগ্ধ করিবার জন্ম কল্পনার সাহায্যে কত অসম্ভব বিস্ময়জনক ঘটনার অবতরণ করেন, কিন্তু এক-একটা সত্য ঘটনা এত বিস্ময়কর যে আপনার কল্পনা সেখানে কোথায় লাগে?"

তিনি প্রস্থান করিলেন।

নগেন্দ্রনাথ চিন্তিতমনে বসিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ এতদিন মনের সুখে কেবল কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিতে-ছিলেন। কল্পনায় উপন্যাস রচিতেছিলেন, কখনও প্রকৃত ঘটনাচক্রে পড়েন নাই। এখন এই খুন রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য তিনি অতিশয় উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইলেন।

তিনি আহারাদি করিয়াই তাঁহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলি-লেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার বন্ধু এ সকল বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও চর্চ্চা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুর দেবদেবী এবং ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা।

তিনি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সিন্দুর-রঞ্জিত শিবলিঙ্গ তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি একবার, এটার কোন অর্থ করিতে পার কি না?"

তিনি শিবটি বহুক্ষণ নাড়া-চাড়া করিয়া চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "ইহা তুমি পাইলে কিরূপে?"

"সে পরে বলিব। এখন এটা দেখিয়া কিছু বুঝিতে পার?"

"তুমি এটা কিরূপে পাইলে আমি জানি না। তবে এইরূপ সিন্দুর-মাখা শিবলিঙ্গের বিষয় আমি এক স্থলে পাঠ করিয়াছি।"

"কি তাহাতে আছে।"

"পঞ্জাবে একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। ইহারা যদিও শৈব, কিন্তু ইহাদের কার্য্যকলাপ প্রায় শাক্তদিগের মত। ইহাদের সাধন প্রণালী

গুপ্ত বিষয়; সম্প্রদায় লোক ভিন্ন ইহাদের বিষয় অপরে কেহই কিছু জানিতে পারে না। ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে সেই লোকের নিকটে এইরূপ এক-একটি সিন্দুর-রঞ্জিত শিবলিঙ্গ থাকে। যাহাদের নিকটে এইরূপ একটি থাকে, তাহাকেই বুঝিতে হইবে যে, সে এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক।"

"ইহাদের বিষয় আর কি জান?"

"আর বিশেষ কিছু জানি না; ইহাদের শাক্ত কাপালিকের মত কার্য্যকলাপ। আরও পড়িয়াছি যে, ইহাদের মধ্যে কেহ কোন দোষ করিলে ইহারা নাকি প্রাণদণ্ড করে। তখন সেই সকল মৃত দেহের নিকটে সর্ব্বদাই এইরূপে একটি শিবলিঙ্গ থাকে। তাহাতেই জানা যায় যে, সেই লোকটি এই সম্প্রদায়ের কোপে পড়িয়া নিহত হইয়াছে।"

"কতকটা এখন বুঝিলাম।"

"কি বুঝিলে? এটা তুমি কোথায় পাইয়াছ?"

কাল রাত্রে একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ খুন হইয়াছে, তাহাদের দুইজনের নিকটেই এরূপ শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে।"

"বটে? তবে এরূপ সম্প্রদায় আছে। আমার পূর্ব্বে বিশ্বাস হয় নাই; কেবল ইহাদের বিষয় পড়িয়াছিলাম মাত্র, কখনও এ সম্প্রদায়ের লোক দেখি নাই। খুন কে করিয়াছে, কেহ জানিতে পারিয়াছে?"

"না, সন্ধান হইতেছে?"

"তোমার কাছে এ শিবলিঙ্গ আসিল কিরূপে?"

"জানই ত আমি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতেছি; এ বিষয়ে আমার বিশেষ উৎসাহ। আমি চেষ্টা করিয়া এ খুনের তদন্ত করিবার জন্য পুলিসের সঙ্গে মিশিয়া পড়িয়াছি।"

"তোমাকে কোন দিন বিপদে পড়িতে হইবে, দেখিতেছি।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, সাবধান আছি। এখন চলিলাম, তোমার সময় নষ্ট করিব না।"

তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া বসু কোম্পানীর দোকানে আসিলেন। দোকানের সত্বাধিকারী উপস্থিত ছিলেন। অক্ষয়কুমার তাঁহাকে—যে জামাটি লাসের গায়ে পাইয়াছিলেন—সেই জামাটি দেখাইয়া বলিলেন, "আপনাদের দোকানের নাম এই জামায় লেখা আছে, এ জামাটি কাহার জন্য তৈয়ারী করিয়াছিলেন, বলিতে পারেন ?"

সত্বাধিকারী কিয়ৎক্ষণ জামাটি দেখিয়া বলিলেন, "এ কথা আপনি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

"আপনি বলিলে বোধ হয়, একজন খুনী ধৃত হইতে পারে।"

'খুনী' বলিয়া বিস্মিতভাবে সত্বাধিকারী তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি পুলিসের লোক ?"

"কতকটা বটে ?"

"আপনি এ জামাটা কোথায় পাইলেন ?"

"যাহার গায়ে এ জামাটি ছিল, সে লোক কাল রাত্রে খুন হইয়াছে।'

"খুন হইয়াছে !"

"হাঁ, আপনি এ জামা কাহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন ?"

"এ কাপড়ের জামা আমাদের একজন মাত্র খরিদ্দারই ব্যবহার করিতেন, সেজন্য চিনিতে পারিতেছি ; তবে তিনি নিশ্চয়ই কোন চাকরকে এটা বখ্‌শিস করিয়াছিলেন ; তিনি বড় লোক, তাঁহাকে খুন করিবে কে ?"

"তিনি কে ?"

"তিনি বড় বাজারের হুজুরীমল বাবু ; বড় বাজারে মস্ত গদি আছে।

তবে আমরা জানি, তিনি স্ত্রী পরিবার লইয়া এখন চন্দননগরে আছেন। মধ্যে মধ্যে গদিতে আসেন।”

“এতেই আমার কাজ হইবে।”

এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। তিনি দ্বারের নিকটে আসিলে দেখিলেন, অক্ষয়কুমার সেইদিকে আসিতেছেন। তিনি তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন।

অক্ষয়কুমার তাঁহার নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই নগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, “নগেন্দ্রনাথ বাবু, খুনী একজন নহে—দুইজন।”

নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “দুইজন!”

অক্ষয়কুমার বলিলেন, “হাঁ, একজন স্ত্রীলোক—আর একজন পুরুষ।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে এ কথা কে বলিল ?"

"গাড়োয়ান—সেই গাড়োয়ান। আমি তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।"

"সে কি বলিল ?"

"দুখানা গাড়ী চলিয়া গেলে সে একলাই কোন ভাড়া পাইবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ সেইখানে আসিয়া তাহার গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য ভাড়া করে। সে তাহাদের হাবড়া ষ্টেশনে নামাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসে।"

"তাহারা রাণীর গলি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল ?"

"হাঁ, অত রাত্রে কে আর আসিবে ? লোকটা আন্দাজ সাড়ে বারটার সময়ে খুন হয়, এরা তার পাঁচ মিনিট পরেই আসিয়াছিল।"

"কিন্তু গাড়োয়ান ঘুস খাইয়া মিথ্যাকথাও বলিতে পারে ?"

"তাহারা অনর্থক তাহাকে ঘুস দিয়া সন্দেহে পড়িবে কেন ? গলির ভিতর কি হইয়াছে, গাড়োয়ান কিছুই জানিত না, সুতরাং কোন কথাই গাড়োয়ানকে তাহাদের বলিবার আবশ্যক হয় নাই।"

"গাড়োয়ান তাহাদের চেহারা দেখিয়াছিল ?"

"ভাল করিয়া দেখে নাই।"

"তাহাদের ভাবভঙ্গিতে তাহারা যে খুব ব্যস্ত-সমস্ত বা বিচলিতভাবে ছিল, তাহা কি সে লক্ষ্য করিয়াছিল ?"

"তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলে স্ত্রীলোকটি অপেক্ষা পুরুষটিই যেন বেশি বিচলিতভাবে ছিল।"

"তাহা হইলে হয় ত সেই পুরুষই খুন করিয়াছে।"

"কে ছোরা চালাইয়াছিল, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই, এখন বসু কোম্পানী কি বলে ?"

"তারা বলে যে, এ জামা তাহারা বড় বাজারের হুজুরীমলের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। হুজুরীমলের বড় বাজারে মস্ত গদী আছে ?"

"হুজুরীমল—তিনি খুব বড় লোক, ভারি দান-ধ্যান আছে, তাঁহাকে সকলেই চিনে। তিনি খুব সদাশয় লোক বলিয়াই সকলের কাছে পরিচিত।"

"কিন্তু তিনি যদি এতই পুণ্যাত্মা লোক হন, তবে তিনি দ্বরোয়ান সেজে দুই প্রহর রাত্রে এই জঘন্য রাণীর গলিতে আসিবেন কেন ?"

"পুণ্যাত্মা লোকের অপঘাত মৃত্যু—এখন বসু কোম্পানী কি বলে তাহাই শোনা যাক্।"

নগেন্দ্রনাথ যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, সমস্তই বলিলেন। শুনিয়া অক্ষয়কুমার বলিলেন, "চলুন, একবার তাঁহার গদীতে যাইয়া সন্ধান লওয়া যাক্।"

উভয়ে এই খুনের বিষয় নানা আলোচনা করিতে করিতে হুজুরী-মলের গদীর দ্বারে আসিলেন। হুজুরীমল বড় বাজারের মধ্যে একজন জানিত লোক। 'হুজুরীমল গণেশমল' নামিয় গদী সকলেই চিনিত। ইঁহারা দুইজনে একত্রে কারবার করিতেন। উভয়েই বড় লোক বলিয়া বিখ্যাত।

অক্ষয়কুমার ও নগেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, গদীতে কার-কারবার সমভাবে চলিতেছে। একজন অংশীদার, বিশেষতঃ বড় অংশীদারের মৃত্যু হইলে গদীর এরূপ ভাব থাকে না। অক্ষয়কুমার বলি-লেন, 'বোধ হয়, ইহারা এখনও হুজুরীমলের কথা শুনিতে পায় নাই, অথবা সে লোক মোটেই হুজুরীমল নহে।"

উভয়ে গদীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সকলেই তাঁহাদিগের দিকে চাহিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি চান?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আমরা গঙ্গামল বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

একটি হিন্দুস্থানী যুবক একখানি তক্তপোষের উপর বাক্স পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বোধ হয়, আপনারা বাবাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চান। কিন্তু তিনি ত এখানে নাই। তিনি এক সপ্তাহ হইল কাশী গিয়াছেন। হুজুরীমল সাহেবও এখানে নাই, তিনি কাল রাত্রে কাজের জন্য আগ্রায় গিয়াছেন। সেখানেও আমাদের গদী আছে। আমিই এখানকার কাজ-কর্ম্ম দেখিতেছি, আপনাদের যাহা বলিবার আছে, আমাকে বলিতে পারেন।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আপনি নিশ্চিত বলিতে পারেন যে, হুজুরীমল বাবু আগ্রায় গিয়াছেন?"

"আমি নিশ্চিত জানি?"

"বোধ হয় না।"

"কেন? আপনি কি জানেন?"

"তিনি কাল রাত্রে খুন হইয়াছেন?"

"খুন হইয়াছেন! আপনি কে?"

"আমি ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর অক্ষয়।"

যুবকের মুখ শুকাইয়া গেল। যুবক কম্পিতস্বরে কহিলেন, "ডিটেক্‌টিভ—ডিটেক্‌টিভ—ডিটেক্‌টিভ—এখানে কেন ?"

এই সময়ে চারিদিক্ হইতে অনেক লোক আসিয়া সেখানে সমবেত হইল। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ব্যাপার কি হইয়াছে, শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল। লোকের জনতা দেখিয়া অক্ষয়কুমার যুবককে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে কথা আছে,—আপনি অন্য ঘরে চলুন।"

কম্পিতদেহে বিশুষ্কমুখে যুবক উঠিলেন। অক্ষয়কুমার ও নগেন্দ্রনাথকে পার্শ্বের এক গৃহে লইয়া গেলেন। অন্যান্য সকলকে তথায় আসিতে নিষেধ করিলেন।

অক্ষয়কুমার তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "আপনার নাম কি ?"

যুবক শুষ্ককণ্ঠে কম্পিতস্বরে বলিলেন, "আমার—আমার—আমার নাম—ললিতাপ্রসাদ।"

ললিতাপ্রসাদ প্রথমে হুজুরীমলের হত্যা সংবাদ পাইয়া যেরূপ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহার সে ভাব নাই। আত্মসংযম করিয়াছেন। বলিলেন, "কে তাঁহাকে খুন করিল ? সে কি ধরা পড়িয়াছে ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "না, তবে একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে খুন করিয়াছে।"

ললিতাপ্রসাদ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোক—কোন স্ত্রীলোক ? অসম্ভব,—আমি মনে——"

তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আত্মসংযম করিলেন। বলিলেন, "সেই স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছে কি ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "না—তাহাকেও কে খুন করিয়াছে।"

"সে-ও খুন হইয়াছে। সে কে?"

"তাহা এখনও সেনাক্ত হয় নাই। তবে একজন পুরুষ তাহাকে খুন করিয়াছে?"

"সে ধরা পড়িয়াছে?"

"না, সেইজন্যই আপনার নিকটে আসিয়াছি।"

"আমার নিকট—আমি কি জানি—আমি এর কিছুই জানি না।"

"কিছু কিছু জানিতে পারেন। হুজুরীমল বাবুর বিষয় আপনি যাহা জানেন, আমাদিগে বলিলে বোধ হয়, আমরা তাঁহার হত্যাকারীকে ধরিতে পারিব।"

"আমি তাহার কি জানি, কিছুই জানি না—তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন, কেবল ইহাই জানি।"

"বোধ হয় আপনি জানেন যে, এই সকল ব্যাপার যখনই ঘটে, তখনই ইহার ভিতরে কোন-না-কোন স্ত্রীলোক থাকেই থাকে।"

"ইহার ভিতরে কোন স্ত্রীলোক আছে?"

"তাহারই সন্ধান আমরা করিতেছি।"

"সে কে?"

"এই যে আপনি কাহার কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন।"

"কই—কই—না আমি আবার কি বলিতে যাইব?"

"বেশ—হুজুরীমলের স্ত্রী আছেন?"

"হাঁ, তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি তিন-চার বৎসর হইল, পঞ্জাবে গিয়া আবার বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন।"

পঞ্জাবের নাম শুনিয়া অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথ উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিলেন।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাঁহার পুত্র-কন্যা আছে?"

"না, তাঁহার শ্যালীর এক মেয়ে আছেন। তাঁহাকেই তিনি কন্যারূপে লইয়াছেন।"

"তাঁহার স্ত্রীর বয়স কত?"

"বেশী নহে—ত্রিশ-বত্রিশ হইবে।"

"আর যাহাকে তিনি কন্যারূপে লইয়াছিলেন?"

"পনের বৎসর হইবে।"

"বিবাহ হইয়াছে?"

"না।"

"কেন?"

ললিতাপ্রসাদ এই প্রশ্নে যেন নিতান্ত বিচলিত হইলেন; বলিলেন, "মহাশয়, তাহা আমি কিরূপে জানিব? তাঁহার নিজ কারপরদার উমিচাদ এই আসিয়াছে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনারা হুজুরীমল বাবুর সব কথাই জানিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার বলিলেন, "যাইবেন না, আপনাকে আমাদের প্রয়োজন আছে।"

তিনি ভীতভাবে বলিলেন, "আমাকে!"

"হাঁ, আপনাকে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। যিনি খুন হইয়াছেন, তাঁহাকে সেনাক্ত করা চাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ললিতাপ্রসাদ বসিলেন। এই সময়ে সেই প্রকোষ্ঠে একটি যুবক প্রবিষ্ট হইল। তাঁহাকে দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ ; মুখ দেখিয়া বুদ্ধিমান্ বলিয়াও বোধ হয়। যুবক অক্ষয়কুমার ও নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টিতে ললিতাপ্রসাদের দিকে চাহিলেন।

অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি উমিচাঁদ ?"

"হাঁ, আপনারা কি চান্ ?"

"আপনি হুজুরীমল বাবুর কারপরদার ?"

"হাঁ।"

"শুনিয়াছেন কি, আপনার মনিব কাল রাত্রে খুন হইয়াছেন ?"

উমিচাঁদ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খুন হইয়াছেন—সে কি !—তিনি কাল রাত্রে যে আগ্রায় গিয়াছেন !"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "না, আগ্রায় যান নাই। তিনি খুন হইয়াছেন।"

"খুন হইয়াছেন !" এই বলিয়া উমিচাঁদ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

অক্ষয়কুমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ এই লোকটীর ভাব-ভঙ্গিতে তাহাকে সন্দেহ করিবেন কি না, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে অক্ষয়কুমার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিলেন,

"উমিচাঁদ বাবু, কাঁদিয়া কোন ফল নাই। যদি আপনার মনিবকে যে খুন করিয়াছে ধরিতে চাহেন, তবে হুজুরীমল সাহেব সম্বন্ধে যাহা কিছু জানেন, সকলই আমাদিগকে বলুন।"

উমিচাঁদ চক্ষু মুছিতে মুছিতে মুখ তুলিল।

অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসিলেন, "হুজুরীমল বাবুর পরিবারে কে কে আছেন?"

উমিচাঁদ বলিল, "তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার স্ত্রীর ভগিনীর এক মেয়ে। ভগিনীর মেয়ে এখানে আসিবার সময়ে তাঁহার সঙ্গে আর একটি স্ত্রীলোককে লইয়া আসিয়াছিলেন।"

"তিনি কে? বয়স কত?"

"তাঁর মা বাপ কেহ নাই। ছেলেবেলায় বাবুর স্ত্রীর ভগিনী ইঁহাকে মানুষ করেন। বয়স সতের বৎসর হইবে।"

"বাবুর বাড়ীতে বেশী যাওয়া-আসা কে কে করেন, তাহাই বলুন।"

"বেশীর মধ্যে দুইজন যান। একজন কেবল মাসখানেক পঞ্জাব থেকে কলিকাতায় আসিয়াছেন।"

"তাঁর নাম কি?"

"গুরুগোবিন্দ সিং।"

"আর একজন কে?"

"তাঁর নাম যমুনাদাস।"

"তাঁরা দুইজনে কি করেন?"

"শুনিয়াছি, গুরুগোবিন্দ সিংহের পঞ্জাবে ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। যমুনাদাস বাবুর কোথায় একটা দোকান আছে।"

এতক্ষণ নগেন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়াছিলেন। এখন বলিলেন, "আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

উভয়েই তাঁহার দিকে চাহিলেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "নিশ্চয়, কি জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন।"

নগেন্দ্রনাথ উমিচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রেমের কিছু গোল-যোগ ইহার ভিতরে আছে কি ?"

উমিচাঁদ তাঁহার দিকে বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আমি বুঝাইয়া দিতেছি। দেখিতেছি, হুজুরী-মল বাবুর বাড়ীতে দুটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক অবিবাহিত রহিয়াছেন। আবার দেখিতেছি,দুইজন যুবক হুজুরীমল বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করেন, তাহাই আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বলি ইহাদের মধ্যে কোন ভাল-বাসার গোলযোগ নাই ত ?"

উমিচাঁদ বলিল, "এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ; তবে যমুনার সঙ্গে বোধ হয়, গুরুগোবিন্দ সিংহের বিবাহের সম্ভাবনা আছে। সম্ভবতঃ তিনি এইজন্যই কলিকাতায় আসিয়াছেন।"

অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যমুনা কোন্‌টী ?"

"যমুনা, বাবু সাহেবের শালীঝি ?"

"হুজুরীমল বাবুর কোন শত্রু ছিল, এমন মনে হয় ?"

"না, তিনি এত ভাল লোক ছিলেন, তাঁহার এত দান ধ্যান ছিল যে, এ সংসারে কেহ তাঁহার শত্রু থাকিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না।"

"হুজুরীমল বাবুর স্ত্রীর চরিত্র কেমন ?"

উমিচাঁদ ক্রুদ্ধভাবে অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিল। বলিল, "তাঁহার মত ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক দেখি না।"

"হুজুরীমল সপরিবারে এখন চন্দননগরে আছেন কেন ?"

"এখানে রোগ-শোক বড় বেশী বলিয়া।"

"এখানে তাঁহার বাড়ীতে কে আছেন ?"

"এখানে তাঁহার একজন চাকর আছে।"

"তিনি খুন হইয়াছেন, তবে তাঁহার খোঁজ পড়ে নাই কেন ?"

"বাড়ীর লোকে জানেন, তিনি আগ্রায় গিয়াছেন।"

"তিনি প্রত্যহই চন্দননগরে ফিরিয়া যাইতেন ?"

"না, কোনদিন কাজ মিটাইতে রাত্রি হইয়া পড়িলে এইখানেই থাকিতেন। সেইজন্য তিনি কোনদিন বাড়ী না ফিরিলেও বাড়ীর লোক চিন্তিত হইত না।"

অক্ষয়কুমার এই ব্যক্তির নিকটে বিশেষ কিছুই জানিতে না পারিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুরীমল বাবু কি বেশী টাকা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন ?"

উমিচাঁদ বলিল, "না, কেবলমাত্র পঞ্চাশ টাকা লইয়া গিয়াছেন। আগ্রায় পৌছিলে তাঁহার টাকার ভাবনা কি ?"

অক্ষয়কুমার চিন্তিতমনে বলিলেন, "তা ত নিশ্চয়।"

তিনি বিরক্তভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিলেন। তিনি গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অক্ষয়কুমার দাঁড়াইলেন।

তখন নগেন্দ্রনাথ পকেট হইতে সেই শিবঠাকুরটি বাহির করিয়া উমিচাঁদের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এটা কখনও দেখিয়াছেন ?"

উমিচাঁদের ভাবে উভয়েই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এই শিবলিঙ্গ দেখিবামাত্র উমিচাঁদের আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় সেইখানে বসিয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ

পরদিন নগেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমারের সহিত এই খুনের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য সম্মিলিত হইলেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "নগেন্দ্রনাথ বাবু, আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"কোন্ বিষয়ে?"

"আমার এখন মত যে, কোন স্ত্রীলোক হুজুরীমলকে খুন করে নাই।"

"কেন?"

"আমরা গঙ্গার ঘাটে একখানা ছোরা কুড়াইয়া পাইয়াছি। যেখানে স্ত্রীলোকের লাস পাওয়া গিয়াছিল, তাহারই নিকটে পাওয়া গিয়াছে। লোকটা স্ত্রীলোকটিকে খুন করিয়া ছোরাখানা জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। ভাটার সময় জল সরিয়া যাওয়ায় ছোরা পাওয়া গিয়াছে।"

"তাহাতে কিরূপে বুঝিলেন যে, স্ত্রীলোকটি হুজুরীমলকে খুন করে নাই?"

"ছোরাখানি পঞ্জাবী, এ দেশে এ ছোরার বড় ব্যবহার নাই। যে ভাবে এ ছোরা হুজুরীমলের ও এই স্ত্রীলোকের বুকে বসান হইয়াছিল, তাহাতে শরীরে অসীম বল না থাকিলে কেহ তাহা পারে না।"

"সে খুন না করিতে পারে, কিন্তু যখন হুজুরীমল খুন হয়, তখন সে নিকটেই ছিল, নতুবা হুজুরীমল তাহার কাপড় ছিঁড়িয়া লইবে কিরূপে?"

"কোচ্‌ম্যানের কথা শুনিয়া আমার এই কথাই প্রথমে মনে হইয়াছিল। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে একজন লোক এ রকম ভয়ানক কাজ করিবার জন্য একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে? কিসে এ কথা জানা যায়?"

"এখন কি করিবেন, মনে করিতেছেন?"

"এই স্ত্রীলোকটিকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।"

"এ পর্য্যন্ত ত তাহার কিছুই হইল না?"

"কতক করিয়াছি। স্ত্রীলোকটির পরণে যে কাপড় ছিল, তাহাতে ধোপার একটা দাগ ছিল। কলিকাতা ও চন্দননগরের সমস্ত ধোপার সন্ধান লইয়া যে ধোপা এই কাপড় কাচিত, তাহাকে পাইয়াছি।"

"আপনার খুব বাহাদুরী আছে।"

"আমাদের প্রত্যহই এ কাজ করিতে হয়।"

"ধোপা কি বলিল?"

"কাহার কাপড় তাহা ধোপার নিকটে জানিয়াছি।"

নগেন্দ্রনাথ সোৎসাহে বলিলেন, "তবে ত আপনি মৃত স্ত্রীলোকটির নাম জানিয়াছেন?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "ঐ টুকুই গোল—ধোপার কাছে জানিয়াছি, কাপড়খানি হুজুরীমলের স্ত্রীর।"

"বলেন কি, হুজুরীমলের স্ত্রীর! তবে এ স্ত্রীলোক এ কাপড় পাইল কোথা হইতে?"

"তাহাই এখন সন্ধান করিতে হইবে।"

"কিন্তু ললিতাপ্রসাদের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া তাহার উপরে আমার কিছু সন্দেহ হয়।"

"আরও সন্দেহ হয়, এই গুণবান্ উমিচাঁদের উপর। সে শিব দেখিয়া

অজ্ঞান হইয়াছিল ; বলে কিনা যে, সে এই শিব সর্ব্বদা হুজুরীমলের কাছে দেখিয়াছে, তাহাই ইহা দেখিয়া খুনের কথা মনে পড়ায় অজ্ঞান হইয়াছিল, এ কথা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

"যেদিক্ দিয়াই হউক, এই শিবঠাকুরটিই এই খুনের মূলে আছেন। আপনি গুরুগোবিন্দ সিংহের একবার সন্ধান লউন। দেখিতেছেন না যে, এই খুনের সূত্র সকল রকমে পঞ্জাবের দিকেই যাইতেছে। এই শিবলিঙ্গের সম্প্রদায় পঞ্জাবেই আছে। পঞ্জাবে হুজুরীমল বিবাহ করিয়াছিল। পঞ্জাবী ছোরায় সে খুন হইয়াছে। পঞ্জাবী স্ত্রীলোক হুজুরীমলের স্ত্রী, পঞ্জাবী কাপড় স্ত্রীলোকটির পরা ছিল—আর পঞ্জাবী গুরুগোবিন্দ সিং সম্প্রতি পঞ্জাব হইতে এখানে আসিয়াছে।"

অক্ষয়কুমার চিন্তিতভাবে বলিলেন, "কথা বটে—তবে স্ত্রীলোকটি কেন খুন হইল, সেটাও একটা কথা।"

"আপনি হুজুরীমলের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন না কেন ?"

"করিব। আপাততঃ চলুন, প্রথমে একবার হুজুরীমলের চাকরকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখা যাক্, সে কিছু-না-কিছু বলিতে পারে।"

"আপনি যে এ ব্যাপারের কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া আমার ভরসা নাই।"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনি ইহারই মধ্যে এ ব্যাপারে ক্লান্ত ও হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না আমি হতাশ হই নাই—আমি আপনার সঙ্গ সহজে ছাড়িতেছি না।"

অক্ষয়কুমার বলিয়া উঠিলেন, "তবে আসুন, একবার হুজুরীমলের আবাসভূমিটা পর্য্যবেক্ষণ করা যাক্।"

উভয়ে বড় বাজারের দিকে চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার, নগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া বড় বাজারে হুজুরীমলের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে একজন ভৃত্যের সহিত দেখা করিলেন। অক্ষয়কুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনিবের সঙ্গে এখানে শনিবারে কেহ দেখা করিতে আসিয়াছিল ?"

"একজন রাত্রে আসিয়াছিল।"

"কে সে ?"

"সেই পাঞ্জাবী, যিনি মাস কত হ'ল এসেছেন।"

"কত রাত্রে এসেছিলেন ?"

"বাবু সাহেব এগারটার গাড়ীতে আগ্রা যাবেন স্থির থাকে, তাই তিনি সেদিন চন্দননগরে না গিয়ে এখানেই আহারাদি করেন ?"

"কখন এই পাঞ্জাবী লোক দেখা করিতে আসিয়াছিলেন ?"

"তখন রাত সাড়ে নয়টা কি দশটা।"

"তিনি কি বলেছিলেন, কিছু শুনেছিলে ?"

"না আমি সেখানে ছিলাম না।"

"আর কেহ এসেছিল ?"

"হাঁ, পাঞ্জাবীটা চলে গেলে একজন স্ত্রীলোক এসেছিল।"

"কে কে ?"

"মাঝে মাঝে এখানে আসে।"

"কখন আসে ?"

"অনেক রাত্রে।"

"তুমি তাকে চেন?"

"না, ঘোমটা দিয়ে আসে, কখনও মুখ দেখি নাই।"

"তাকে দেখিলে চিনিতে পার?"

"ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে তাঁহার হাতে তিনখানা নীল পাথর বসান একটা চমৎকার আংটী আছে।"

ভৃত্যের নিকটে বিশেষ কিছু আর জানিবার নাই দেখিয়া অক্ষয়কুমার হুজুরীমলের বাড়ী ভালরূপে দেখিয়া, ফিরিয়া তাঁহার গদীতে আসিলেন। তিনি একটি দ্রব্য তথায় পাইলেন, তাহা সত্বর পকেটে লইলেন। তিনি আবার ললিতাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

তাঁহাকে গোপনে এক গৃহে আনিয়া বলিলেন, "ললিতাপ্রসাদ বাবু, কিছু মনে করিবেন না—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। কর্ত্তব্যের দায়ে আমাদের অনেক সময়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

ললিতাপ্রসাদ কেবলমাত্র মৃদুস্বরে বলিলেন, "বলুন।"

অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের গদীর অবস্থা কেমন?"

ললিতাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কেন মহাশয়, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই বড় বাজারে আমাদের মত কটা সাও-কোড় গদী আছে?"

"তা হতে পারে। তবে হুজুরীমল বোম্বে পলাইতেছিলেন কেন?"

"সে কি মহাশয়!"

"হাঁ—এই রকম বোধ হইতেছে। দেখুন দেখি, এ দুখানা।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার নিজের পকেট হইতে দুইখানা রেলওয়ে টিকিট বাহির করিয়া ললিতাপ্রসাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখিতেছেন, এ দুখানা আগ্রার টিকিট নহে—বোম্বের টিকিট।"

ললিতাপ্রসাদ বলিলেন, "আপনি এ টিকিট কোথায় পাইলেন ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "হুজুরীমল বাবুর পকেটের মধ্যেই পাইয়াছি। তিনি সেইদিন সকাল বেলা টিকিট দুইখানি কিনিয়াছিলেন। যাইবার সময়ে আর টিকিট কিনিবার হাঙ্গামা রাখেন নাই। ইহাতেই বোঝা যায়, তিনি গোপনে যাইবার মৎলব করিয়াছিলেন। তাহার উপর দুইখানা টিকিট—সুতরাং একাকী যাইতেছিলেন না,—আর একজনের সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। সেটি একটি স্ত্রীলোক—সম্ভবতঃ সে-ই অনেক রাত্রে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিত। খুন না হইলে দুইজনে ছদ্মবেশে বোম্বে পলাইতেন। বুঝিলেন, কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আপনাদের গদীর অবস্থা কেমন ?"

এই সকল কথায় ললিতাপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। কেবলমাত্র বলিলেন, "কেন ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "কারণ মাঠেই পড়িয়া আছে—যদি আপনাদের গদীর বা হুজুরীমল বাবুর অবস্থার ভিতরে ভিতরে গোল না ঘটিত, তাহা হইলে তিনি এইরূপভাবে সরিয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেন না। টাকার সহায়তা থাকিলে অনেক কাজ কলিকাতায় বসিয়া করা যাইতে পারে।"

এই সময়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এক ব্যক্তি সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "কই—ললিতাপ্রসাদ বাবু কই ?"

সকলে চমকিত হইয়া ফিরিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তিনি একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

তিনি অতি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "আমি হুজুরীমল বাবুর নিকটে যে দশ হাজার টাকা রাখিয়াছিলাম, তাহা আপনাদের গদীর সিন্দুক হইতে চুরী গিয়াছে ?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে উন্মত্তের ন্যায় উমিচাঁদ তথায় উপস্থিত হইল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে !"

সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন পঞ্জাবী ভদ্রলোক বলিলেন, "প্রায় পনের দিন হইল, হুজুরীমল বাবুকে আমি দশ হাজার টাকার নোট রাখিতে দিই। আজ আমার টাকার দরকার হওয়ায় গদীতে আসিয়াছিলাম। গদীতে আসিয়া দেখি—এই ব্যাপার।"

অক্ষয়কুমার তাঁহাকে এতক্ষণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ব্যক্তিই গুরুগোবিন্দ সিং। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গদীতে আসিয়া শুনিলেন, হুজুরীমল বাবু খুন হইয়াছেন ?"

পঞ্জাবী ভদ্রলোকটি বিরক্তভাবে বলিলেন, "হাঁ, সঙ্গে সঙ্গে আমার টাকাও গিয়াছে !" তৎপরে তিনি ললিতাপ্রসাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি এখন এ গদীর কর্ত্তা, আপনি নিশ্চয়ই আমার টাকা ফেরৎ দিবেন।"

ললিতাপ্রসাদ বলিলেন, "আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি বাবুজীকে টেলিগ্রাফ করিয়াছি। তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিব।" পরে তিনি উমিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা কিরূপে হারাইল ?"

উমিচাঁদ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "এ টাকা বাবুর কাছে চন্দননগরেই ছিল। তিনি আগ্রায় যাইতেছেন বলিয়া সেদিন গদীতে লইয়া আসেন। তিনি বাড়ীতে থাকিবেন না বলিয়া গদীর সিন্দুকে আমাকে দেখাইয়া দশ-খানা হাজার টাকার নোট রাখিয়া দেন। তাহার পর আর তিনি গদীতে আসেন নাই।"

গুরুগোবিন্দ সিংহ বলিলেন, "শুনিলেন, আমার টাকা মারা যাইতে পারে না। তিনি মারা গিয়াছেন বটে, তবে উমিচাঁদ বাবু জানেন যে, হুজুরীমলের কাছে আমার টাকা ছিল।"

উমিচাঁদ বলিল, "হাঁ, তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, এ টাকা পঞ্জাবের কোন সম্প্রদায়ের।"

অক্ষয়কুমার বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ!"

সকলেই তাঁহার দিকে চাহিলেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ বলিলেন, "তাহার রসিদও আমার কাছে আছে।"

ললিতাপ্রসাদ বলিলেন, "বাবুজী আসুন। হুজুরীমল যথেষ্ট টাকাকড়ি রাখিয়া গিয়াছেন। অবশ্যই আপনার টাকা বুঝিয়া পাইবেন।"

সহসা গুরুগোবিন্দ সিংহকে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহা-শয়ের এ সম্প্রদায়ের সহিত পঞ্জাবের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কি কোন সম্বন্ধ আছে?"

গুরুগোবিন্দ সিংহ বিস্ফারিতনয়নে অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিয়া বিরক্ত-ভাবে বলিলেন, "আমাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি?"

অক্ষয়কুমার মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "তা ত নিশ্চয়, আমি ত সিন্দুর-মাখা শিব নই।"

এই কথায় গুরুগোবিন্দ চমকিত হইয়া উঠিলেন। অতিশয় বিস্মিত ভাবে অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসংযম

করিয়া, ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তিনি অনন্তর ললিতাপ্রসাদের দিকে ফিরিয়া অতি রুষ্টভাবে বলিলেন, "ললিতাপ্রসাদ বাবু, আপনার পিতাঠাকুর আসিলে তাঁহাকে বলিবেন, এই সপ্তাহের মধ্যে আমি টাকা চাই।"

ললিতাপ্রসাদ যুবক মাত্র, গুরুগোবিন্দ সিংহের রূঢ় কথায় ও কথাটা অপমানজনক ভাবিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "নতুবা আপনি কি করিবেন?"

গুরুগোবিন্দ অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের সম্প্রদায়ের সহিত আপনাদের বোঝা-পড়া হইবে।"

এই বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গুরুগোবিন্দ সিংহ গদী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ললিতাপ্রসাদ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ওর সম্প্রদায় আমাদের কি করিবে?"

অক্ষয়কুমার সংক্ষেপে কহিলেন, "খুন।"

ললিতাপ্রসাদ ও উমিচাঁদ উভয়েই শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "কাহাকে খুন করিবে?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "কাহাকে খুন করিবে, কেমন করিয়া বলিব? তবে যে এই সম্প্রদায়ের কোপে পড়িবে, তাহারই খুন হইবার সমধিক সম্ভাবনা আছে। হুজুরীমলকে এই সম্প্রদায়ই খুন করিয়াছে।"

ললিতাপ্রসাদ নিতান্ত বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "কেন? যেহেতু হুজুরীমল সাহেব এই সম্প্রদায়ের দশ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দিতেছিলেন। কে জানে, যে স্ত্রীলোকটিকে লইয়া পলাইতেছিলেন, সে এ সম্প্রদায়ের নহে। সে-ও এই সম্প্রদায়ের কোপে পড়িয়াছিল। সেজন্য উভয়েই খুন হইয়াছে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উমিচাঁদ অতিশয় ব্যগ্রভাবে বলিল, "এ কথনই হইতে পারে না।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আমি কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতেছি। হুজুরীমল যদি টাকা লইয়া না থাকেন, তবে লইল কে? অন্য কেহ চাবি লইয়া তবে সিন্দুক খুলিয়াছিল?"

উমিচাঁদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তবে কি আপনি মনে করেন, আমি টাকা লইয়াছি?"

"এ কথা আমি বলি নাই।"

"আমি এরূপ মূর্খ নই যে নোট লইব। সমস্তই নম্বরী নোট। সব নোটের নম্বরই গুরুগোবিন্দ সিংহের নিকটে আছে। এ নোট লইলে ইহা ভাঙ্গাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

"আপনার দ্বারা এ কাজ হয় নাই, তাহা নিশ্চয়। তবে কথা হই-তেছে যে, যদি আপনি লইলেন না, হুজুরীমল লইলেন না, তবে লইল কে? কেহ ত চাবী চুরী করে নাই?"

উমিচাঁদ নিজ কোমর হইতে সিন্দুকের চাবী বাহির করিয়া অক্ষয়-কুমারকে দেখাইয়া বলিল, "এই চাবী আমার কাছে রহিয়াছে, সর্ব্বদাই থাকে। এ চাবী কাহারও পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

"হুজুরীমলের চাবী চুরী যাইতে পারে?"

"না, তিনি সর্ব্বদা চাবী নিজের কাছে রাখিতেন।"

"তাঁহার কাছে কোন চাবী ছিল না।"

উমিচাঁদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সে চাবী নিশ্চয়ই কেহ লইয়াছিল।" তৎপরে একটু চিন্তিতভাবে বলিল, "কিন্তু অপর কেহ গদীতে আসিয়া সিন্দুক খুলিলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত। গদীতে সর্ব্বদাই লোক পাহারায় থাকে।"

অক্ষয়কুমার উঠিলেন। বলিলেন, "দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।" তিনি ললিতাপ্রসাদ ও উমিচাঁদকে থানায় লাস সেনাক্ত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া নগেন্দ্রনাথের সহিত হাওড়া ষ্টেশনের দিকে চলিলেন।

সত্যকথা বলিতে কি, নগেন্দ্রনাথ এ খুনের যে কোনকালে কোনরূপ কিনারা হইবে, এ বিষয়ে হতাশ্বাস হইতেছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার হতাশ হন নাই; তিনি নগেন্দ্রনাথের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ইহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি।"

"আমি ত মনে করিতেছি, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই।"

"কেন? এই প্রথম—আমরা একটা লাসের পরিচয় পাইয়াছি। জানিয়াছি, তিনি আমাদের বিখ্যাত গদীয়ান হুজুরীমল বাবু—মহাশয় লোক, ধাম্মিক ও দানশীল। আরও জানিয়াছি যে, এই সদাশয় ধার্ম্মিক দানশীল ধনী গদীয়ান পরের দশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে বোম্বে পলাইতেছিলেন। আমরা আরও জানিয়াছি যে, এই টাকা পঞ্জাবের এক সম্প্রদায়ের; সেই সম্প্রদায়ের চিহ্ন সিন্দুরমাখা শিব।"

"হাঁ, এ সব সপ্রমাণ হয় ত—কথা বটে; কিন্তু হুজুরীমল খুন হইয়াছেন ব্যতীত আর কিছুই সপ্রমাণ হয় নাই।"

"ক্রমে সবই সপ্রমাণ হইবে—ভয় নাই। উপস্থিত এখন একবার হুজুরীমলের চন্দননগরের বাড়ীটা দেখা যাক্।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে হাওড়ায় আসিয়া ট্রেণে উঠিলেন।

চন্দননগরে আসিয়া দেখিলেন যে, হুজুরীমল যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেটি একটি সুন্দর বাগানবেষ্টিত বড় বাড়ী। অনেক লোকজন দাস দাসী আছে। হুজুরীমল খুব বড় লোকের ন্যায়ই এখানে বাস করিতেন।

অক্ষয়কুমার হুজুরীমলের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জনৈক ভৃত্য দ্বারা বাড়ীর ভিতরে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু ভৃত্য ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তাঁহার শরীর ভাল নয়—তিনি কাহারও সহিত দেখা করিবেন না।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাঁহার অসুখ হইয়া থাকে—বিরক্ত করিতে চাই না; তাঁহার কোন বাঁদীর সহিত দেখা হইলেই আমাদের কাজ হইবে। বল, আমরা পুলিসের লোক—দেখা করাই চাই।"

ভৃত্য আবার বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল। এই সময়ে তাঁহারা উভয়ে দ্বারপথে চাহিয়া দেখিলেন, একটি ভদ্রলোক একটি স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছেন। দেখিয়া অক্ষয়কুমার বলিলেন, "বোধ হয়, ঐটিই যমুনা।"

ঠিক সেই সময়ে কে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে বলিল, "আমার নাম যমুনা।"

উভয়ে চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি পরম রূপবতী যুবতী। তাহার মুখ ম্লান—বিষণ্ণ। যমুনা অতি বিষণ্ণস্বরে বলিল, "আপনারা কি চান্?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এ সময়ে আপনাদিগকে বিরক্ত করা আমাদের উচিত ছিল না; কর্ত্তব্যের দায়ে আসিতে হইয়াছে।"

যমুনা কোন কথা না কহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষয়কুমার মৃতা স্ত্রীলোকের পরিধানে যে কাপড়খানি ছিল, তাহা বাহির করিয়া বলিলেন, "এ কাপড়খানিতে আপনাদের ধোপার চিহ্ন আছে ; এ কাপড়খানি কি চিনিতে পারেন ?"

যমুনা কাপড়খানি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "হাঁ, এ কাপড়খানি আমার মাসীর ছিল ; কিন্তু এ কাপড়খানি একজন দাসীকে তিনি দিয়াছিলেন।"

"সে দাসীর নাম কি ?"

"রঙ্গিয়া।"

"বেশ নামটি—এখন সে কোথায় ?"

"সে সাত-আটদিন হইল, দেশে গিয়াছে।"

"ঠিক দেশেই গিয়াছে কি ?"

"হাঁ। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

"সে দেশে যায় নাই—সে খুন হইয়াছে।"

"খুন হইয়াছে !" বলিয়া যমুনা শিহরিয়া উঠিল। তাহার ম্লান মুখ আরও ম্লান হইয়া গেল, এবং সে পড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু প্রাচীর ধরিয়া দাঁড়াইল। নিকটে একখানি কৌচ ছিল, সে তাহাতে তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িল।

অক্ষয়কুমার মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বাপু, ভিতরের অনেক কথাই জান।" কিন্তু ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রনাথ যমুনার নিরুপম রূপলাবণ্যে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন ; তিনি অক্ষয়কুমারের এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহারে মনে মনে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কোন কথা কহিলেন না—নীরবে তাহা সহ্য করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যখন অক্ষয়কুমার দেখিলেন যে, যমুনা কতক প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন, "আপনাকে আরও দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

যমুনা মৃদুস্বরে বলিল, "বলুন।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "বড় বাজারে রাণীর গলিতে আপনাদের দাসী রঙ্গিয়া হুজুরীমল বাবুর সঙ্গে রাত বারটার সময়ে দেখা করিয়াছিল; সেই সময়ে হুজুরীমল খুন হন।"

যমুনা ব্যগ্রভাবে বলিল, "তবে কি সে তাঁকে খুন করেছে?"

"না—তাহার সঙ্গে আর একজন পুরুষ মানুষ ছিল। তাহারা দুইজনে গঙ্গার ধারে যায়; তাহার পর সেখানে রঙ্গিয়াও খুন হয়। তার সঙ্গী নিশ্চয়ই তাহাকে খুন করে নাই; কারণ তাহা হইলে সিন্দুরমাখা শিবের দরকার হইত না।"

যমুনা চমকিত হইল। অক্ষয়কুমারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহা দেখিল। তিনি বলিলেন, "এ বিষয়ে আপনি কি জানেন?"

যমুনা কম্পিতস্বরে কহিল, "কি—কি—কি বিষয়ে?"

অক্ষয়কুমার পকেট হইতে তাড়াতাড়ি শিবলিঙ্গটি বাহির করিয়া যমুনার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "এই—এই বিষয়ে।"

সহসা কেহ গায়ের উপরে সাপ ফেলিয়া দিলে যেরূপ হয়, যমুনারও ঠিক তাহাই হইল। সে একবার বিস্ফারিতনয়নে অঙ্কস্থিত শিবলিঙ্গের

দিকে চাহিল; তখনই সে মূর্চ্ছিতা হইল। অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে কেবলমাত্র বলিলেন, "ওঃ—তুমিও তবে ইহার ভিতরে আছ!"

নগেন্দ্রনাথ মহাক্রুদ্ধ হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। এবারে তিনি আর রাগ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। অক্ষয়কুমারকে কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, "দেখিতেছেন না, ইনি অজ্ঞান হইয়াছেন—এঁর দাসীদের শীঘ্র ডাকুন।"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "বসুন—অত ব্যস্ত হইতে হইবে না। এইখানে জল আছে, হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া থাকেন—মুখে জল দিন্।"

নগেন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক—তাঁহার মনটা কোমল; তিনি এরূপ সুন্দরীর এরূপ কষ্টে বড় ব্যথিত হইলেন। তিনি সত্বর জল আনিয়া অতি যত্নে যমুনার মুখে ধীরে ধীরে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

যমুনা কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তৎপরে ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল। বোধ হয়, প্রথমে সে কি হইয়াছে স্মরণ করিতে পারিল না—চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চাহিতে লাগিল। সহসা তাহার সকল কথা মনে পড়িল; সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু অক্ষয়কুমার তাহার পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আমার সকল কথার জবাব না দিলে আমি যাইতে দিতে পারি না।"

যমুনা সকরুণনেত্রে নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি নগেন্দ্র-নাথের হৃদয়ে আঘাত করিল। কিন্তু তিনি কিছুই করিতে পারেন না। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন যমুনা কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমার বড় অসুখ করিতেছে।"

এবার নগেন্দ্রনাথ কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না—বলিলেন, "অক্ষয় বাবু, দেখিতেছেন না, ইঁহার অসুখ করিয়াছে।

চতুৰ্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার একবার রুষ্টভাবে নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। পরে যমুনাকে বলিলেন, "যদি আমার সন্দেহ না ঘুচাইয়া যাইতে চাও, যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে যাও।"

যমুনা বিস্মিতভাবে অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ভয় পাইব কেন?" বলিয়া সে ধীরে ধীরে আবার কৌচের উপর বসিল। বসিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "বলুন।"

অক্ষয়কুমারের নির্ম্মম ব্যবহারে নগেন্দ্রনাথের ভয়ানক রাগ হইল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, একটা মুষ্ট্যাঘাত অক্ষয়কুমারের মস্তকে বসাইয়া দেন, কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না। ভাবিলেন, "ডিটেক্‌টিভ কাজে যদি এই-রূপ নৃশংস হইতে হয়, তাহা হইলে ইহা ভদ্রলোকের কাজ নয়।"

অক্ষয়কুমার কিয়ৎক্ষণ যমুনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাহাকে প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সময় দিলেন।

যখন তিনি দেখিলেন যে, যমুনা অনেকটা সুস্থ হইতে পারিয়াছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সিন্দুর-মাখা শিব দেখিয়া মূর্চ্ছিত হই-লেন কেন?"

যমুনা নতশিরে ধীরে ধীরে বলিল, "ওটা দেখে আমার মেসো মহা-শয়ের কথা মনে পড়েছিল, তাই——"

"তাঁর সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ আছে?"

"ও রকম একটা তাঁহার কাছে আমি দেখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এ একটা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের চিহ্ন।"

"পঞ্জাবের ধর্ম্ম সম্প্রদায়?"

"তা ঠিক জানি না।"

"আপনি ত পঞ্জাব হইতে আসিয়াছেন?"

"কিন্তু সেখানে ইহা দেখি নাই।"

"আপনি এ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

"না—কিছুই জানি না।"

"হুজুরীমল এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন?"

"তা জানি না।"

"যাক্ ও কথা—এখন আপনাদের দাসীর কথাই হউক; এই দাসীর সঙ্গে হুজুরীমল বাবুর কি বড় মেশামিশি ছিল?"

যমুনা বিস্মিতভাবে অক্ষয়কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে দাসী, তার সঙ্গে মেশামিশি থাকিবে কেন?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আর কাহারও সঙ্গে ছিল?"

এবার যমুনা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "দাসীদের সকল খবর আমরা জানি না।"

অক্ষয়কুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না—না—তা ত ঠিক। যাক্ সে কথা, গত শনিবার রাত্রে আপনি কি কলিকাতায় হুজুরীমল বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন?"

যমুনা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি—আমি—সেখানে কেন যাইব?"

অক্ষয়কুমার তাহার হাত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাহার আঙ্গুলে কোন আংটী দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, "নিশ্চয়ই এ যায় নাই—অপর কেহ হইবে।"

তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন মেয়ে মানুষ তাঁহার নিকটে আসিত কিনা, তাহা কি আপনি জানেন ?"

যমুনা বিরক্তভাবে বলিল, "না, আমি জানি না। চাকরেরা জানিলেও জানিতে পারে।"

অক্ষয়কুমার সোৎসাহে বলিলেন, "ঠিক কথা, একবার আপনাদের চাকরদের দেখা যাক্।"

এই বলিয়া তিনি নগেন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি এই-খানেই বসুন, আমি এখনই আসিতেছি।"

নগেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছিলেন, কোন কথা না কহিয়া বসিয়া রহিলেন।

তিনি চিন্তিত মনে বসিয়াছিলেন। সহসা কাহার পদশব্দে তিনি ফিরিলেন। দেখিলেন, একটি ভদ্রলোক একটি স্ত্রীলোকের সহিত সেই কক্ষ মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি যে সেখানে বসিয়া আছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। উভয়েই তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইলেন, এবং তখনই সে কক্ষ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নগেন্দ্র না ?"

নগেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আরে কেও যমুনাদাস !"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "চিনিতে পারিয়াছ, ইহাই আমার সৌভাগ্য !"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনেকদিন তোমাকে দেখি নাই বটে,—কিন্তু তোমার চেহারা ঠিক সেইরূপই আছে।"

যমুনাদাস হাসিয়া বলিলেন, "এটি আমার একটা গুণ বলিতে হইবে।"

নগেন্দ্রনাথ পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীকে দেখিতেছেন দেখিয়া যমুনাদাস হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ইনি হুজুরীমল বাবুর শালীঝির বিশেষ বন্ধু। এই বাড়ীতেই থাকেন, তবে আর বোধ হয়, বেশী দিন থাকিতে হইবে না। যমুনাদাস এ রত্ন লইয়া যাইবে।"

রমণী সলজ্জভাবে ভূন্যস্তদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। যমুনাদাস বলিলেন, "তুমি এখানে কেন?"

"একজন ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে এসেছি।"

"ডিটেক্‌টিভ! হুজুরীমল বাবুর খুনের বিষয়!"

"হাঁ।"

"এমন ভাল লোককে কে খুন করিল?"

"তাহারই সন্ধান হইতেছে।"

"তুমিও কি ইহার সন্ধানে আছ?"

"হাঁ, অক্ষয়কুমার বাবু অনুগ্রহ করে আমাকে সঙ্গে লইয়াছেন! জান ত, আমি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। অক্ষয়বাবু একজন খুব নামজাদা ডিটেক্‌টিভ।"

"বেশ বেশ—খুব ভাল। ভাই, আমাকেও সঙ্গে লও, আমার এ সকল বিষয় সন্ধান করিতে বড় ভাল লাগে; বিশেষতঃ, হুজুরীমল বাবু আমাকে বড় ভালবাসিতেন।"

"অক্ষয় বাবুকে বলিব।"

এই সময়ে অক্ষয়কুমার তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উভয়কে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি রমণীর হাতের দিকে পড়িল। তিনি চমকিত হইলেন।

রমণীর হস্তে সেই আংটী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার উভয়ে ষ্টেশনে আসিয়া আবার ট্রেণে উঠিলেন। অক্ষয়কুমার কোন কথা কহেন না দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যমুনা-দাসের সঙ্গে এক সময়ে পড়িয়াছিলাম; অনেকদিন তাঁহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।"

অক্ষয়কুমার সে কথায় আর কোন কথা কহিলেন না। তখন নগেন্দ্র নাথ বলিলেন, "আপনি যমুনাদাসকে কিরূপ দেখ্‌লেন?"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ফক্কোড়—এ সব লোক দিয়া সংসারের কোন কাজ হইতে পারে না।"

"কিন্তু লোক মন্দ নয়—মন ভাল।"

"যাহারা বেশী বাচাল হয়, তাহারা প্রায়ই এক-একটি প্রকাণ্ড গাধা।"

"হুজুরীমলের সহিত ইহার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল; হুজুরীমল খুন হওয়ায় এ বড় প্রাণে আঘাত পাইয়াছে। তাঁহার হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। বলিতেছিল যে, আপনি যদি ইহাকে এই অনুসন্ধানে লয়েন।"

"এ না গঙ্গাকে বিবাহ করিবে?"

"হাঁ, তাতে আপত্তি কি?"

"আছে—এই গঙ্গাই সে রাত্রে হুজুরীমলের সঙ্গে তার বাড়ীতে দেখা করিয়াছিল। মাঝে মাঝে রাত্রে যাইত!"

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

"হুজুরীমলের চাকর বলিয়াছিল, "একটি স্ত্রীলোক মধ্যে মধ্যে রাত্রে হুজুরীমলের সহিত দেখা করিতে যাইত,—তাহার হাতে একটা তিনখানা নীলপাথর বসান আংটী ছিল। এই গঙ্গার হাতে সেই আংটী আছে।"

"গঙ্গার হুজুরীমলের সহিত সাক্ষাৎ করার কি বিশেষ কোন আশ্চর্য্যের বিষয়?"

"তাহা নয়, যদি যমুনা——"

"আপনি যমুনার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না,সে ইহার কিছুই জানে না।"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "ঔপন্যাসিক—উপন্যাসে সুন্দর মুখ—— যাহা হউক, সে কথায় আর কাজ নাই। এখন কথা হইতেছে, রাঙ্গা শিব দেখিয়া সে মূর্চ্ছা যায় কেন?"

"উমিচাঁদও মূর্চ্ছা গিয়াছিল।"

"সেই কথাই বলিতেছি। উমিচাঁদও মূর্চ্ছা যাইবার যে কারণ বলিয়াছিল, যমুনাও ঠিক তাহাই বলিল—আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কাজেই বলিতে হয়, দুজনের কথাই ঠিক নহে।"

"তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যমুনা এই খুন করিয়াছে?"

"অতদূর বলি না। বোধ হয়, উমিচাঁদ বা যমুনা খুন সম্বন্ধে জড়িত নহে; তবে ইহাও ঠিক, ইহারা খুন সম্বন্ধে অনেক কথা জানে।"

"এ কথা ঠিক নয়।"

"তাহা হইতে পারে—সে এ সম্বন্ধে সকল কথা জানে না। সে অর্দ্ধেক জানে, আর অর্দ্ধেক উমিচাঁদ জানে।"

"যদি তাহারা জানে, তবে প্রকাশ করিতেছে না কেন?"

"সম্ভবতঃ তাহারা কাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

"এমন কে আছে যে,তাহারা তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছে।"

"অনেকে হইতে পারে। এই মনে করুন, হুজুরীমলের স্ত্রীকে।"

নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ কথা হইতেই পারে না।"

অক্ষয়কুমার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অনেক বিষয়ে পারে। এই দেখুন না, দুই কারণে হুজুরীমল খুন হইতে পারে ; প্রথম কারণ টাকা—দ্বিতীয় কারণ ঈর্ষা।"

"টাকা সে রাত্রে তাঁহার নিকট ছিল না।"

"কোন মূল্যবান্ কাগজ-পত্রও থাকিতে পারে। যাহা হউক, এজন্য যদি কেহ তাহাকে খুন করিয়া না থাকে, তবে ঈর্ষাবশে খুন করিয়াছে।"

"আপনি কি মনে করেন যে, হুজুরীমলের স্ত্রী দাসীর উপর ঈর্ষা করিয়া স্বামীহত্যা করিয়াছে ?"

"দাসীর উপর ছাড়া কি আর কাহার উপরে হইতে পারে না—এই মনে করুন না গঙ্গা।"

"গঙ্গার সঙ্গে যে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল, বোধ হয় না।"

"তবে সে লুকাইয়া রাত্রে তাহার নিকট আসিত কেন ? সবই পরে জানা যাইবে। এখন আপনার বন্ধুকে দলে লওয়া যাওয়া যাক। তাহার দ্বারা গঙ্গার বিষয় অনেক জানা যাইবে।"

"সে কখনও তাহা প্রকাশ করিবে না।"

"মহাশয়ের বন্ধুটি যেরূপ বাচাল, তাহাতে তাহার নিকট হইতে কথা বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।"

নগেন্দ্রনাথ এ কাজটা ভাল বোধ করিলেন না। এইরূপে ভুলাইয়া কাহারও নিকট হইতে কোন গোপনীয় কথা বাহির করিয়া লওয়া বড়ই অন্যায়।

অক্ষয়কুমার তাহার মনের ভাব বুঝিয়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "নগেন্দ্রনাথ বাবু, ডিটেক্‌টিভগিরি করিতে হইলে এত ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনা করিতে গেলে চলে না।"

দ্বিতীয় খণ্ড

রহস্য গভীর হইল

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

যমুনাকে দেখা পর্য্যন্ত নগেন্দ্রনাথের হৃদয় বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সুন্দর মুখ তাঁহার হৃদয়ে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহার কথা ভাবিবেন না মনে করা স্বত্ত্বেও সর্ব্বদাই তাহার মুখ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। তিনি গৃহমধ্যে বসিয়া নিজ মনে সুন্দরী যমুনার কথাই ভাবিতেছিলেন। এই সময়ে কাহার পদশব্দে তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন, যমুনাদাস।

তিনি তাঁহাকে বাড়ীর ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলেন। যমুনাদাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কালবিলম্ব করেন নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ্‌ছ, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে একদিনও দেরী করি নাই—এস, সেই ছেলেবেলার কথা কহা যাক্।"

নগেন্দ্রনাথের মন ভাল ছিল না—নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কেন এরূপ হইয়াছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তিনি প্রথমে যমুনাদাসের বাচলতা ও উচ্চ হাস্যে কিছু বিরক্তি বোধ করিলেন; কিন্তু ক্রমে দেখিলেন, তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিজের হৃদয় অনেকখানি আনন্দানুভব করিতে লাগিল। ক্রমে

দুই বন্ধুতে অনেক হাস্য-পরিহাস চলিল। কৌতুকামোদে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিতেছ?"

যমুনাদাস হাসিয়া বলিলেন, "এখন ভবঘুরে হয়েছি। বাবার যাহা ছিল, তাহা ফুঁকে দিতে অধিকদিন লাগে নাই। তার পর মা মরে গেলেন, আমিও ভেসে পড়্‌লাম——"

"কাজ-কর্ম্ম কিছুই করিতেছ না?"

"ভগবান্ আমাকে কাজের জন্য বানান নাই। পরিশ্রম? বাপ্—সে আমার যম।"

"তবে চল্‌বে কেমন করে?"

"চলে যায়—ভালই যায়। আবার দেখিতেছ না, শীঘ্রই বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া পড়িতেছি। এইবার ভ্রমণ বন্ধ হইল আর কি——"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি তাহা হইলে অনেক দেশ বেড়াইয়াছ?"

"অনেক দেশ! জগৎ-জুড়ে বলিলে হয়।"

"পঞ্জাবে গিয়াছ?"

"পঞ্জাবে? গ্রামে গ্রামে—পঞ্জাবের কোথায় না গিয়াছি!"

"অমৃতসহরে?"

"সেখানে একাদিক্রমে ছয়মাস ছিলাম।"

"তাহা হইলে পঞ্জাবের তুমি সব দেখেছ?"

"যা দেখা উচিত তাও দেখেছি, যা দেখা অনুচিত তাও দেখেছি।"

নগেন্দ্রনাথ শিবলিঙ্গটি টেবিল হইতে বাহির করিয়া যমুনাদাসের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এটা কি বলিতে পার?"

"বাপ্!" বলিয়া যমুনাদাস লাফাইয়া উঠিলেন—চারি পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল; তিনি বিস্ফারিতনয়নে নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নগেন্দ্রনাথ তাঁহার ভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

যমুনাদাস প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি এটা কোথা পাইলে ?"

উমিচাঁদ এই শিবলিঙ্গ দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল। যমুনাও মূর্চ্ছা গিয়াছিল। যমুনাদাস মূর্চ্ছা না গেলেও অনেকটা সেই রকমই হইলেন। তাঁহার কপালে ঘাম ছুটিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি—তুমি—তুমি কি সেই সম্প্রদায়ের লোক ?"

যমুনাদাসের নিকটে এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে আরও কিছু জানিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কোন্ সম্প্রদায় ?"

যমুনাদাস কম্পিতহস্তে সিন্দুররঞ্জিত শিবলিঙ্গটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই এটা যাহাদের চিহ্ন ?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি তোমায় সত্যই বলিতেছি, আমি এই সম্প্রদায়ের কিছুই জানি না।"

এই কথায় যমুনাদাস কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার দফা আজ রফা হল। এখনও দিনকতক বাঁচ্‌বার ইচ্ছা আছে।"

"এটা দেখে এমন ভয় করিবার কি আছে ?"

"আছে, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে এখনই খুন করিবে। ও দেখ্‌লেই লোকে খুন হয়—খুনের চিহ্ন।"

"সত্যই কি তাই ?"

"হাঁ, আমি আশ্চর্য্য হইতেছি, কেন তুমি এখনও খুন হও নাই। ভাল চাও ত এখনই ওটাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এস, নতুবা রক্ষা নাই—আমি বল্‌ছি, একেবারে রক্ষা নাই।"

যমুনাদাসের কথায় নগেন্দ্রনাথ বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এই শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে বিবরণ বিশেষ অবগত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; কিন্তু পাছে তিনি কৌতূহল প্রকাশ করিলে যমুনাদাস কোন কথা না বলে, এই-জন্য তিনি প্রথমটা নীরবে রহিলেন।

যমুনাদাস তাঁহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি এটা কোথায় পাইলে?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হুজুরীমল যেখানে খুন হইয়াছিলেন, সেইখানেই এটা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মৃতদেহের কাছেই পড়িয়াছিল।"

যমুনাদাস তাঁহার কথা শুনিয়া অতি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "এতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, সেই সম্প্রদায়ই তাহাকে খুন করিয়াছে।"

"সম্প্রদায় তাহাকে খুন করিবে কেন?"

"কেমন করিয়া জানিব? নিশ্চয়ই কোন কারণে তাহার উপর তাহা-দের রাগ হইয়াছিল।"

"এ সম্প্রদায়টা কি? এরা কেন মানুষ খুন করিয়া বেড়ায়?"

যমুনাদাস বলিলেন, "এ সম্প্রদায় সম্বন্ধে যাহা জানি, বলিতেছি।"

এই বলিয়া যমুনাদাস উঠিয়া জানালাটা দেখিয়া আসিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার সেই সশঙ্ক ভাব দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলি-লেন, "ভয় নাই, এখানে তোমার সম্প্রদায় কিছু করিতে পারিবে না।"

যমুনাদাস বলিলেন, "হুজুরীমলকে এই সহরেই খুন করিয়াছে।"

এই কথায় কেমন আপনা-আপনি নগেন্দ্রনাথেরও প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষণপরে নগেন্দ্রনাথ নিজ মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "এ সম্প্রদায়ের কাজ কি ?"

"যা জানি বলিতেছি, এটা একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়—অন্ততঃ ইহাই লোকে জানে।"

"এ সম্প্রদায়ে কাহারা আছে ?"

"ইহাদের সব কাজ গোপনে হয় ; এরা কি করে তাহা এরাই জানে। সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে কিছুই জানিবার উপায় নাই।"

"ইহাদের উদ্দেশ্য কি ?"

"আমার সব শোনা কথা। ইহারা নাকি কি কার্য্যকলাপ করে, তাহাতে নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মে।"

"তুমি এদের বিষয় কিরূপে জানিলে ?"

"তাহাই বলিতেছি। আমি তখন অমৃত সহরে। একদিন অনেক রাত্রে এক বন্ধুর বাড়ী থেকে বাইনাচ দেখে আমি বাড়ী ফিরিতেছি। পথে তখন জনমানব নাই—চারিদিকে খুব অন্ধকার। এই সময়ে সম্মুখে কাহার আর্ত্তনাদ শুনিলাম ; কে কাহাকে যেন মারিতেছে। আমি ছুটিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। আমি দূর হইতে বুঝিলাম, আমার পায়ের শব্দ শুনিয়া দুইজন লোক যেন ছুটিয়া পলাইল।"

"তার পর ?"

"তার পর আমি দেখি, একজন লোক রাস্তায় পড়িয়া আছে। লোক-টার বুকে কে ছোরা মারিয়াছে—রক্তে তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার পাশে দেখি, এই রকম একটা সিঁদুরমাখা শিব।"

"ঠিক এই রকম?"

"ঠিক এই রকম।"

"তার পর আমি সেই শিব কুড়াইয়া লইয়া দেখি, লোকটা ভয়ে অজ্ঞান হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় একে পথে ফেলিয়া যাওয়া উচিত নয় ভাবিয়া আমি তাহাকে বাসায় আনিলাম। আমার বাসা সেখান হইতে নিকটেই ছিল।"

"তুমি তখনই পুলিসে খবর দিলে না কেন?"

"সেই লোকটির কাকুতি-মিনতিতে। সে কিছুতেই আমাকে পুলিসে খবর দিতে দিল না। তাহার পরম সৌভাগ্য যে, গায়ে একটা তুলাপোরা জামা ছিল, সেজন্য ছুরি বুকে বসে নাই—কেবল মাংস একটু কাটিয়া গিয়াছিল।"

"তার পর সে লোক এ সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলেছিল?"

"কিছু কেন? সব। সে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, কোন কারণে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসে। তাহাতে সেই দলের লোক ইহার উপর ক্রুদ্ধ হয়। দলের নিকট কোন অপরাধ করিলে তাহার একমাত্র দণ্ড হইতেছে—প্রাণদণ্ড।"

"কে খুন করে?"

"তাহা কেহ জানে না—যাহার উপর ভার পড়ে, তাহাকেই খুন করিতে হয়; না বলিবার যো নাই, তাহা হইলে তাহারও প্রাণদণ্ড।"

"কি ভয়ানক! তার পর?"

"এ লোকটা জানিত যে, তাহার উপর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।"

"কেমন করিয়া জানিল ?"

"এরূপ প্রাণদণ্ডের হুকুম হইলে সেই লোকের কাছে যেমন করিয়া হউক, এইরূপ একটা শিব আসে। এই শিব আসিলেই সে লোক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে যে, তাহার দিন শেষ হইয়াছে—সমিতির লোক নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিবে।"

"কি ভয়ানক !"

"খুন হইলে মৃত ব্যক্তির কাছেও এইরূপ একটা শিব তাহারা রাখিয়া যায় ; তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারে যে, লোকটা সেই গুপ্ত সমিতির কোন লোকের দ্বারা খুন হইয়াছে।"

"পুলিস ইহাদিগে ধরে না কেন ?"

"পুলিস কি করিবে ? এ সম্প্রদায়ে কে আছে, এ সম্প্রদায় কোথায়, তাহার কিছুই কেহ জানে না। যাহারা দলে আছে, তাহারা প্রাণ থাকিতে কোন কথা বলে না। পুলিস কিছুই করিতে পারে না।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তার পর কি হইল ? সে লোক কোথায় গেল ?"

যমুনাদাস বলিলেন, "সে আমার বাড়ীতে কয়েকদিন লুকাইয়া ছিল ; কিছুতেই আমাকে তাহার পরিচয় দিল না। শেষে একদিন আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।"

"এ সম্প্রদায় সম্বন্ধে আর কিছু সন্ধান লইলে না কেন ?"

"সন্ধান লওয়া ! আমি অমৃত সহর ছেড়ে পলাতে পথ পাই না।"

"কেন হে ?"

"সেই শিবটা আমার কাছে ছিল। পরে জানিলাম, যে ইহাদের সম্প্রদায়ের লোক নয়, এমন কোন লোকের কাছে ইহারা এ শিবলিঙ্গ থাকিতে দেয় না। অথচ তাহার সম্মুখে আসিয়া চাহিয়াও লইতে পারে না—তাহা হইলে সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া ধরা পড়িবে।"

"তোমার কাছে ছিল বলিয়া তাহারা কি করিল ?"

"চার-পাঁচদিন রাত্রে রাস্তায় আমাকে খুন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহার পর বাড়ীতে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

"কেন ?"

"অনেক রাত্রে ক্রমাগত ঢিল পড়ে—হঠাৎ দরজা খুলে যায়—রাত্রে ঘুমাইয়া আছি, কে খাট ধরিয়া নাড়া দেয়—নানা রকম উপদ্রব।"

"তাহার পর তুমি কি করিলে ?"

"একটি পঞ্জাবের ভদ্রলোক এই ব্যাপার আমার কাছে শুনিয়া আমাকে বলিলেন, "মহাশয়, যদি প্রাণে বাঁচিতে চান, তবে শীঘ্র এটাকে বিদায় করুন। জানেন নাকি, তাহারা সহজে এটা না পাইলে এই সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে খুন করিয়া এটা লইয়া যায়।"

এ কথা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, যথার্থই তাঁহার ভয় হইল—নিজ দুর্ব্বলতার জন্য তিনি লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি সেটা কি করিলে ?"

"এ কথা শুনিয়া আমি রাত্রে সেটাকে আমার দরজার পার্শ্বে রাখিয়া দিলাম। সকালে দেখি কে লইয়া গিয়াছে।"

"তার পর আর কোন সন্ধান পাইলে ?"

"এই সকল ব্যাপারে—সত্য কথা বলিতে কি, আমার মেজাজটা বড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমি একেবারে পঞ্জাব থেকে পলাইলাম। প্রাণের মায়া বড় মায়া !"

"এই সম্প্রদায়ের কি অনেক টাকা আছে ?"

"শুনেছি, অনেক টাকা আছে। এই টাকা আর কোনখানে জমা রাখে না, বা একজনের কাছেও রাখে না। সম্প্রদায়ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে রাখে।"

"গুরুগোবিন্দ সিং কি এই সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ?"

"কেমন করিয়া জানিব ? খুব সম্ভব।"

"এই সম্প্রদায়ের কোন টাকা কি তাহার কাছে আছে ?"

"তাহাই বা আমি কিরূপে জানিব ? তাহার সঙ্গে আমার আলাপ হুজুরীমলের বাড়ীতে। তবে ভাবগতিকে বোধ হয়, তাহার কাছে সম্প্রদায়ের কিছু টাকা থাকিলেও থাকিতে পারে।"

নগেন্দ্রনাথ, এইবার অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য্য অনুকরণ করিয়া বলিলেন, "সম্প্রদায়ের দশ হাজার টাকা তাহার কাছে ছিল।"

যমুনাদাস নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

নগেন্দ্রনাথ সেইরূপ গম্ভীরভাবেই বলিলেন, "এই দশ হাজার টাকা গুরুগোবিন্দ সিং হুজুরীমলের নিকটে রাখিতে দিয়াছিল। তিনি এই টাকা তাঁহার সিন্দুকে রাখিয়াছিলেন—সে টাকা চুরী গিয়াছে ?"

"কি ভয়ানক ! কে চুরী করিল ?"

"কেমন করিয়া বলিব ? তাহারই সন্ধান হইতেছে, খুনের সঙ্গে চুরীর নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে। তাহাই অক্ষয় বাবু তদন্ত করিতেছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছেন। তোমার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম——"

যমুনাদাস অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "তিনি—তিনি—কি বলিলেন ?"

"তিনি তোমাকে দলে লইতে সম্মত হইয়াছেন।"

"দেখিতেছি, তিনি অতি ভদ্রলোক।"

"আমরা যতদূর যাহা জানিয়াছি, তাহা তোমার শোনা উচিত ; নতুবা আমাদের কাজে যোগ দিতে পারিবে না।"

"বল—সব আমার শোনা চাই।"

নগেন্দ্রনাথ খুন সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার ও তিনি যাহা কিছু সন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সমস্তই একে একে যমুনাদাসকে বলিলেন। কেবল গঙ্গার হাতে যে অঙ্গুরীয় ছিল এবং গঙ্গা যে গোপনে রাত্রে হুজুরী-মলের সহিত দেখা করিত, খুনের দিনও দেখা করিয়াছিল, তাহা বলিলেন না। তিনি জানিতেন, এ কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি বিশ্বাস করিবেন না—হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি গঙ্গার প্রেমাকাঙ্ক্ষী।

সকল কথা যমুনাদাস নীরবে শুনিলেন। নগেন্দ্রনাথের কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "এখন এ খুন কে করিয়াছে, তাহা বলা বড় কঠিন নহে।"

তাঁহার কথায় নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কে খুন করিয়াছে—তুমি মনে কর?"

যমুনাদাস বলিলেন, "দুই খুনের লাসের কাছেই শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং পঞ্জাবের সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দুই খুন হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গুরুগোবিন্দ সিং এই সম্প্রদায়ের লোক। তিনি সম্প্রদায়ের টাকা হুজুরীমলের নিকটে রাখিয়াছিলেন; সেই টাকা চুরী গিয়াছে—এ খুন কে করিয়াছে, তাহা কি আর স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি কাহাকে সন্দেহ কর?"

যমুনাদাস উত্তর করিলেন, "সন্দেহ নয়—নিশ্চিত। খুন করিয়াছে—গুরুগোবিন্দ সিং।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে সময়ে নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে যমুনাদাস্ আসিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে এদিকে ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর অক্ষয়কুমারের বাড়ীতে আর একজন আসিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার কখন ভাবেন নাই যে, তিনি সন্ধান করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিবেন। তাঁহার আগমনে খুন সম্বন্ধে নিজের যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উল্‌টাইয়া গেল। তিনি নিজ গৃহে বসিয়া কতকগুলি কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া বলিল, "দুইজন স্ত্রীলোক দেখা করিতে চান্?"

"স্ত্রীলোক!" বলিয়া অক্ষয়কুমার মাথা তুলিলেন। বলিলেন, "কোথা হইতে আসিতেছেন?"

ভৃত্য বলিল, "তা জানি না। তারা আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। গাড়ী করে এসেছে।"

অক্ষয়কুমার সেই স্ত্রীলোক দুটিকে সেখানে আনিবার অনুমতি দিয়া নিজের কাগজ-পত্র গুছাইতে লাগিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

অক্ষয়কুমার দেখিলেন, দুইটিই হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক। একটিকে দেখিলে অপরটির দাসী বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। দাসীর বয়স হইয়াছে, তাহার অবগুণ্ঠন নাই; কিন্তু অপরের মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত। দেখিলেই সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়া বুঝা যায়।

অক্ষয়কুমার অতি সম্মানের সহিত কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে বলিলেন, "আপনারা কি কাজের জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন—সাধ্য হইলে নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিব।"

রমণী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার স্বামীই সেদিন খুন হইয়াছেন।"

অক্ষয়কুমার নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি হুজুরীমল বাবুর স্ত্রী ?"

রমণী গ্রীবা হেলাইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "হাঁ।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আপনার স্বামীর খুনের তদন্তই আমি করিতেছি।"

রমণী তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া দাসীকে কি বলিলেন ; সে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন রমণী অক্ষয়কুমারের আরও নিকটে আসিলেন। অক্ষয়কুমার একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী বলিলেন, "আপনি আমাদের ওখানে গিয়াছিলেন—অসুখের জন্য আপনার সঙ্গে সেদিন দেখা করিতে পারি নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়া আপনার বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া এখানে আসিয়াছি।"

"কি জন্য আসিয়াছেন, বলুন।"

"যে খুন করিয়াছে—তাহাকে কি ধরিয়াছেন ?"

"না—তাহাকে এখনও পাই নাই।"

"কে খুন করেছ, আমি জানি—তাই বলিতে এসেছি।"

অক্ষয়কুমার বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে খুন করিয়াছে, আপনি মনে করেন ?"

রমণী বলিলেন, "গঙ্গা।"

"গঙ্গা !" বলিয়া অক্ষয়কুমার বিস্ময়াবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। রমণীর

দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?"

রমণী অতি বিচলিতভাবে বলিলেন, "আমি জানি—আমি শপথ করিতে পারি। সে ডাকিনী—সে সয়তানী।"

অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, "কেবল জানি বলিলে খুন সপ্রমাণ হয় না; কিরূপে জানিলেন, সেটাও বলুন।"

রমণী ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "যতদিন এই সয়তানী আমাদের বাড়ীতে আসে নাই, ততদিন আমি স্বামীর সঙ্গে বড় সুখে ছিলাম। এই ডাকিনী আসিয়া আমার স্বামীর মন ভাঙাইয়া লয়। আমি জানিতাম—অনেকদিন হইতে জানিয়াছি, সে লুকিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় দেখা করিত—সেই আমার স্বামী চুরী করিয়া লইয়াছিল।"

"যখন সে আপনার স্বামীকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখনই আপনি তাহাকে তাড়াইয়া দেন নাই কেন ?"

"আমি তাড়াইবার কে ? আমি কিছু বলিলে তিনি কোন কথা শুনিতেন না, ঐ সয়তানীই তাঁহার মন ভুলাইয়া লইয়াছিল। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম—পরেও জানিয়াছি, এই সয়তানী তাঁহার সঙ্গে সেদিন রাত্রে এদেশ ছাড়িয়া পলাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। সে তাঁহাকে ভালবাসিত না, তাঁহার টাকা ভুলাইয়া লইবার ফন্দীতে ছিল। টাকার লোভেই সে তাহার কোন ভালবাসার লোক দিয়ে তাঁকে খুন করেছে, আমি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে পারি।"

"আপনি কি মনে করেন যে, তবে যমুনাদাসই হুজুরীমল বাবুকে খুন করিয়াছে ?"

রমণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "সে সয়তানী, বেইমানী, সে মুখে যমুনাদাসকে ভালবাসা দেখায়, তাকে বে করিবে বলিয়াছে—সেই মূর্খও

তাই বিশ্বাস করিয়াছে ; আমি সে সয়তানীকে খুব চিনি। যমুনাদাস খুন করে নাই।"

"তবে কাহাকে দিয়া খুন করাইয়াছে মনে করেন ?"

"ললিতাপ্রসাদ—ললিতাপ্রসাদ—তাকেই সয়তানী ভালবাসে, তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে ; আমি জানি, তাহার দ্বারাই সে আমার স্বামীকে খুন করিয়াছে।"

রমণীর কথায় অক্ষয়কুমারের বিস্ময় চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তিনি অবাঙ্মুখে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি চলিলাম, সয়তানী যদি পালায়, তবে আমার স্বামীর রক্ত তোমার উপর—আমার শাপ তোমার উপর।"

অক্ষয়কুমার কথা কহিবার পূর্ব্বেই তিনি চঞ্চলচরণে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হুজুরীমলের স্ত্রীর কথা শুনিয়া অক্ষয়কুমার কেবল যে বিস্মিত হইলেন, এরূপ নহে—তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, সংসারে লোকে যাহা ভাবে, তাহা প্রায়ই হয় না, এই হুজুরীমল সহরে খুব বড়লোক বলিয়া গণ্য ছিল। তাহাকে ধার্ম্মিক, দানশীল—অতি বদান্য লোক বলিয়া সকলে জানিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই বুড়া বদমাইস সকলের চোখে ধূলি দিয়া ভিতরে ভিতরে কি ভয়ানক কাজই না করিতেছিল ? দাসী গঙ্গার সঙ্গে তাহার প্রণয়—কি ঘৃণা ! আবার তাহাকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল ? পরের টাকা লইয়াও চম্পট দিতেছিল, কি ভয়ানক ! আমি যাহা ভাবিতেছিলাম, এই মাগীর কথায় একদম সব উল্‌টাইয়া গেল, দেখিতেছি। যাহা হউক, সহজে ইহার কথাও বিশ্বাস করা যায় না। স্ত্রীলোকের রাগ হইলে সব করিতে পারে, সব বলিতে পারে। দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার সব কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ললিতাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। প্রথমে অক্ষয়কুমারকে দেখিয়া ললিতাপ্রসাদ যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার মুখ যেন শুকাইয়া গেল ; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজ হৃদয়ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "আসুন, আজ কি জন্য আসিয়াছেন ?"

অক্ষয়কুমার বসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "হুজুরীমল বাবুর স্ত্রীর সহিত আমার দেখা হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া ললিতাপ্রসাদ স্পষ্টতঃ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই ঘরে আসুন।"

উভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যাইয়া বসিলেন। ললিতাপ্রসাদ জিজ্ঞাসমান নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুজুরীমল বাবুর স্ত্রীর সহিত আমার দেখা হইয়াছে।"

ললিতাপ্রসাদ কথা কহিলেন না। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাঁহার কাছে জানিলাম, হুজুরীমল সাহেব বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার অনেক গুণ ছিল।"

"কি জানিলেন ?"

"জানিলাম, তিনি গঙ্গার জন্য পাগল হইয়াছিলেন।"

"মিথ্যাকথা!" বলিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। তৎপরে আত্ম-সংযম করিয়া বসিয়া বলিলেন, "হুজুরীমলের স্ত্রী ঈর্ষাবশে এইরূপ বলিয়াছেন—তাঁহার একটা কথাও সত্য নয়।"

"আরও জানিলাম, সেই গঙ্গা আবার আপনার জন্য পাগল।"

ললিতাপ্রসাদের মুখ রাগে লাল হইয়া গেল—তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "মহাশয় কি আজ আমাকে অপমান করিতে এখানে আসিয়াছেন?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "ইহাতে আমার লাভ কি? আমি ইহাও জানিয়াছি যে, যমুনাদাস বাবুর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবার কথা হইয়াছে?"

ললিতাপ্রসাদ এবার একটা অব্যক্ত শব্দ করিলেন। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু বলিলেন না। অক্ষয়কুমার তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনি কি গঙ্গাকে ভালবাসেন?"

এবার ললিতাপ্রসাদ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আপনি এখনই এখান হইতে উঠুন। আমার সহিত আপনার কোন কথা নাই।"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না থাকিলে উঠিতাম, সময় নষ্ট করিতাম না। আমার বিশ্বাস যে গঙ্গা এই খুনে জড়িত।"

"মিথ্যাকথা!"

"বটে? সেইজন্য সে লুকাইয়া লুকাইয়া রাত্রে হুজুরীমলের সহিত দেখা করিত।"

ললিতাপ্রসাদ কি করিবে কি না জানিবার পূর্ব্বেই সহসা সে অক্ষয়কুমারকে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিলেন। সবলে তাঁহার কণ্ঠদেশ টানিয়া ধরিলেন।

অক্ষয়কুমার দুর্ব্বল ছিলেন না—তাঁহার শরীরেও অসীম বল ছিল; তিনি নিমেষ মধ্যে নিজেকে মুক্ত করিলেন। তৎপরে সবলে ললিতা-

প্রসাদকে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। ললিতাপ্রসাদ সশব্দে হাঁপাইতে লাগিলেন।

অক্ষয়কুমার মৃদুহাস্য করিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "ললিতাপ্রসাদ বাবু, শরীরের বল স্থান বুঝিয়া ব্যবহার করিবেন। যাহা হউক, আপনি কিছু না বলা সত্ত্বেও আমার যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি। আপনি গঙ্গাকে বড় ভালবাসেন।"

ললিতাপ্রসাদ বলিলেন, "হাঁ, আমি তাহাকে ভালবাসি। সে হুজুরী-মলকে প্রাণের সঙ্গে ঘৃণা করিত, সে যমুনাদাসকেও ভালবাসে না।"

"সেই কথাই আমি বলিতেছিলাম। তবে সে আপনাকেও ভালবাসে না——"

"মিথ্যাকথা।"

"মিথ্যা হউক, সত্য হউক আপনিই জানেন। উপস্থিত এই খুন সম্বন্ধে তাহার কি হাত আছে, তাহাই জানা আমার কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন।"

"আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন?"

"নিশ্চয়ই।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ললিতাপ্রসাদও তাঁহার পশ্চাতে যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু আত্ম-সংযম করিলেন। তৎপরে সত্বর একখানি পত্র লিখিয়া এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন। তাহাকে কানে কানে কি বলিয়া পত্রখানি দিয়া বিদায় করিলেন।

অক্ষয়কুমার রাস্তায় আসিয়া বলিলেন, "একে সময় দেওয়া উচিত নহে। আমাকে এখনই একবার চন্দননগর যাইতে হইল।"

তিনি তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া হাবড়া ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই একখানি ট্রেণ ছাড়িবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার চন্দননগর ষ্টেশনে নামিয়া হুজুরীমলের বাড়ীর দিকে চলিলেন। দেখিলেন, আর একটি লোকও গাড়ী হইতে নামিয়া দ্রুতপদে হুজুরীমলের বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে। তাহার হাতে একখানি চিঠী।

অক্ষয়কুমার মনে মনে বলিলেন, "দেখিতেছি, ললিতাপ্রসাদ গাধা নহে। আগে হইতে গঙ্গাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য চিঠী লিখিয়া লোক পাঠাইয়াছে? দেখা যাক্—কতদূর দৌড়।"

তিনি হুজুরীমলের বাড়ীতে আসিয়া গঙ্গার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। ভৃত্যগণ পূর্ব্বেই তাঁহাকে পুলিসের লোক বলিয়া জানিত, সুতরাং তাঁহার হুকুম অমান্য করিতে কাহারও সাহস হইল না।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আমি যে আসিয়াছি, আর কাহাকেও বলিয়ো না, বলিলে সব বেটাকে ধরিয়া লইয়া যাইব।"

তাহারা গঙ্গাকে ডাকিয়া দিল। গঙ্গা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সলজ্জ ভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, "খুনী বুঝি এবার ধরা পড়িয়াছে, তাহাই আমাদিগকে বলিতে আসিয়াছেন!"

অক্ষকুমার বলিলেন, "না, খুনী এখনও ধরা পড়ে নাই—সেইজন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।"

"আমার কাছে! আমার কাছে কেন?"

"তুমি কি জান যে, হুজুরীমল বাবুর উপরে কাহার রাগ ছিল?"

"আমি কেমন করিয়া জানিব?"

"তুমি লুকাইয়া তাঁহার সঙ্গে রাত্রে দেখা করিতে।"

"আমি ?"

"হাঁ—তুমি। তুমি যদিও ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া যাইতে, তবুও তোমাকে লোকে চিনিতে পারিয়াছে, তোমার ঐ আংটীটাই তোমাকে ধরাইয়া দিয়াছে।"

গঙ্গা বিস্মিতভাবে আংটীর দিকে চাহিল। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "এই আংটী—কেন এই আংটী—এ ত আমি দুই-একদিন হাতে পরিয়াছি মাত্র।"

তাহার কথায় অক্ষয়কুমার বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, তবে কি যথার্থই এ হুজুরীমলের নিকট যায় নাই। বলিলেন, "একটি স্ত্রীলোক, হুজুরীমল যে রাত্রে খুন হন, সেইদিন রাত্রি নটার পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল।"

"সে আমি নই—আপনি অপেক্ষা করুন—আমি যমুনাকে ডাকি।"

অক্ষয়কুমার বাধা দিবার পূর্ব্বেই গঙ্গা তীরবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। অক্ষয়কুমার ভাবিলেন, "পলাইল না ত। পলাইবে কোথা ? এখন দেখিতেছি, এ খুন না করুক—যে খুন করিয়াছে জানে। অনেক মাম্‌লা তদন্ত করিলাম—এমন গোলযোগে মাম্‌লা আর দেখি নাই—সে বুড়ো বেটা নিজেও মর্‌লো, আর আমাদেরও হাড়মাস কালি করিয়া গেল।"

এই সময়ে গঙ্গা যমুনাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে ফিরিয়া আসিল। বলিল, "যমুনা জানে যে, প্রায় দুই-তিন মাস এ আংটী আমার হাতে ছিল না।"

যমুনা বিস্মিতভাবে একবার গঙ্গার মুখের দিকে চাহিল—পরে অক্ষয়-

কুমারের মুখের দিকে চাহিল। ক্ষণপরে ধীরে ধীরে বলিল, "কেন আংটীর কি হইয়াছে?"

গঙ্গা বলিল, "ইনি বলিতেছেন, এ আংটী আমার হাতে ছিল।"

যমুনা মৃদুস্বরে বলিল, "না, আংটীটা গঙ্গার হাত হইতে বাগানে পড়িয়া গিয়াছিল। প্রায় দু মাস ঘাসের মধ্যে পড়িয়া ছিল, কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। আমি দশ-পনের দিন হইল, খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। পাছে আবার হারাইয়া যায় বলিয়া নিজের হাতে পরিয়াছিলাম। গঙ্গাকে দিতে গেলে সে বলিল, 'তোমার হাতে বেশ মানাইয়াছে, তোমার হাতেই থাক্।' সেই পর্য্যন্ত আমার হাতেই ছিল। তিন-চারিদিন হইল, তাহাকে দিয়াছি। এ আংটীর কি হইয়াছে?"

অক্ষয়কুমার অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যে রাত্রে হুজুরীমল বাবু খুন হন, সেইদিন একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। তাঁহার একজন ভৃত্য সেই স্ত্রীলোকের হাতে এই আংটী দেখিতে পায়। তাহা হইলে কি আপনি সে রাত্রে কলিকাতায় গিয়া হুজুরীমল বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন?"

যমুনা কোন উত্তর না দিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অক্ষয়কুমার অতি কঠোরভাবে বলিলেন, "চুপ্ করিয়া থাকিলে চলিবে না—তোমাকে ইহার ঠিক জবাব দিতে হইবে।"

যমুনা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি—আমি—হাঁ আমি——"

"কি আমি? স্পষ্ট বল।"

"আমি গিয়াছিলাম।"

"তুমি একবার আমাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছিলে, ঠিক করিয়া বল।"

যমুনার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইল। সে বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, আমি—আমিই সে রাত্রে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম।"

গঙ্গা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

[হত্যা-রহস্য—৮৩ পৃষ্ঠ

Lakshmibilas Press.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তবে সে স্ত্রীলোক তুমি!"

যমুনা কোন উত্তর দিতে পারিল না—তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল! সে পড়িয়া যাইবার মত হইল। গঙ্গা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল; এবং অন্য গৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। যেমন তাহারা দ্বারের নিকটে গিয়াছে, অক্ষয়কুমার কঠোরভাবে বলিলেন, "দাঁড়াও।"

উভয়ে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইল। এবং ফিরিয়া আসিয়া কৌচের উপর বসিল। গঙ্গা বলিল, "দেখিতেছেন, আপনার কি বিষম ভুল, আমার হাতে এ আংটী ছিল না, আমি কলিকাতায় গিয়া হুজুরীমল বাবুর সঙ্গে দেখা করি নাই।"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি ললিতাপ্রসাদের নিকট হইতে এইমাত্র যে পত্র পাইয়াছেন, তাহা আমি দেখিতে চাই।"

গঙ্গা বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল, "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, তিনি আমাকে পত্র লিখিয়াছেন?"

অক্ষয়কুমার মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "পুলিসে কাজ করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সংবাদ রাখিতে হয়। যে লোককে চিঠী দিয়া ললিতাপ্রসাদ বাবু পাঠাইয়াছিলেন, সে আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই চন্দননগরে আসিয়াছে।"

গঙ্গার মুখ লাল হইয়া গেল—সে ভ্রুকুটিকুটিল মুখে গ্রীবা বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "হাঁ, আমি পত্র পাইয়াছি।"

"আমি সেই পত্র দেখিতে চাই।"

"সে পত্র আমি তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি।"

"কোথায় ফেলিয়াছেন—চলুন দেখি।"

"সে পত্র আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

"দেখুন—গোল করিবেন না। সে পত্র আমি দেখিতে চাই—দেখিবই।"

"সে পত্র আমি কিছুতেই দেখাইব না।"

"বুঝিলাম, খুনের ব্যাপার কিছু তাহাতে আছে।"

"আপনি কি মনে করেন, আমি খুন করিয়াছি ?"

"অতদূর এখনও মনে করি নাই—তবে আপনি জানেন, কে খুন করিয়াছে।"

"মিথ্যাকথা।"

এতক্ষণ যমুনা নতনেত্রে নীরবে বসিয়াছিল—সহসা কোথা হইতে তাহার দেহে কি অমানুষিকী শক্তির সঞ্চার হইল; সে সগর্ব্বে মস্তক তুলিল। অতি দৃঢ়ভাবে বলিল, "না—মিথ্যাকথা নয়।"

অক্ষয়কুমার বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া গঙ্গার মুখের দিকে চাহিলেন। মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যমুনার কথায় গঙ্গা প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইল; পরক্ষণে তাহার বিশালায়ত নেত্রদ্বয় একবার দীপ্তিশীল উল্কাপিণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; এবং ক্রোধে মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল—সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। গঙ্গা ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেষিত করিয়া ক্রোধ দমন করিবার চেষ্টা করিল। এবং যমুনার মাথাটা একদিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "যমুনা, তোর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

যমুনা মুখ না তুলিয়া নিজের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার জন্য লোকে ভাবিতেছে যে, আমিই খুন করিয়াছি। তোমাকে আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহাই কোন কথা বলি নাই। এখন দেখিতেছি, আমার মাসী তোমার বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক।"

গঙ্গা ক্রোধে গর্জ্জিয়া কহিল, "কি ঠিক?"

এই দৃশ্যে অক্ষয়কুমার মনে মনে ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, এইবার কিছু আসল কথা জানিতে পারা যাইবে।"

যমুনা এবারও মুখ তুলিয়া চাহিল না—চাহিলে সে নিশ্চয়ই ভয় পাইত। যমুনা সেইরূপভাবে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মাসী-মা তোমাকে অনেক দিন জেনেছিলেন। মেসো মহাশয় তোমার বাপের বয়সী, তুমি তাঁহার সঙ্গে——"

গঙ্গা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, "যমুনা মুখ সাম্‌লাইয়া কথা কহিয়ো।"

এবার যমুনা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "গঙ্গা, তোমাকে আমি বড় ভালবাসিতাম বলিয়া এত সহ্য করিয়াছি; আর নয়, আমি আগে জানিতাম না যে, তুমি এমন——"

গঙ্গা চোখ রাঙাইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি কলিকাতায় রাত্রে হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই।"

যমুনা অতি সংযতভাবে বলিল, "হাঁ, যাও নাই—সেদিন যাও নাই—মধ্যে মধ্যে বরাবর যাইতে। পাছে কেহ আংটী দেখিয়া তোমায় চিনিতে পারে বলিয়া ছল করিয়া আংটী হারাইয়াছিলে, আমি বুঝিতে পারি নাই, তুমি ইচ্ছা করিয়া আংটী আমার হাতে রাখিয়াছিলে।"

গঙ্গা বলিল, "তোমার মাথা খারাপ হইয়া——"

"না মাথা বড় খারাপ হয় নাই। তুমি সেদিন মেসো মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাও নাই—কিন্তু তুমিই দাসী রঙ্গিয়াকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রাত্রে পাঠাইয়াছিলে।"

"মিথ্যাকথা।"

এই বলিয়া গঙ্গা, অক্ষয়কুমার তাহাকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

অক্ষয়কুমার তাহার অনুসরণ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দাঁড়াইলেন।

কিয়ৎক্ষণ যমুনার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "রঙ্গিয়াকে যে, গঙ্গা হুজুরীমলের সহিত দেখা করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

যমুনা ধীরে ধীরে বলিল, "যে কাপড়খানা তাহার পরা ছিল; সেখানা গঙ্গার। সেদিনও তাহার সে কাপড় পরা ছিল, নিশ্চয়ই সে তাহার নিজের কাপড় পরাইয়া তাহাকে মেসো মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে পাঠাইয়াছিল।"

অক্ষয়কুমার বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা—তাই ত—বুঝিয়াছি।"

যমুনা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এখন বুঝিয়াছি, হুজুরীমলের সঙ্গে রাত্রে রাণীর গলিতে গঙ্গারই দেখা করিবার কথা ছিল। হুজুরীমল তাহাকে লইয়া বোম্বে যাইবার জন্য দুখানা টিকিট কিনিয়াছিল; কিন্তু কোন কারণে গঙ্গা তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যায় নাই, দাসী রঙ্গিয়াকে নিজের কাপড় পরাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। নিশ্চয়ই ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাহার মতলব ছিল, হুজুরীমল রঙ্গিয়াকে তাহার কাপড় পরা দেখিয়া ভাবিবে, সেই আসিয়াছে——"

অক্ষয়কুমার নিজ মনেই এই সকল বলিয়া যাইতেছিলেন, যমুনা নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সহসা অক্ষয়কুমার থামিলেন, ভাবিলেন, এরূপ উচ্চৈঃস্বরে চিন্তা করা উচিত নহে।

তিনি যমুনাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে আরও দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

যমুনা মৃদুস্বরে বলিল, "বলুন।"

অক্ষয়কুমার তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি স্বীকার করিয়াছেন, আপনি সে রাত্রে হুজুরীমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন?"

যমুনা স্পষ্টভাবে বলিল, "হাঁ।"

"কেন গিয়াছিলেন, আমায় বলুন।"

যমুনা উত্তর দিল না।

অক্ষয়কুমার আবার বলিলেন, "না বলিলে আপনি বিপদে পড়িবেন।"

এবারও যমুনা উত্তর দিল না।

অক্ষয় বাবু কঠোরভাবে বলিলেন, "সব কথা খুলিয়া না বলিলে আমি এই খুনের জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।"

যমুনা অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি খুনের কিছুই জানি না।"

"আপনি কি জন্য সে রাত্রে হুজুরীমলের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তাহাই বলুন।"

"কিছুতেই বলিব না।"

"আমি এখনও আপনাকে বলিতেছি, না বলিলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়িবেন।"

"বিপদ্ যেমনই ভয়ানক হউক, কিছুতেই আমি বলিব না—প্রাণ থাকিতে বলিব না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার সহজে রাগিতেন না। কিন্তু আজ এই বালিকার দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি না রাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এখনও আপনাকে ভাবিবার সময় দিলাম। আমি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করিব—এখনও বলিতেছি, বলুন।"

যমুনা অতি দৃঢ়ভাবে বলিল, "প্রাণ থাকিতে বলিব না।"

"আচ্ছা আবার দেখা করিব," বলিয়া অক্ষয়কুমার ক্ষুব্ধভাবে সে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এ রকম বদ্ মেয়ে আমি কখনও দেখি নাই। এ নিজে খুনের ভিতরে না থাকিলেও খুনের সব কথা জানে। দেখিতেছি, যত বদমাইসের গোড়া হইতেছে এই গঙ্গাটি। সংসারে মানুষ চেনা দায়। যাহা হউক, এখন অনেক বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে, ক্রমে বাকীটুকুও জানা যাইবে।"

তিনি মনকে এইরূপ প্রবোধ দিলেন বটে; কিন্তু এতদিনে এই খুনের কিনারা করিতে পারিলেন না, বলিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। মনটা বড় উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অতি বিরক্তভাবে গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে নগেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। কয়েকদিন তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিবার সময় পান নাই। নগেন্দ্রনাথও একটু উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমারকে দেখিয়া সত্বর অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

অক্ষয়কুমারের মেজাজটা তখনও অতিশয় বিগ্‌ড়াইয়া ছিল; তিনি বিরক্তভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি—নূতন কিছু জানিতে পারিলেন ?"

অক্ষয়কুমার চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন। নিমীলিতনেত্রেই বলিলেন, "সব নূতন।"

নগেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

অক্ষয় বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না পারিবারই কথা।"

"খুলিয়া সব বলুন !"

"খুলিয়া বলিব আমার মাথা।"

"এত রাগিলেন—কাহার উপর ?"

"নিজের উপর।"

"তা হইলে এ খুনের বিষয় কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দেখিতেছি, আপনিই হার মানিলেন।"

অক্ষয়কুমার উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "মশাই গো, এই এত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতেছেন—এই খুনের যে পর্য্যন্ত হয়েছে, মনে করুন, ইহাই আপনার অৰ্দ্ধ লিখিত উপন্যাস—এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, তাহার পর কি লিখিবেন—কিরূপে উপসংহারটা করিবেন, বলুন দেখি। দেখি বিধাতার উপন্যাসের সঙ্গে শেষে আপনার উপন্যাসের কতখানি মিল হয়।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার ন্যায় সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ যখন হার মানিলেন, "তখন এ খুনের রহস্য কখনও প্রকাশ হইবে না।"

অক্ষয় বাবু বলিলেন, "তবে কি আপনার উপন্যাসেরও ঐ পর্য্যন্ত।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত অনেকদিনই হার মানিয়াছি।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আপনার সখ—আমার দায়। আমি হার মানিলে আমাকে ছাড়ে কে ?"

"আর কতদূর কি করিলেন ?"

"ললিতাপ্রসাদ আর উমিচাঁদের সঙ্গে আবার দেখা করিয়াছি।"

"তাহাদের নিকটে নূতন কিছু জানিতে পারিয়াছেন ?"

"ব্যস্ত হইবেন না—সব শুনিতে চান যদি, চুপ করিয়া শুনুন। গঙ্গা আর যমুনার সঙ্গে আমি দেখা করিয়াছি।" নগেন্দ্রনাথ নড়িয়া উঠিলেন—ব্যগ্রভাবে কি বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহার এই ভাব দেখিয়া অক্ষয়কুমার চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিলেন, চক্ষু মুদিত করিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

অক্ষয়কুমারের হঠাৎ এরূপ নিদ্রাকর্ষণ দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ত কোন কথা কহি নাই।"

অক্ষয়কুমার চক্ষু খুলিলেন না—সেই অবস্থায় থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "গোড়ায় আমরা কিছুই জানিতাম না। কেবল জানিতাম, এই সহরে এক রাত্রে প্রায় এক সময়ে একটি স্ত্রীলোক আর একটি পুরুষ খুন হইয়াছে। ক্রমে জানিলাম, তাহাদের একজন হুজুরীমল—অপরে তাহারই দাসী রঙ্গিয়া। আর কি দেখিলাম——"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সিঁদুরমাখা শিব।"

অক্ষয়কুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, "চুপ করুন।"

নগেন্দ্রনাথ নীরব রহিলেন। তখন অক্ষয়কুমার সেইরূপভাবে বলিলেন, "তাহার পর দেখিলাম, হুজুরীমলের বাড়ীতে চারিটি স্ত্রীলোকের ব্যাপার ; একটি হুজুরীমলের স্ত্রী, অপর একটি যমুনা, আর একটি গঙ্গা,

আর একটি দাসী রঙ্গিয়া। শেষের তিনটি যুবতী। আরও দেখিলাম, হুজুরীমলের এই খুনের মাম্‌লায় আরও চারিটি লোককে আনা যায়, একটি ললিতাপ্রসাদ, একটি উমিচাঁদ, একটি গুরুগোবিন্দ সিং, আর একটি যমুনাদাস।"

নগেন্দ্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু নিরস্ত হইলেন, অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এই ব্যাপারের মধ্যে তাহা হইলে পাইলাম, চারিটি স্ত্রীলোক—চারিটি পুরুষ—আর পাইলাম, তিনটি জিনিষ।"

নগেন্দ্রনাথ এবার আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না—বলিয়া ফেলিলেন, "কি জিনিষ?"

অক্ষয়কুমার ভ্রুকুটি করিলেন, তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আর পাইলাম, তিনটি জিনিষ; প্রথমতঃ সিঁদুর মাখা শিব—দুটো। দ্বিতীয়তঃ টাকা—দশ হাজার টাকার দশখানা নোট। তৃতীয়তঃ, ভালবাসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা—ব্যস্।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সিঁদুরমাখা শিবই এ খুনের কারণ স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে। পঞ্জাবের সেই সম্প্রদায়ের লোক যে এ খুন করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

অক্ষয়কুমার এবার উঠিয়া ভাল হইয়া বলিলেন। পরে নগেন্দ্রনাথের দিকে ভ্রুকুটি করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "কেন?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, পঞ্জাবে এই রকম একটা সম্প্রদায় আছে।"

"ভাল।"

"সেই সম্প্রদায়ের চিহ্ন এই সিঁদুরমাখা শিব।"

"খুব ভাল।"

"কেহ যদি এই সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়, তাহা হইলে তাহাকে

এই সম্প্রদায়ের লোকে খুন করিয়া থাকে। এইরূপ খুন হইলে লাসের কাছে এই রকম সিঁদুরমাখা শিব তাহারা রাখিয়া যায়।"

"স্বীকার করিলাম।"

"দুই লাসেই সিঁদুরমাখা শিব পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে, এ খুন সেই সম্প্রদায়ের কাজ।"

"তা হলে আপনার মতে গুরুগোবিন্দ সিং দুই খুনই করিয়াছে।"

"হাঁ, হুজুরীমল সম্প্রদায়ের টাকা লইয়া পলাইতেছে, সংবাদ পাইয়া গুরুগোবিন্দ সিং তাহার পশ্চাতে যায়। সেই রাগে সম্প্রদায়ের হুকুমে হুজুরীমলকে খুন করে, কিন্তু তাহার নিকটে টাকা দেখিতে পায় নাই।"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "কেন ?"

"হুজুরীমল গঙ্গাকে লইয়া পলাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল, সে তাহার নিকট টাকা দিয়াছিল, কাজেই গুরুগোবিন্দ সিং টাকা না পাইয়া গঙ্গার কাপড় পরা রঙ্গিয়া দাসীর পশ্চাতে যায়। তাহার পর হুজুরীমলকেও খুন করিয়া টাকা লইয়া চলিয়া যায়।"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "তাহার পর রঙ্গিয়া খুন হইল কেন ?"

"সে টাকা লইয়াছিল বলিয়া।"

"বটে ? তবে গুরুগোবিন্দ সিং টাকা হারাইয়াছে বলিয়া এমন তম্বি করিবে কেন ?"

"লোকের চোখে ধূলি দিবার জন্য।"

"আর যদি আমি বলি, গুরুগোবিন্দ সিং আবার টাকা ফেরৎ পাইয়াছে ?"

নগেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অক্ষয়কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অক্ষয়কুমার হাসিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ কথা ত আগে বলেন নাই?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আগে শুনি নাই।"

"কাহার কাছে শুনিলেন?"

"উমিচাঁদ, ললিতাপ্রসাদ আর খোদ গুরুগোবিন্দ সিংএর নিকট শুনিয়াছি।"

"তাহারা কি বলে?"

"গত রাত্রে কে একজন গুরুগোবিন্দ সিংএর বাসায় একখানা পত্র রাখিয়া যায়। সেই পত্রের ভিতরে দশ হাজার টাকার নোট।"

"কে সে লোক?"

"গুরুগোবিন্দ সিংহের চাকর বলে যে, সে একজন দরোয়ান। কোথা হইতে আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, 'চিঠাতে সব লেখা আছে, চিঠী বাবুকে দিও।' এই বলিয়াই সে চলিয়া যায়।"

"আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই।"

"এখন কে খুন করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়?"

"আমার বিশ্বাস, এ সবই গুরুগোবিন্দ সিংহের ফন্দী।"

"ভুল।"

"তবে আপনি কি স্থির করিয়াছেন, বলুন।"

"কিছুই পাকা স্থির করিতে পারি নাই, তবে কতক বিষয় জানিতে পারিয়াছি। সে রাত্রে গঙ্গা হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করে নাই।"

"কে করিয়াছিল ?"

"যমুনা। সে এ কথা নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু কি জন্য দেখা করিয়াছিল, তাহা সে কিছুতেই বলিবে না—কাজেই সে এ চুরী ও খুনের বিষয় জানে।"

"তবে বলিতেছে না কেন ?"

"কাহাকেও ঢাকিবার জন্য।"

"বলিয়াছি ত হুজুরীমলের স্ত্রীকে।"

"আপনি কি মনে করেন, সে-ই খুন করিয়াছে ?"

"মনে করা না করায় কি আসে যায়—প্রমাণ চাই।"

"কিন্তু তাহার খুন করিবার কারণ কি ?"

"ঈর্ষা—সে মনে করিয়াছিল, হুজুরীমল গঙ্গাকে লইয়া পলাইতেছে।"

"রঙ্গিয়াকে খুন করিবে কেন ?"

"ঈর্ষা—ঈর্ষাবশে স্ত্রীলোক সকল কাজই করিতে পারে। যেমন করিয়া হউক, সে জানিয়াছিল যে, গঙ্গা তাহার স্বামীর সঙ্গে দেখা করিবে। তাহাই সে তাহাদের সন্ধানে গিয়াছিল। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার বুকে ছুরি বসাইয়াছিল। তখন রঙ্গিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে পলায়। হুজুরীমলের স্ত্রী তাহার পিছনে যায়, তাহার পর তাহাকেও খুন করে।"

"সিঁদুরমাখা শিব ?"

"হুজুরীমলের স্ত্রী পঞ্জাববাসিনী। নিশ্চয়ই সে এই সম্প্রদায়ের এক-জন—কাজেই তাহার কাছে এই সিঁদুরমাখা শিব ছিল। সম্প্রদায়ের একজনের উপর এ রকম ব্যবহার করিলে তাহাকে খুন করাই বোধ হয়, তাহাদের নিয়ম। তাহাই দুইজনকে খুন করিয়া সে সেই সিঁদুরমাখা শিব লাসের কাছে রাখিয়া দিয়াছিল।"

"এ খুব সম্ভব হইতে পারে বটে ; কিন্তু তাহা হইলে আপনার গাড়োয়ানের কথা ঠিক হয় কিরূপে ? সে একজন স্ত্রীলোককে আর একজন পুরুষকে গাড়ীতে লইয়াছিল।"

"এইজন্য বোধ হয়, হুজুরীমলের স্ত্রী একাকী আসে নাই—সে একজন পুরুষকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। যেরূপ জোরে ছোরা মারিয়াছে, তাহাতে কোন স্ত্রীলোকের কাজ বলিয়া বোধ হয় না ; কোন পুরুষ ইহার ভিতরে আছে।"

"এ পুরুষ কে মনে করেন ?"

"তাহারই সন্ধান করিতেছি।"

"এ লোক গুরুগোবিন্দ সিংও হইতে পারে। কেন না, গুরুগোবিন্দ সিং পঞ্জাবের লোক, সে নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, সে এই সম্প্রদায়ের লোক। সম্ভবতঃ এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া হুজুরীমলের স্ত্রী নিজের স্বামীর দুর্ব্যবহারের কথা ইহাকে জানাইয়াছিল ; তাহাতে খুব সম্ভব, গুরুগোবিন্দ সিং তাহার সহিত রাণীর গলিতে যায়, তাহার পর সে-ই খুন করে।"

"সম্ভব, কিন্তু টাকা চুরী করে কে ?"

"টাকার কথা সবই মিথ্যা—সন্দেহ দূর করিবার একটা ফন্দী।"

"উমিচাঁদ নিজের হাতে টাকা সিন্দুকে রাখিয়াছিল।"

"উমিচাঁদকে ইহারা হাত করিয়াছে।"

"টাকা না লইয়াই কি হুজুরীমল গঙ্গাকে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল ? এ কোন কথাই স্থির হইতেছে না। এই মোকদ্দমা লইয়া খুব বেশী রকমে মাথা ঘামাইতে হইবে, দেখিতেছি।"

বিরক্তভাবে অক্ষয়কুমার উঠিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এই সময়ে সবেগে তথায় যমুনাদাসের দ্রুতবেগে প্রবেশ। তিনি অতি ক্রুদ্ধভাবে অক্ষয়-কুমারের দিকে চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আমি আপনার সন্ধানেই এখানে আসিয়াছি।"

অক্ষয়কুমার অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি ত উপস্থিতই আছি।"

যমুনাদাস ক্রোধভরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাদের গঙ্গার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন—কোন্ সাহসে?"

অক্ষয়কুমার মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "ওঃ! তিনি কি আপনাকে আমায় শাসন করিতে পাঠাইয়াছেন?"

"না, আমি নিজেই আসিয়াছি। আপনি জানেন, গঙ্গা আমার ভাবী স্ত্রী।"

"তাহা অবগত আছি।"

"তবে আপনি কোন্ সাহসে তাহাকে অপমান করিয়াছেন?"

"তাঁহাকে অপমান করি নাই—কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র।"

বন্ধুর সহিত অক্ষয়কুমারের একটা বিবাদ ঘটে দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যমুনাদাস, অক্ষয় বাবু যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রকৃতই তাহা তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে করিয়াছেন।"

"তবে কি উনি মনে করেন যে, গঙ্গা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ?"

অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা না হলে তিনি তাঁহার কাপড় পরাইয়া রাত্রি বারটার সময়ে রঙ্গিয়াকে রাণীর গলিতে হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিতে পাঠাইয়াছিলেন কেন ?"

যমুনাদাস অতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "না, গঙ্গা পাঠায় নাই।"

অক্ষয়কুমার কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "প্রমাণ লইয়া আমাদের কাজ—আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। আপনার কথা শুনিব কেন ?"

"আপনি কি মনে করেন, গঙ্গা এই দুইটা খুন করিয়াছে ?"

"না, তাহা বলি না—তবে তিনি ভিতরের অনেক রহস্য জানেন।"

"মিথ্যাকথা।"

"মহাশয়, মিথ্যাকথা নহে। রাত্রে হুজুরীমলের সঙ্গে তাঁহারই দেখা করিবার কথা ছিল; তাঁহাকে লইয়াই হুজুরীমল পলাইবে মনে করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক, তিনি অনুগ্রহ করিয়া না গিয়া তাঁহার কাপড় পরাইয়া রঙ্গিয়াকে পাঠাইয়াছিলেন।"

"বুড়া হুজুরীমলের সঙ্গে সে পলাইতে যাইবে কেন ? বিশেষতঃ, তাহার সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে।"

"মহাশয়ের এক পয়সারও সঙ্গতি নাই; কিন্তু হুজুরীমলের টাকা অনেক ছিল।"

যমুনাদাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, "আমি জানি, জুয়া খেলিয়া হুজুরীমলের এক পয়সাও ছিল না। গঙ্গাও তাহা জানিত।"

অক্ষয়কুমার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবে গঙ্গা আরও জানিত যে, সেই খুনের রাত্রে হুজুরীমলের কাছে দশ হাজার টাকা ছিল।"

যমুনাদাস সে কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "আমার কোন কাজ

কর্ম্ম ছিল না বলিয়া আমি এই সন্ধান করিব মনে করিয়াছিলাম। এখন গঙ্গার অপযশ ও মিথ্যা অপবাদ দূর করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যে খুন করিয়াছে, তাহাকে বাহির করিব।”

অক্ষয়কুমার বলিলেন, “ভগবান্ আপনার সাহায্য করুন, আমরা ত এক রকম হাল ছাড়িয়া দিবার মত হইয়াছি।”

যমুনাদাস সবেগে বলিলেন, “আমি জানি, এই দুই খুন কে করিয়াছে। পঞ্জাবের সম্প্রদায় হইতে যে এ খুন হইয়াছে, তাহা আমি বেশ শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমি জানি, গুরুগোবিন্দ সিংহই খুন করিয়াছে, আমি শীঘ্রই ইহার প্রমাণ দিব—দেখিবেন।”

এই বলিয়া যমুনাদাস উঠিয়া গেলেন। তখন নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, “যমুনাদাস যাহা বলিল, আমার মনেও তাহাই লয়।”

অক্ষয়কুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, “ও কথা অনেকবার শুনিয়াছি; আমি বলিতেছি, আপনার সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ খুনের কোন সম্বন্ধ নাই।”

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, “কিছুই ত স্থির হইতেছে না।”

অক্ষয়কুমার বলিলেন, “একটা কিছু স্থির করিতে হইবে; এখন আমার সঙ্গে একবার আসুন, একটা কাজ আছে।”

নগেন্দ্রনাথ সত্বর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অক্ষয়কুমারের সহিত বাহির হইলেন। তাঁহারা উভয়ে ললিতাপ্রসাদের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

হুজুরীমলের খুনের সময়ে ললিতাপ্রসাদের পিতা কলিকাতায় ছিলেন না। পশ্চিমে গিয়াছিলেন। এখন তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। অক্ষয়কুমার এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত দেখা করিবার সুবিধা পান নাই; আজ তাহাই একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। ভাবিলেন, যদি তাঁহার নিকটে কোন সন্ধান পান।

দশম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বড় বাজারে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, ললিতাপ্রসাদের পিতা গদীতে আছেন। উভয়ে গদীতে প্রবেশ করিলেন।

অক্ষয়কুমার দেখিলেন, তিনি এক স্থবির মাড়োয়ারি—বুদ্ধিমান, ব্যবসাদার, চতুর মাড়োয়ারীর যেরূপ হওয়া উচিত, তিনি ঠিক সেইরূপ মাড়োয়ারী। তাঁহাকে দেখিয়া অক্ষয়কুমার বুঝিলেন যে, তাঁহার নিকটে কোন কথা বাহির করা সহজ নহে।

অক্ষয়কুমারকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার কি দরকার ?"

অক্ষয়কুমার নিজ পরিচয় বলিলেন। তখন তিনি উঠিয়া বলিলেন, "এইদিকে আসুন।"

উভয়কে এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি এখনও খুনের কিছুই সন্ধান করিতে পারেন নাই ?"

"খুনী ধরিতে পারি নাই—তবে কতক সন্ধান পাইয়াছি।"

"কি পাইয়াছেন ?"

"আপনাকে বলিতে পারি না। আমাদের সেরূপ রীতিও নহে।"

"আমার কাছে কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন ?"

"দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে। আপনি হুজুরীমল বাবুকে কি খুব ভাল লোক বলিয়া জানিতেন ?"

"নিশ্চয়—সকলেই তাহা জানিত।"

"তাঁহার কি কোন দোষ ছিল না ?"

"সংসারে কাহার না দোষ আছে ?"

"তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, তাঁহার কি দোষ ছিল ?"

"আপনি কি তাঁহার দোষ অনুসন্ধানের জন্য আমার নিকটে আসিয়াছেন ? কোন্ সাহসে আপনি এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

"কর্ত্তব্যের অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। কি জন্য তিনি খুন হইয়াছেন, তাহা জানিতে না পারিলে খুনীকে কখনও ধরা যায় না। তিনি জুয়াড়ী ছিলেন।"

"মিথ্যাকথা।"

"জুয়া খেলিয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।"

"আপনি কোন্ সাহসে হুজুরীমলকে এ কথা বলেন ?"

"সাহস—প্রমাণ। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেউলিয়া হইতেন।"

"আপনি কি আমাদের গদীর বদ্‌নাম রটাইতে এখানে আসিয়াছেন ?"

"সত্যকথা অনেক জানিয়াছি ; সেজন্য অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি হুজুরীমল সম্বন্ধে যাহা জানেন, আমাকে খুলিয়া বলুন।"

রাগে বৃদ্ধের মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি পুলিসের লোক—কি বলিব ? যাহাই হউক, আমি আপনাকে আর একটি কথাও বলিব না।"

অক্ষয়কুমার উঠিলেন। গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তবে আমিই বলি, হুজুরীমল জুয়া খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাহার উপরে আরও গুণ ছিল – তিনি গঙ্গাকে লইয়া এ দেশ ছাড়িয়া পলাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ দশ হাজার টাকা তাঁহার নিকটে জমা রাখিয়াছিলেন ; তিনি সেই টাকা লইয়া পলাইতেছিলেন। সেদিন খুন না হইলে পলাইতেনও।"

বৃদ্ধ মাড়োয়ারী আরও রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সব মিথ্যাকথা——"

অক্ষয়কুমার দেখিলেন, এই কঠিন মাড়োয়ারীর নিকট হইতে কোন কথাই জানিবার উপায় নাই ; সুতরাং তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তথা হইতে বিদায় লইলেন।

বাহিরে আসিয়া অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "এ বেটাও হুজুরীমলের মত বদ্‌মাইস। কে জানে, বেটারা হয় ত পাওনাদারকে ফাঁকী দেবার জন্য হুজুরীমলকে ইহজীবনের মত সরিয়েছে।"

নগেন্দ্রনাথের মনে এ কথা একবারও উদয় হয় নাই। তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বলেন কি—ইহাও কি সম্ভব ?"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সকলই সম্ভব। এখন ইহাদের বিস্তর দেনা হইয়াছে ; হুজুরীমল বড় অংশীদার, তারই নামে সমস্ত লোকের পাওনা ; তাহার বেঁচে থাকিলে রক্ষা নাই, আজ হউক কাল হউক, দুইদিন পরে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত ; তখন হুজুরীমলকে জেলে যাইতে হইত। এ অবস্থায় হাজার লোকে প্রত্যহ আত্মহত্যা করিতেছে, খুনও হইতেছে। এই বুড়ো মাড়োয়ারী যেরূপ বদ্‌মাইস, তাহাতে এ একটা গুণ্ডা লাগাইয়া সে হুজুরীমলকে সরাইয়া আপনাকে বাঁচাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে কি এই বুড়োই লোক দিয়া নিজের অংশীদারকে খুন করিয়াছে। তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু ভাবিতেছিলাম, সকলই আমাদের ভুল ?"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাহাই যে ঠিক, তাহা বলি না, তবে সম্ভব—খুব সম্ভব। বুড়ো মাড়োয়ারী যেরূপ চতুর, তাহাতে সে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য এও পারে—তবে প্রমাণ নাই – ঐ হল মুস্কিল।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এটা খুব সম্ভব বটে, সন্ধান করা উচিত।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাহা না করিয়া সহজে ছাড়িব কি ?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার কিয়দ্দূর আসিয়া বলিলেন, "আসুন, একবার গুরুগোবিন্দ সিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া যাই।"

উভয়ে গুরুগোবিন্দ সিংহের বাসায় আসিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি তখন বাসায় ছিলেন। তিনি তাঁহাদের উভয়কে সমাদরে বসাইলেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "নোট সম্বন্ধে আপনাকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিলাম।"

গুরুগোবিন্দ বলিলেন, "বলুন, কি জানিতে চাহেন?"

"যে দরোয়ান আপনার নামের চিঠীসহ নোট আপনার চাকরকে দিয়াছিল, তাহাকে এখন দেখিলে সে চিনিতে পারিবে?"

"সে বলে যে, লোকটা ছদ্মবেশ পরিয়া আসিয়াছিল। তাহার বড় লম্বা দাড়ী ছিল; বোধ হয়, সে দাড়ী পরচুলের হইবে।"

"তবে সে তাহাকে তখনই ধরিল না কেন?"

"সে লোকটা এক মিনিটও দেরী করে নাই।"

"যাহা হউক, নোটগুলি কি দেখিতে পাইব?"

"পাইবেন," বলিয়া গুরুগোবিন্দ অন্য গৃহ হইতে নোটগুলি আনিয়া অক্ষয়কুমারের হাতে দিলেন। তিনি নোটগুলি বিশেষরূপে দেখিয়া বলিলেন, "এই দশখানা নোটই কি আপনি হুজুরীমল বাবুকে রাখিতে দিয়াছিলেন?"

"না।"

অক্ষয়কুমার সবিস্ময়ে বলিলেন, "তবে এ নোট কোথা হইতে আসিল ?"

গুরুগোবিন্দ সিং বলিলেন, "আমিও ইহার কিছুই ভাবিয়া পাই না। এ নোট আমি হুজুরীমলের নিকট জমা রাখি নাই ; সে নোটের নম্বর আমার কাছে আছে—সে এ নোট নয়।"

"ইহার মধ্যে কি একখানিও আপনার সেই নোট নয় ?"

"একখানিও না।"

"তবে এ নোট কোথা হইতে আসিল ?"

"কেমন করিয়া বলিব ? বোধ হয়, যে চুরী করিয়াছিল, সে নোট বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন সেই বদ্‌লান নোট ফেরৎ দিয়াছে।"

"কেন ফেরৎ দিয়াছে ?"

"হয় ত ভয়ে—হয় ত বা অনুতাপে।"

"যে এই দশ হাজার টাকা পাইবার জন্য দুইটা খুন করিয়াছিল, সে কি সহজে টাকা ফেরৎ দেয় ?"

"আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"যাহা হউক, আপনার নোট কে ভাঙাইয়াছিল, জানিতে পারিলে খুনীর সন্ধানও হইবে। আপনার সেই নোটের নম্বরগুলি দিন।"

গুরুগোবিন্দ উঠিয়া গিয়া আবার একখানি কাগজ লইয়া আসিলেন। অক্ষয়কুমার নোটের নম্বর লইয়া গুরুগোবিন্দের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। নগেন্দ্রনাথ পথে আসিয়া বলিলেন, "এ নোট সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আমি এখন কিছুই মনে করি না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নোট কে ভাঙাইয়াছিল, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই।"

"হয় ত সে নোট এখনও কেহ ভাঙায় নাই।"

"এমন কে মহাত্মা যে, ঘর থেকে দশ হাজার টাকা দান করিবে ?"

"ইহাও ত গুরুগোবিন্দ সিংএর একটা ফন্দী হইতে পারে।"

"নগেন্দ্র বাবু ইহা উপন্যাস লেখা নয়—ইহাতে অনেক গোলযোগ—ক্রমেই গোলযোগের বৃদ্ধি—রহস্য ক্রমেই জটিল হইতেছে। যাহাই হউক, আমি আপনাকে একটা কাজের ভার দিতেছি।"

"বলুন।"

"এ নোট কেহ কোথায়ও ভাঙাইয়াছে কি না, আপনি এখন তাহারই সন্ধান করুন।"

"যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

"যদি কেহ নোট ভাঙাইয়া থাকে, নিশ্চয়ই জানিতে পারা যাইবে।"

"তাহা হইলে কি আপনি খুনী ধরিতে পারিবেন?"

"খুব সম্ভব। আমার বিশ্বাস, হুজুরীমল যখন খুন হয়, তখন তাহার নিকট গুরুগোবিন্দ সিংএর দশ হাজার টাকার নোট ছিল। যে খুন করিয়াছে, সে সেই নোটগুলি লইয়াছিল।"

"তাহাই যদি হয়, তবে সে বেনামী করিয়া নোট ভাঙাইতে পারে।"

"সম্ভব, তবুও তাহাকে বাহির করিতে পারিলে অনেক সন্ধান পাওয়া যাইবে। আপনার উপরে এই ভার থাকিল।"

"প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

"এদিকে আমি অন্য চেষ্টায় রহিলাম। যতদূর যাহা করিতে পারেন, সংবাদ দিবেন।"

"দিব, তবে মধ্যে মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন।"

"দেখা করিব বই কি।"

তখন উভয়ে উভয় দিকে প্রস্থান করিলেন। নগেন্দ্রনাথ সেইদিন হইতে সেই নোট কোথায় কে ভাঙাইয়াছে, তাহারই সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। অক্ষয়কুমার খুনের এখনও কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, রঙ্গিয়ার কোন ভালবাসার লোক ছিল; সে কোন গতিকে জানিতে পারে যে, রঙ্গিয়া রাত্রিতে গোপনে একাকী হুজুরীমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই-তেছে, তাহাই সে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। সেই রাগে উন্মত্ত হইয়া প্রথমে হুজুরীমলকে খুন করে। তৎপরে সেই রঙ্গিয়ার সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে উঠে। পরে গঙ্গার ধারে আসিয়া তাহাকেও খুন করে। এরূপ খুন প্রায়ই হয়।

কিন্তু কে রঙ্গিয়ার ভালবাসার লোক ছিল, তাহা অক্ষয়কুমার এত-দিনে কিছুতেই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কেহ নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু কে যে, ইহাই সমস্যা। অনেক অনুসন্ধানেও তিনি ইহা জানিতে পারিলেন না।

তিনি এই খুনের বিষয় লইয়া নিজ গৃহে বসিয়া আন্দোলন করিতে-ছিলেন। এই খুন লইয়া তাঁহার আহার নিদ্রা গিয়াছে—দিন রাত্রিই তিনি এই বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত—নাস্তানাবুদ।

অদ্যও এ বিষয়ে কি করিবেন না করিবেন, মনে মনে ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে সেখানে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে নগেন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিলেন, "যে কাজের ভার দিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি।"

অক্ষয়কুমার তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

নগেন্দ্রনাথ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "নোট যেখানে ভাঙাইয়াছে, তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।"

অক্ষয়কুমার শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "খুনের আগেই লোকটা নোট ভাঙাইয়াছিল, কাজেই গুরুগোবিন্দ সিংহের নোটের নম্বর চারিদিকে দেওয়ায় নোট ধরা পড়ে নাই। আমি জানি, কেন আগে ভাঙাইয়াছিল।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন ? আপনি কি মনে করিতেছেন ?"

"নোট চুরী প্রকাশ হইবার অনেক আগে না ভাঙাইলে, এত বড় নম্বরী নোট পরে ভাঙাইবার আর উপায় ছিল না।"

"কে ভাঙাইয়াছে, আপনি অনুমান করিতেছেন ?"

"এ মনে করা কি কঠিন কাজ।"

"কে আপনি মনে করেন ?"

"কেন হুজুরীমল।"

"তা নয়।"

"তবে কে ?"

"ললিতাপ্রসাদ।"

"ললিতাপ্রসাদ," এই বলিয়া অক্ষয়কুমার সবেগে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ইহা আমি একবারও মনে করি নাই। ঠিক জানিয়াছেন ?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কলিকাতারই একটা বড় গদীতে ভাঙাইয়াছে; তাহারা ললিতাপ্রসাদকে বেশ চেনে।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "শীঘ্র আসুন, আমরা এখনই ললিতাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করিব।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন নাকি?"

"নিশ্চয়ই, যদি কারণ দেখি।"

"জানি না, সে কি বলিবে।"

"দু হাজার মিথ্যাকথা বলিবে।"

"নাও বলিতে পারে।"

"ফাঁসীকাঠ হইতে গর্দ্দান সরাইতে অনেকে অনেক মিথ্যাকথা বলে।"

"তবে কি আপনি মনে করেন, সে-ই খুন করিয়াছে?"

"আমি এখন কিছুই বিবেচনা করি না। দেখি, তাহার কি বলিবার আছে।"

উভয়ে সত্বর আসিয়া ললিতাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ললিতাপ্রসাদকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইতস্ততঃ করিবেন, কি হয় ত একেবারে অস্বীকার করিবেন—নিশ্চয়ই তাঁহার ভাব-ভঙ্গির পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু ললিতাপ্রসাদের

ভাবে তাঁহারা উভয়েই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি এ কথা স্বীকার করিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। বলিলেন, "হাঁ, আমিই নোট ভাঙাইয়াছিলাম।"

অক্ষয়কুমার তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছেন বলিয়া তিনি মহারুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "আমি নোট ভাঙাইয়াছিলাম বলিয়া আপনি মনে করিয়াছেন আমি এই খুনের মধ্যে আছি। আপনি অদ্ভুত লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

অক্ষয়কুমার মৃদুস্বরে বলিলেন, "অনেক সময়ে আমাদিগকে অদ্ভুত হইতে হয়। তবে শুনিতে পাই কি, আপনি এ নোট কিরূপে ভাঙাইলেন। নোট হইল গুরুগোবিন্দ সিংহের, তিনি জমা রাখিলেন হুজুরীমলের কাছে, নোট ভাঙাইলেন আপনি—কেন?"

ললিতাপ্রসাদ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "হাঁ, আমি নোট ভাঙাইয়াছিলাম—হুজুরীমল বাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাঙাইয়াছিলাম।"

অক্ষয়কুমার সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেন?"

ললিতাপ্রসাদ বলিলেন, "গুরুগোবিন্দ সিংহ হুজুরীমলকে নোট বদলাইয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।"

অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিলেন। নগেন্দ্রনাথও কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। উভয়েই অবাক্।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কিয়ৎক্ষণ পরে অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এ কথা ঠিক নহে। নোট বদ্‌লান হইয়াছে দেখিয়া, গুরুগোবিন্দ সিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না।"

ললিতাপ্রসাদ বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমি তাহা জানি না। হুজুরীমল বাবু খুন হইবার প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি একদিন গোপনে লইয়া গিয়া আমাকে একটা কাজ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তিনি আমাদের গদীর অংশীদার—আমার পিতৃবন্ধু, আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য।"

"নিশ্চয়ই। অনুরোধটা কি শুনিতে পাই না?"

"তিনি বলেন যে, গুরুগোবিন্দ সিংহ পাঞ্জাবের একটা সম্প্রদায়ের লোক, তিনিও তাহাই। এই সম্প্রদায়ের দশ হাজার টাকা কি কাজের জন্য গুরুগোবিন্দ সিং কলিকাতায় আনিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের সব কাজই গোপনে হয়—কে এই সম্প্রদায়ে আছে, তাহা কেহ জানিতে পারে না। অনেক বড়লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহারাই টাকা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই ইচ্ছা করেন না যে, অপরে ইহা জানিতে পারে। এই সকল নম্বরী নোট তাঁহারাই দিয়াছিলেন; পাছে গুরুগোবিন্দ সিং বা হুজুরীমল ভাঙাইলে কাহাদের নোট লোকে জানিতে পারে, এইজন্য তিনি আমাকে নোটগুলি ভাঙাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। এ কি অন্যায় কাজ?"

"নিশ্চয় নয়।"

"তাই আমি নোট ভাঙাইয়া অপর নোট আনিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম —লুকাইয়া গোপনে নোট ভাঙাই নাই।"

"এ কথা আগে বলেন নাই কেন?"

"হুজুরীমল বাবু এ কথা প্রকাশ করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলেন। পাছে অপরকে দিয়া ভাঙাইলে প্রকাশ হয় বলিয়াই তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।"

"তিনি খুন হওয়ার পরেও আপনি বলেন নাই কেন?"

"বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে আপনারা আমাকে সন্দেহ করেন, এই ভয়ে বলি নাই।"

"আপনি কি শুনেন নাই, গুরুগোবিন্দ সিং নোট ফেরৎ পাইয়াছেন?"

"হাঁ শুনিয়াছি।"

"আপনি যে নোটগুলি ভাঙাইয়া আনিয়াছিলেন, ঠিক সেইগুলি নম্বরে মিলিয়াছে?"

"হইতে পারে, যে চুরী করিয়া লইয়াছিল, সে-ই ভয়ে ফেরৎ দিয়াছিল।"

"আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, যখন হুজুরীমল বাহির হইয়া যান, তখন উমিচাঁদ নোটগুলি সিন্দুকে রাখিয়াছিল?"

"হাঁ, আমি সেখানে ছিলাম।"

"তাহার পর আর কেহ সেখানে আসে নাই?"

"তা ঠিক বলিতে পারি না। উমিচাঁদ জানে।" এই বলিয়া ললিতাপ্রসাদ উঠিলেন। বলিলেন, "মহাশয়, আমার অনেক কাজ আছে। এখন আপনারা বিদায় হইতে পারেন। ভদ্রলোককে অনর্থক বিপদ্‌গ্রস্ত করা

আপনাদের স্বভাব। ভদ্রলোকের নামে কখন এরূপ অপবাদ দিবেন না।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আপনার নামে কোন অপবাদ দেওয়া হয় নাই—কেবল জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আপনি নোট ভাঙাইয়াছিলেন কিনা, আর ভাঙাইয়াছেন—কেন ?"

ললিতাপ্রসাদ বলিলেন, "আপনারা এখন যাইতে পারেন।"

নগেন্দ্রনাথ এই যুবকের ব্যবহারে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। অক্ষয়কুমার বাহিরে যাইবার সময়ে মস্তকান্দোলন করিয়া বলিলেন, "অতি দর্পে হত লঙ্কা !"

ললিতাপ্রসাদ কথা কহিলেন না। ভ্রুকুটি করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

* * * * * * * * *

রাস্তায় আসিয়া নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিবেন ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "একবার গুরুগোবিন্দ সিংহকে জিজ্ঞাসা করিব, সে যথার্থই নোট ভাঙাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল কিনা।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি একবার যমুনার সঙ্গে দেখা করিতে চাই—আপনি কি বলেন ?"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "নগেন্দ্র বাবু, দেখিবেন, যেন হঠাৎ প্রেমে পড়িবেন না।"

"আপনার সব সময়েই বিদ্রূপ।"

"বড় বিদ্রূপ নয়।"

"যাক্—এখন আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?"

"সে যে এ ব্যাপারে কোন কথা বলিবে বলিয়া আমার বোধ হয় না।"

"আপনাকে পুলিসের লোক বলিয়া না বলিতেও পারে।"

"মহাশয়কেও ঠিক তাহাই স্থির করিবে।"

"চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? কেন সে রাত্রে হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, যদি সে বলে, তাহা হইলে হয় ত আমরা নূতন কিছু জানিতে পারিব।"

"কেবল হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করা নয়। তাহার একটু আগে উমিচাঁদের সঙ্গে গদীতে দেখা করিয়াছিল।"

"এ কথা কে বলিল? আপনি ত আমাকে এ কথা বলেন নাই?"

"আগে জানিতে পারি নাই।"

"কেন আসিয়াছিল?"

"উমিচাঁদ বলে হুজুরীমল তাহাকে পাঠাইয়াছিল।"

"কেন?"

"টিকিট আনিবার জন্য হুজুরীমল তাহাকে পাঠাইয়াছিল।"

"আশ্চর্য্যের বিষয়—সন্দেহ নাই। টিকিট আনিবার জন্য হুজুরীমল কি আর লোক পায় নাই।"

"যাইতেছেন—দেখুন, যদি কিছু তাহার নিকটে জানিতে পারেন।"

"চেষ্টা করায় ক্ষতি কি?"

নগেন্দ্রনাথ চন্দননগরে যাওয়া স্থির করিয়া রওনা হইলেন। অক্ষয়-কুমার, গুরুগোবিন্দ সিংহের বাসার দিকে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কেবল যে অক্ষয়কুমার যমুনাকে লইয়া নগেন্দ্রনাথের সহিত রহস্য করি-লেন—তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষেই যমুনাকে দেখিয়া অবধি নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে তাহার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; তবে সে হিন্দুস্থানী—তিনি বাঙ্গালী—তবুও তিনি তাহাকে একবার দেখিবেন বলিয়াই চন্দননগরে চলিলেন। তাহার নিকটে যে, তিনি অধিক কিছু জানিতে পারিবেন, এ আশা করেন নাই।

তিনি পুলিস সংশ্লিষ্ট লোক না হইলে তাঁহার সহিত যমুনার দেখা হই-বার আশা ছিল না। তিনি হুজুরীমলের খুন সম্বন্ধে যমুনার সহিত দেখা করিতে চাহেন, এ সংবাদ পাইয়া যমুনা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল।

নগেন্দ্রনাথ প্রথমে কি বলিবেন, কিরূপে কথা আরম্ভ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, "আমি সেই মোকদ্দমার জন্য আসিয়াছি।"

যমুনা মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সেইরূপভাবে থাকিয়া মৃদু মধুরস্বরে কহিল, "মেসো মহাশয়ের খুনের বিষয়ে কোন সন্ধান পাই-লেন?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি খুনের বিষয়ের জন্য এখানে আসি নাই—চুরীর জন্য আসিয়াছি।"

"চুরীর জন্য ?" যমুনা অস্পষ্টস্বরে কহিল।

নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সহসা তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল।

নগেন্দ্রনাথ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "যে দশ হাজার টাকা আপনার মেসো মহাশয়ের সিন্দুক হইতে চুরী গিয়াছিল।"

যমুনা অতি মৃদুস্বরে কহিল, "কোন্ টাকা, কি হইয়াছে ?"

"গুরুগোবিন্দ সিংহ সে টাকা ফিরৎ পাইয়াছেন।"

"ফিরৎ পাইয়াছেন !"

যমুনা এরূপভাবে এই কথা বলিল যে, বিস্মিত হইয়া নগেন্দ্রনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। যমুনা অস্পষ্টস্বরে কহিল, "না, এ হতে পারে না —নিশ্চয়ই হতে পারে না।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গুরুগোবিন্দ টাকা পাইয়াছেন।"

যমুনা ব্যগ্রভাবে বলিল, "তবে খুনী ধরা পড়িয়াছে ?"

"না—ধরা পড়ে নাই।"

যমুনা অতিশয় বিচলিতভাবে বলিল, "ধরা পড়ে নাই—তবে টাকা ফিরৎ কিরূপে হইল ?"

"একজন অজানা লোক গুরুগোবিন্দ সিংহের বাসায় তাঁহার চাকরের নিকটে একখানা পত্র রাখিয়া যায় ; সেই পত্রের মধ্যে দশ হাজার টাকার নোট ছিল।"

"তাহা হইলে সেই লোকই খুন করিয়াছিল। সে-ই মেসো মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিল। নিশ্চয়ই সে-ই তাঁহাকে খুন করিয়াছিল। নিশ্চয়ই এ সেই লোক।"

"তাহা কিরূপে হইবে ? হুজুরীমল বাবু যখন গদী হইতে যান, তখন উমিচাঁদ টাকা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখে। তিনি আর গদীতে ফিরেন নাই, তবে সে রাত্রে তাঁহার সঙ্গে টাকা কিরূপে থাকিবে ?"

যমুনা নিতান্ত বিচলিত হইল। সে কম্পিতস্বরে অস্পষ্টভাবে বলিল, "তা—ঠিক কথা। আমার ভুল হইয়াছে——"

নগেন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝিলেন, টাকা সম্বন্ধে যমুনা সকল কথাই জানে, সে কিছুতেই বলিতেছে না। তিনি সেইজন্য বলিলেন, "দেখুন, আপনার কোন কথা গোপন করা উচিত নয়; আপনি সকল কথা না বলিলে একজন নির্দ্দোষী লোক জেলে যায়—হয় ত তাহার ফাঁসীও হইবে।"

যমুনার মুখ হইতে কথা সরিল না। সে বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল—তাহার মলিন মুখ আরও মলিন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যমুনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

নগেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "আপনি সকল কথা জানা সত্ত্বেও সে কথা প্রকাশ না করায় যদি একজন লোক বিনা দোষে ফাঁসীকাঠে যায়, তাহা হইলে আপনার এ জীবনে আর শান্তি থাকিবে না।"

যমুনা সভয়ে চারিদিকে চাহিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমার বলিতে সাহস হয় না।"

নগেন্দ্রনাথ তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "কে টাকা লই-য়াছে, তাহা আমাকে বলুন—কোন ভয় নাই।"

তাঁহার মিষ্ট কথায় বা যে কোন কারণে হউক, যমুনা যেন কতক আশ্বস্ত হইল। ধীরে ধীরে বলিল, "আমি পঞ্জাবের সম্প্রদায়ের ভয়ে বলিতে পারি নাই; শুনিয়াছি, তাহারা খুন করে——"

"আপনার কোন ভয় নাই, বলুন।"

"এখন না বলিলে নয়—বিশেষ আপনি ভদ্রলোক——"

"আপনি নির্ভয়ে বলুন, কোন ভয় নাই।"

"কে টাকা লইয়াছে—আমি জানি।"

"কে বলুন।"

যমুনা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কে-উমিচাঁদ?"

যমুনা অস্পষ্টস্বরে বলিল, "না।"

"তবে কে—গুরুগোবিন্দ সিংহ?"

"না—যমুনা।"

"আঁ্যা—তুমি—তুমি——"

"হাঁ, আমি।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যমুনার কথা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। তিনি যাহাকে মানবীরূপে দেবী মনে করিয়াছিলেন, যাহার অপরূপরূপলাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহার মূর্ত্তি সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতেছিল, প্রকৃত পক্ষে যাহাকে একবার দেখিতে পাইবেন বলিয়াই তিনি আজ চন্দননগরে আসিয়াছিলেন, সে এই খুনের ব্যাপারে জড়িত। সে কেবল খুনী নহে—চোর পর্য্যন্ত। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল—তিনি স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎক্ষণ ব্যাকুলভাবে যমুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যমুনা তাঁহার মনের ভাব বুঝিল। সে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। তাহার সেই ভাবে তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। নগেন্দ্রনাথ যমুনার সেই মনোমোহন ভঙ্গিতে আবার মুগ্ধ হইলেন।

যমুনা বলিল, "ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি—জানি না। যাহা করিয়াছি, মেসো মহাশয়ের হুকুমে, তাঁহারই জন্য করিয়াছি। কাহাকে এ কথা বলি নাই—তাঁহারই অনুরোধে প্রকাশ করি নাই—কিন্তু এখন প্রকাশ না করিলে নয়, তাহাই বলিতেছি।"

নগেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বলিলেন, "বলুন।" তাহার কি বলিবার আছে, শুনিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সে যে কোন কুকার্য্য করিতে পারে, তাহা তাঁহার মন লইতে ছিল না; এ চিন্তাতেও তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "বলুন।"

যমুনা বলিল, "মৃত্যুর দিন সকালে মেসো মহাশয় আমাকে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন, 'দেখ যমুনা, তোমায় আমি বড় ভালবাসি; আমি জানি, তুমিও আমাকে বড় ভালবাস, সেইজন্য তোমাকেই বলিতেছি, দেখিয়ো যেন কিছুতেই এ কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিয়ো না।' আমি মেসো মহাশয়কে বড় ভালবাসিতাম, আমি তাঁহার নিকটে অঙ্গীকার করিলাম। আমি প্রাণ থাকিতে সে অঙ্গীকার কখনও ভাঙিতাম না; কিন্তু এখন প্রকাশ না করিলে হয় ত একজন নির্দ্দোষী লোক ফাঁসী যায়, তাহাই বলিতেছি। একদিন মেসো মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছিলাম, তিনি যখন পঞ্জাবে মাসী-মাকে বিবাহ করিতে যান, তখন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাইয়া পড়েন।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সম্প্রদায়ের কথা আমরা শুনিয়াছি, সে সম্প্রদায়ের চিহ্ন সিঁদুরমাখা শিব।"

"হাঁ, যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, সে আর কখনও এ সম্প্রদায় ত্যাগ করিতে পারে না, প্রাণপণে এই সম্প্রদায়কে সাহায্য করিতে সে বাধ্য থাকে—না করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, যে কোন উপায়ে এই সম্প্রদায় তাহাকে খুন করে।"

"ইহাও আমরা শুনিয়াছি।"

"মাস কয়েক হইল, গুরুগোবিন্দ সিংহ আসিয়া মেসো মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের দশ হাজার টাকা রাখিতে দেয়। গুরুগোবিন্দ সিংহও এই সম্প্রদায়ের একজন।"

"তাহাও আমরা জানি। সম্প্রদায়ের টাকা যে চুরী গিয়াছিল, তাহাও আমরা জানি।"

"মেসো মহাশয়ের খুনের এক সপ্তাহ আগে তিনি তাঁহার বিছানায় একদিন হঠাৎ একটা সিঁদুরমাখা শিব দেখিতে পান।"

"সিঁদুরমাখা শিব!"

"হাঁ, সম্প্রদায় যাহাকে কোন কাজ করিতে হুকুম করে, তাহাকে কোনরূপে একটা সিঁদুরমাখা শিব পাঠাইয়া দেয়। ইহার অর্থ এই যে, যদি সে সম্প্রদায়ের হুকুম না শুনে, তবে তাহাকে সম্প্রদায় খুন করে এবং তাহার কাছে একটা সিঁদুরমাখা শিব রাখিয়া দেয়।"

"এ সবও আমরা শুনিয়াছি।"

"সেই শিবের সঙ্গে মেসো মহাশয় একখানা পত্রও পান। ঐ পত্রে লেখা ছিল;—তোমাকে হুকুম করা যায়, তুমি পত্র পাইবামাত্র বড় বাজারের রাণীর গলিতে শনিবার রাত্রি বারটার সময়ে তোমার নিকটে যে সম্প্রদায়ের দশ হাজার টাকা আছে, তাহা সম্প্রদায়ের অন্যতম সভ্য শান্তপ্রসাদকে দিবে। যেন কোন মতে অন্যথা না হয়—সাবধান!"

"আপনি এ পত্র দেখিয়াছিলেন?"

"হাঁ, মেসো মহাশয় আমাকে দেখাইয়াছিলেন।"

"তাহার পর তিনি কি করিবেন, স্থির করিলেন?"

"তিনি সম্প্রদায়ের হুকুম অমান্য করিতে সাহস করিলেন না। তিনি জানিতেন, "নিশ্চয়ই গোপনে সম্প্রদায় তাঁহাকে খুন করিবে। তিনি টাকা শান্তপ্রসাদকে পৌঁছাইয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। অথচ তিনি এ কথা গুরুগোবিন্দ সিংহকে প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না; কারণ তিনি জানিতেন, এ কথা গুরুগোবিন্দ সিংহের নিকটে প্রকাশ করিলেও সম্প্রদায় তাঁহাকে খুন করিবে।"

"এরূপ ভয়ানক সম্প্রদায় ত দেখা যায় না।"

"হাঁ, আমিও সম্প্রদায়ের ভয়ে এতদিন কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস করি নাই। আপনি অতিশয় ভদ্রলোক, তাহাই বলিতেছি।"

যমুনার মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "তার পর তিনি কি করিলেন ?"

যমুনা বলিল, "এইজন্য তিনি গোপনে টাকা রাত্রি মধ্যে শান্তপ্রসাদকে পৌঁছাইয়া দেওয়া স্থির করিলেন।"

"গুরুগোবিন্দ টাকা চাহিলে কি করিতেন ?"

"তিনি সেইদিনই আগ্রায় যাইতেছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ শীঘ্র টাকা চাহিবে না, চাহিলেও টাকা চুরী গিয়াছে ভাবিবে, তাঁহাকে সন্দেহ করিবে না। এইজন্য তিনি টাকা লইয়া উমিচাঁদকে গদীর সিন্দুকে রাখিতে দেন।"

"তাহা ত আমরা জানি। তিনি উমিচাঁদকে টাকা রাখিতে দিলে সে ললিতাপ্রসাদের সম্মুখে সিন্দুকে টাকা বন্ধ করিয়া রাখে। পরে তিনি আর গদীতে যান নাই ; তিনি টাকা পাইলেন, কোথা হইতে ?"

"তাহাই বলিতেছি, মেসো মহাশয় এই সকল কথা আমাকে বলিয়া আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, 'যমুনা, কেবল তুই আমাকে রক্ষা করিতে পারিস্, নতুবা সম্প্রদায়ের হাত হইতে আমার রক্ষার উপায় নাই।" আমি প্রাণ দিয়াও তিনি যাহা বলিবেন তাহা করিব, স্বীকার করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, 'তুই সন্ধ্যার পর গদীতে যাইবি—আমার রেলের টিকিট আমি সেখানে ফেলিয়া আসিব। সিন্দুকের ঘরে উমিচাঁদ ছাড়া আর কেহ থাকে না, তাহাকে কোন রকমে অন্যত্র পাঠাইয়া সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া আনিয়া আমায় দিবি।'"

"আপনি সিন্দুক খুলিলেন, কিরূপে ?"

"সিন্দুকের একটা চাবী উমিচাঁদের কাছে—আর একটা মেসো মহাশয়ের কাছে থাকিত, তিনি সেই চাবীটা আমাকে দিলেন।"

"আপনি এ কাজ করিতে স্বীকার করিলেন ?"

"কি করি, এ অবস্থায় পড়িলে আপনিও করিতেন। আমি এ কাজ না করিলে সম্প্রদায় মেসো মহাশয়কে খুন করে——"

"এই কলিকাতা সহরে খুন করা সহজ নয়।"

"সম্প্রদায়ই ত তাঁহাকে খুন করিয়াছে।"

"কেমন করিয়া জানিলেন ?"

"নিশ্চয়ই—তাঁহার মৃতদেহের নিকটে একটা সিঁদুরমাখা শিব পাওয়া গিয়াছে—ঐ শিব সম্প্রদায়ের চিহ্ন।"

"এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। তাহার পরে আপনি কি করিলেন ?"

"আমি তাঁহার কথামত সন্ধ্যার পরে গদীতে গিয়াছিলাম। সিন্দুকের ঘরে উমিচাঁদ ছাড়া আর কেহ ছিল না। আমি তাহাকে টিকিটের কথা বলিলাম। সে আমাকে টিকিট দিল। তাহার পর আমি জল খাইতে চাহিলে, সে জল আনিতে ছুটিল। সেই অবসরে আমি সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া লইলাম। উমিচাঁদ ফিরিয়া আসিলে আমি মেসো মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে ঘোমটা দিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, আমি সেইরূপেই গিয়াছিলাম ; সেজন্য কেহ আমাকে চিনিতে পারে নাই। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি আমায় বলেন যে, একটু আগে গুরুগোবিন্দ সিংহ আসিয়াছিল।"

"তিনি গুরুগোবিন্দ সিংহকে কিরূপে ঠাণ্ডা করিবেন, ভাবিয়াছিলেন ?"

"তিনি ভাবিয়াছিলেন, এখানে থাকিবেন না, সুতরাং টাকা গিয়াছে শুনিয়া গুরুগোবিন্দ হঠাৎ তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। সময়ে সম্প্রদায় নিশ্চয়ই টাকার সংবাদ দিবে, তখন তাহার আর কোন ভয় থাকিবে না।"

"হুজুরীমল বাবু খুব সাবধানী লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই।"

"সাবধানী হইয়া আর ফল কি? সম্প্রদায়ই শেষ তাঁহাকে খুন করিল।"

"এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"কেন? তবে কে তাঁহাকে খুন করিল? যদি সম্প্রদায় খুন না করিয়া থাকে, তবে তাঁহার নিকটে সিঁদুরমাখা শিব পাওয়া যাইবে কেন?"

"সম্প্রদায় যদি খুন করিবে, তবে সেই খুনের পর টাকা লইয়া সম্প্রদায় আবার গুরুগোবিন্দ সিংহকে ফেরৎ দিবে কেন?"

"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আপনি দুখানা রেলের টিকিট উমিচাঁদের নিকট হইতে আনিয়া মেসো মহাশয়কে দিয়াছিলেন?"

"হাঁ, আপনি এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

"হুজুরীমল দুইখানা টিকিট কিনিয়াছিলেন, তার একখানা গঙ্গার জন্য। তিনি সেই রাত্রে গঙ্গাকে লইয়া বোম্বে পলাইতেছিলেন।"

যমুনা কোন কথা কহিল না। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হুজুরীমল ভাল লোক ছিলেন না। তিনি সম্প্রদায়ের দশ হাজার টাকা আপনার দ্বারা চুরী করাইয়া, নিজের স্ত্রী-পরিবার ফেলিয়া একটা কুলটাকে লইয়া পলাইতেছিলেন। তিনি আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

যমুনা মৃদুস্বরে বলিল, "তবে কে তাঁহাকে খুন করিল?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহারই সন্ধান হইতেছে। সম্ভবতঃ হুজুরীমল যে শান্তপ্রসাদের কথা বলিয়াছিলেন, সে কোন গতিকে ভিতরের কথা জানিতে পারিয়া সম্প্রদায়ের টাকাচোর হুজুরীমলকে খুন করিয়াছিল। এরূপ পাষণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।"

যমুনা ব্যাকুলভাবে নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। তাহার দুইটি চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সে সত্বর সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

রহস্যোদ্ভেদ——চমৎকার

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নগেন্দ্রনাথ যমুনার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, আদ্যোপান্ত অক্ষয়কুমারকে বলিলেন। শুনিয়া অক্ষয়-কুমার অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; মহোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "নগেন্দ্র বাবু, এ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখা নয়—হাতে-নাতে ডিটেক্‌টিভ হওয়া স্বতন্ত্র ব্যাপার।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কি অপরাধ করিলাম, বরং আপনাকে কত খবর আনিয়া দিলাম; আপনি ত তাহার কাছে কিছুই জানিতে পারেন নাই।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাহা ত আমি বরাবরই স্বীকার করিয়া আসি-তেছি। আপনারা ঔপন্যাসিক—মেয়ে মানুষ সম্বন্ধে আপনাদের খুব জোর খাটে। মিষ্ট কথায় ভুলাইতেও পারেন—দুঃখের বিষয় সে ক্ষমতা আমা-দের নাই।"

"সে কথা যাক্, এখন ত স্পষ্টই বুঝিলেন যে, হুজুরীমল সম্প্রদায়ের টাকা লইয়া পলাইতেছিল, তাহাদের লোক শান্তপ্রসাদ তাহাকে খুন করি-য়াছে।"

অক্ষয়কুমার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসি আর থামে না। দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

অক্ষয়কুমার সহসা হাসি বন্ধ করিয়া বলিলেন, "কেমন, বলিয়াছিলাম কি না যে, হুজুরীমল যখন খুন হয়, তখন তাহার নিকটে টাকা ছিল।"

নগেন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "হুজুরীমল যে ভাবে যমুনাকে দিয়া টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিল, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।"

"আমি যমুনার কথা ভাবি নাই, এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু আমি জানিতাম, সে কোন রকমে সকলের চোখে ধূলি দিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিয়াছিল।"

"নারকী নিজের স্ত্রী পরিবার ফেলিয়া, একটা কুলটা লইয়া পরের টাকা চুরী করিয়া পলাইতেছিল; আর সেই টাকা চুরী করিতে নিজের স্ত্রীর ভগ্নীর মেয়েকে নানা কথায় ভুলাইয়া লাগাইয়াছিল—এরূপ বদ্‌লোক ত দেখা যায় না।"

"অনেক আছে।"

"আপনি পুলিসে থাকেন, অনেক দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমার এই প্রথম।"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "আপনি উপন্যাস লিখেন, আপনাদের উপন্যাসে ত অনেক উচ্চশ্রেণীর বদ্‌মাইস দেখিতে পাওয়া যায়।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে সমস্তই কল্পনা—এখন সে কথা যাক্‌, এখন খুনী ধরিবার কি করিবেন?"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কে খুনী?"

"কেন শান্তপ্রসাদ। এ বিষয়ে কি আপনার এখনও সন্দেহ আছে?"

"শান্তপ্রসাদ বলিয়া কোন লোক জগতে নাই।"

নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিয়া অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আপনি কি এই শান্তপ্রসাদের কথা বিশ্বাস করিতেছেন?"

"অবিশ্বাসের কারণ কি? বরং এ কথাটা খুব সম্ভব বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

"কেন?"

"প্রথমতঃ হুজুরীমলের মৃতদেহের নিকট সিঁদুরমাখা শিব পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং সম্প্রদায়ের লোকেই যে তাহাকে খুন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"তার পর?"

"তার পর গুরুগোবিন্দ জানিত যে, টাকা ঠিকই আছে, কেবল এই শান্তপ্রসাদই জানিত যে, তাহা নাই। তাহাকেই টাকা দিবার কথা। সে যখন দেখিল, হুজুরীমল টাকা লইয়া অপর স্ত্রীলোকের সহিত পলাইতেছে, তখন সে তাহাকে খুন করিয়াছিল।"

"বেশ—সে অপর স্ত্রীলোককেও খুন করে কেন?"

"ঐ রাগে।"

"আর ঐ স্ত্রীলোকটি নিতান্ত ভাল মানুষটির মত তাহার সঙ্গে খুন হইতে চলিল?"

"তা যাবে কেন?"

"আর যাবে কেন? গাড়োয়ান বলিয়াছে, স্ত্রীলোকটি পুরুষের সহিত গাড়ীতে আসিয়া চড়িয়াছিল। রঙ্গিয়া শান্তপ্রসাদের হাতে হুজুরীমলকে খুন হইতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে নিজে খুন হইবার জন্য এরূপভাবে যাইতে পারে না।"

"এ কথা ঠিক। আপনি কি তবে মনে করেন না যে, শান্তপ্রসাদ খুন করে নাই?"

"শান্তপ্রসাদ বলিয়া কোন লোক নাই। এ কেবল হুজুরীমলের চালাকী। সরলা যমুনাকে দিয়া কার্য্য হাসিল করিবার ইচ্ছায় সে তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য আপনাদের মত কল্পনা কারুকরীকে দিয়া শান্ত-প্রসাদকে গড়িয়াছিল। তাহার আগাগোড়া সবই মিথ্যাকথা। এরূপ: বদ্‌মাইস ভুলিয়াও কখনও সত্যকথা কয় না।"

"আপনার কথাই ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"তাহাকে যে খুন করিয়াছে, সে ধরা না পড়িলেই আমি খুসী হই-তাম।"

নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "তবে কি আপনি খুনীকে ধরিতে পারিয়াছেন?"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মশাই গো, এ উপন্যাস লেখা নয়।"

নগেন্দ্রনাথ যথার্থ ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, "কে খুন করি-য়াছে?"

অক্ষয়কুমার অতি ধীরে ধীরে পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিলেন। নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সেখানি ওয়ারেণ্ট—উমিচাঁদের নামে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমিচাঁদ যে খুন করিয়াছে, ইহা নগেন্দ্রনাথ একবারও মনে করেন নাই। সে যে খুন করিতে পারে না, তাহা অক্ষয়কুমারও অনেকবার বলিয়াছেন; সুতরাং আজ সহসা তাহার নামে ওয়ারেণ্ট দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার তখনও বিশ্বাস যে, উমিচাঁদ ইহার কিছুই জানে না। বলিলেন, "আপনি হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করিলেন কিসে? কিসে জানিলেন যে, উমিচাঁদ খুন করিয়াছে?"

অক্ষয়কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গ্রন্থকার মহাশয়ের এ কেবল ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখা নয়—আমার বরাবরই উমিচাঁদের উপর নজর ছিল। আমি জানিতাম, এ খুন ঈর্ষাবশেই হইয়াছে; তাহাই এতদিন সন্ধান করিতেছিলাম যে, রঙ্গিয়ার কে ভালবাসার পাত্র ছিল।"

"সে সন্ধান ত অনেকদিন হইতে হইতেছিল; কিন্তু কিছুই সন্ধান হয় নাই। কেহ এ সন্ধান দিতে পারে নাই।"

"তাহাতেই বুঝা যায়, রঙ্গিয়া খুব চতুরা ছিল।"

"তাহা হইলে এখন কিরূপে জানিলেন?"

"একেই গোয়েন্দাগিরি বলে। রঙ্গিয়া কোথায় কোথায় যাইত, প্রথমে তাহারই সন্ধান করিতে আরম্ভ করি। ক্রমে জানিতে পারিলাম, সে গোপনে প্রায়ই একটা বাড়ীতে যাইত; তখন কে তাহার ভালবাসার পাত্র ছিল, তাহা জানা কি বড় কঠিন?"

"ভাল, তাহার পর কি জানিলেন?"

"তাহাও বলিতে হইবে ? জানিলাম, উমিচাঁদ। দুইজনে গোপনে এই বাড়ীতে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করিত।"

"উমিচাঁদ যে খুন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি ? আমি ত একটিও দেখিতে পাইতেছি না। সত্য উমিচাঁদ আর রঙ্গিয়ার মধ্যে ভালবাসা ছিল ; কিন্তু রঙ্গিয়ার সঙ্গে সে রাত্রে উমিচাঁদ ছিল, তাহার প্রমাণ কি ? এ কথা রঙ্গিয়া আর হুজুরীমল বলিতে পারিত, কিন্তু তাহারা দুইজনেই ইহলোকে নাই।"

"এখনও কোন কোন প্রমাণের অভাব আছে, স্বীকার করি ; কিন্তু উমিচাঁদ যে ভীরু, তাহাকে ভয় দেখাইলে—কেবল এই ওয়ারেণ্টখানা দেখাইলেই সে সব স্বীকার করিয়া ফেলিবে।"

"যদি সে এতই দুর্ব্বল হয় যে, ভয়ে সব স্বীকার করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাহার মত ভীরু এরূপভাবে দুইটা খুন করিতে পারে না।"

"ওর চেয়েও ভীরু লোকে ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক কাজ করিয়াছে।"

"সে কিরূপে খুন করিল ? আপনি এ বিষয়ে কি মনে করেন ?"

"সে কোন রকমে জানিতে পারে যে, রঙ্গিয়া গোপনে রাত বারটার সময়ে রাণীর গলিতে হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিবে—তাহার সঙ্গে পলাইবে। সে জানিত না যে, গঙ্গা নিজে না গিয়া তাহাকে নিজের কাপড় পরাইয়া হুজুরীমলের নিকটে পাঠাইয়াছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রঙ্গিয়াই হুজুরীমলের সঙ্গে পলাইতেছে। এরূপ অবস্থায় লোকের যাহা হয়, উমিচাঁদেরও তাহাই হইল। সে ক্ষোভে দ্বেষে উন্মত্তপ্রায় হইল, একখানা ছোরা সংগ্রহ করিল ; আগেই গিয়া রাণীর গলিতে লুকাইয়া রহিল। তাহার পর রঙ্গিয়া হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিল, অমনি সে গিয়া হুজুরীমলের বুকে ছোরাখানা বসাইয়া দিল।

দেখিয়া রঙ্গিয়া হতজ্ঞান হইল, তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া উমিচাঁদ গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। রঙ্গিয়া কলের পুতুলের মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এরূপ অবস্থায় সে কেন—অনেকেই এইরূপ করিত। তখন উমিচাঁদের খুন চাপিয়াছে, বুকের ভিতর ঈর্ষার আগুন জ্বলিতেছে, সে যাহাকে এত-দিন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া আসিতেছে, তাহার এই কাজ, এরূপ অবিশ্বাসিনীর দণ্ডই—মৃত্যু। ভয়ে রঙ্গিয়ার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল; সে সত্য ব্যাপারের কিছুই উমিচাঁদকে বলিতে পারিল না। উমিচাঁদ তাহাকে গঙ্গার ধারে আনিয়া সেখানে কোন লোক নাই দেখিয়া নানা গালি দিয়া তাহার বুকে ছোরা বসাইল।

নগেন্দ্রনাথ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "ইহা কি সম্ভব?"

"সম্ভব নহে—ঠিক। তাহার পর লাস গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিতেছিল, এরূপ সময়ে কোন লোকের পায়ের শব্দ শুনিয়া পলাইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এ খুনের আর দ্বিতীয় কারণ নাই।"

"এ সকলই খুব সম্ভব বলিয়া জানিলাম, কিন্তু ইহার প্রমাণ নাই, যে প্রমাণ দিবে, সে-ও নাই। উমিচাঁদের সঙ্গে রঙ্গিয়ার ভালবাসা ছিল বলিয়াই যে, সে তাকে ও হুজুরীমলকে খুন করিবে এমন কি কথা! এ সমস্তই অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাহার পর——"

"তাহার পর আর কি?"

"তাহার পর আপনি সিঁদুরমাখা শিবের কথা একেবারেরই ভুলিয়া যাইতেছেন। উমিচাঁদ পঞ্জাবের সম্প্রদায়ের কেহ নয়, সে খুন করিয়া সিঁদুরমাখা শিব লাসের নিকটে রাখিবে কেন? আরও একটা কথা হই-তেছে, সে টাকা লইয়া আবার ফেরৎই বা দিবে কেন।"

অক্ষয়কুমার কোন উত্তর না দিয়া সত্বর উঠিয়া কক্ষমধ্যে চিন্তিতভাবে দ্রুতবেগে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার বহুক্ষণ এইরূপভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে সহসা সেই চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "ভাবিয়া দেখিলাম, যাহা বলিলেন, তাহাও ঠিক—প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন—আর সিঁদুরমাখা শিবের কথাটাও একটা কথা বটে—এই পাথুরে শিবই আমাকে পাগল করিবে দেখিতেছি। তবে ইহাও ঠিক, উমিচাঁদ এই খুনের বিষয় জানে, নতুবা সে শিব দেখিয়া অজ্ঞান হইবে কেন?"

"ইহার কারণ ত সে বলিয়াছে।"

"যাহা বলিয়াছে, মিথ্যাকথা; তবে তাহাকে এখানে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি, আজ আসিলে দেখা যাক্, সে কি বলে। তাহার পেটের কথা এখনই যদি বাহির না করি, তবে আমার নাম অক্ষয়ই নয়।"

"কখন সে আসিবে?"

অক্ষয়কুমার পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া বলিলেন, "এখনই আসিবে—ঐ বুঝি আসিয়াছে।" সত্যসত্যই উমিচাঁদ আসিয়াছে। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল। অক্ষয়কুমার তাহাকে সেই গৃহে আসিতে আজ্ঞা করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উমিচাঁদের সাহসটা বড় কম, তাহাকে দেখিলেই বোধ হইত, যেন সতত সশঙ্ক, কি যেন একটা পাপ সে করিয়াছে, কি যেন লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, সকলের সহিত সে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিত না। ক্ষণপরে উমিচাঁদ ধীরে ধীরে সশঙ্কভাবে কক্ষ-

মধ্যে প্রবেশ করিল। অক্ষয়কুমার তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে চোরের ন্যায় এক পার্শ্বে বসিল। ভীতভাবে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাকে আসিতে লিখিয়াছিলেন ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "হাঁ।"

"নূতন কিছু সংবাদ পাইয়াছেন ?"

"হাঁ।"

"চুরী সম্বন্ধে ?"

"খুন সম্বন্ধে।"

উমিচাঁদ চমকিত হইয়া বলিল, "খুন সম্বন্ধে !"

অক্ষয়কুমার অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, কে খুন করিয়াছে, আমরা জানিতে পারিয়াছি।"

উমিচাঁদ ভয় পাইয়া বলিল, "গুরুগোবিন্দ সিংহ।"

অক্ষয়কুমার ওয়ারেণ্টখানি বাহির করিয়া উমিচাঁদের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "যার নামে এই ওয়ারেণ্ট আছে, সেই খুন করিয়াছে।"

উমিচাঁদ মুহূর্ত্তের জন্য ওয়ারেণ্টের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। অস্পষ্টস্বরে বলিল, "ওয়ারেণ্ট।"

অক্ষয়কুমার স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "হাঁ ওয়ারেণ্ট—আর তোমারই নামে।"

উমিচাঁদের মুখ বিবর্ণ হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। সভয়ে বলিল, "আমার নামে !"

অক্ষয়কুমার আরও কঠোর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তোমার নামে—উমিচাঁদের নামে—তুমি তোমার মনিব হুজুরীমলকে খুন করিয়াছ—তোমার উপপত্নী রঙ্গিয়াকে খুন করিয়াছ, সেই উভয় অপরাধের ফল এ ওয়ারেণ্ট।"

উমিচাঁদ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমি খুন করি নাই।"

"তুমিই দুইজনকে খুন করিয়াছ—আমি এখনই তোমাকে গ্রেপ্তার করিব।"

"আমি খুন করি নাই—আমি নির্দ্দোষী।" জড়িতকণ্ঠে উমিচাঁদ এই কথা বলিয়া তথা হইতে যাইতে উদ্যত হইল। অক্ষয়কুমার উঠিয়া তাহার হাত ধরিলেন। উমিচাঁদ কাতরভাবে বলিল, "আমি সব কথা বলিতেছি—আমি খুন করি নাই—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "কেবল তুমি নয়—ফাঁসী হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকেই শপথ করিয়া থাকে। বাপু, কথা কহিয়ো না, আমাদের অনেক কষ্ট দিয়াছ। এখন হাত দুইখানি একবার বাড়াইয়া দাও দেখি, বাপু।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার বস্ত্রমধ্য হইতে একজোড়া হাতকড়ী বাহির করিলেন। হাতকড়ী দেখিয়া উমিচাঁদ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। নগেন্দ্রনাথের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি খুন করি নাই। আমি কিছুই জানি না।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি কি করিতে পারি। আমার কোন হাত নাই। যদি খুন করিয়া থাক, তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবে।"

উমিচাঁদ তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি নির্দ্দোষী—আমি খুন করি নাই।"

অক্ষয়কুমার একটু নরমভাবে বলিলেন, "বেশ, ভাল কথা বাপু, আমাকে বুঝাইয়া দাও যে তুমি নির্দ্দোষী, আমি এখনই তোমায় ছাড়িয়া দিব।"

উমিচাঁদ দুই হাতে মাথা চাপিয়া বলিল, "আমার বলিবার উপায় নাই।"

অক্ষয়কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তবে ফাঁসী যাও।"

উমিচাঁদ তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতে আসিল। অক্ষয়কুমার সরিয়া দাঁড়াইলেন। রুষ্টভাবে বলিলেন, "বেশী চালাকী করিয়ো না। ভাল মানুষ-টীর মত সব কথা খুলিয়া বল।"

নিরুপায় হইয়া উমিচাঁদ অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই হাতে চোখের জল মুছিল। বলিল, "আমাকে একটু জল দিন।"

অক্ষয়কুমার নগেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি জল আনিলে উমিচাঁদ জলপান করিয়া বলিল, "আমি সত্যকথাই বলিব—সব কথা খুলিয়া বলিতেছি।"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমার পক্ষে এখন তাহাই সৎ-পরামর্শ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উমিচাঁদ স্থির হইয়া বসিলে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকমে হুজুরীমলকে খুন করিয়াছিলে, তাহাই এখন খুলিয়া বল।

উমিচাঁদ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি খুন করি নাই।"

"কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী!"

"দোহাই আপনার—আমি খুন করি নাই। আমি মিথ্যাবাদী নই, আগে সকল কথা শুনুন—শুনিলে সকলই জানিতে পারিবেন।"

"বেশ ভাল কথা, বল।"

"হুজুরীমলের নিকটে কাজ করায়, আমাকে সর্ব্বদাই তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইত—আর আমি স্বীকার করিতেছি, রঙ্গিয়ার সঙ্গে আমার ভালবাসা হইয়াছিল।"

অক্ষয়কুমার মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "এ কথা তুমি অনুগ্রহ করিয়া না বলিলেও আমরা জানিতে পারিয়াছি।"

উমিচাঁদ বলিতে লাগিল, "আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না। রঙ্গিয়া হুজুরীমলের বাড়ীর সকল কথাই জানিত। তাহার কাছেই জানিতে পারি যে, হুজুরীমল বুড়ো বয়সে গঙ্গার জন্য পাগল। তাহারই কাছে শুনিলাম যে, হুজুরীমল গঙ্গাকে দশ হাজার টাকা দিবে বলিয়াছে, টাকা পাইলে গঙ্গা তাহার সহিত যাইতে স্বীকার করিয়াছে।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এ সব কথাও আমরা জানি।"

উমিচাঁদ বলিল, "আমি হুজুরীমলের ভিতরের সকল কথাই জানি-

তাম। আমি জানিতাম, জুয়া খেলিয়া সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার দেউলিয়া হইবার আর বিলম্ব নাই; তাহাই ভাবিলাম, হুজুরীমল দশ হাজার টাকা কোথায় পাইবে।"

"গুরুগোবিন্দ সিংহের টাকার বিষয় কবে জানিলে?"

"শুনুন বলিতেছি, একদিন হুজুরীমল আমাকে দশ হাজার টাকার নোট দেখাইয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে সকল কথা বলে। তাহারা কোন রূপে বিরক্ত হইলে যে গোপনে খুন করে, তাহাও তার মুখে শুনিয়াছিলাম।"

"এ সকল আমরা জানি। তাহার পর।"

"ললিতাপ্রসাদকে দিয়া হুজুরীমল নোট বদ্‌লাইয়া লয়। গুরুগোবিন্দ সিংহের কাছে তাহার নোটের সকল নম্বর ছিল, নোট হারাইলে গুরুগোবিন্দ সিং সব নোট বন্ধ করিয়া দিত, তখন আর নোট ভাঙাইবার উপায় হইবে না। এইজন্য আগে হইতে কৌশলে ললিতাপ্রসাদকে দিয়া নোট ভাঙাইয়া লইয়াছিল।"

"আর একদিন তুমি এই লোককে একজন মহাত্মা মহাশয় লোক বলিয়া আমাদের নিকটে পরিচয় দিয়াছিলে।"

"রাণীর গলিতে গঙ্গা হুজুরীমলের জন্য অপেক্ষা করিবে। সেইখানে হুজুরীমল ছদ্মবেশে যাইবে, গঙ্গার হাতে দশ হাজার টাকা দিলে সে তাহার সঙ্গে সেই রাত্রেই বোম্বাই পলাইবে।"

"বেশ পাকা বন্দোবস্ত।"

"এই রকম সব ঠিক হয়, রঙ্গিয়া আমাকে এই সব কথা বলে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে, হুজুরীমল পলাইবে।"

"গঙ্গা না গিয়া রঙ্গিয়া গেল কেন?"

"যেদিন গঙ্গার রাণীর গলিতে যাইবার কথা, সেইদিনের আগের দিন

গঙ্গার ভয় হইল; সে যাইবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, আবার টাকার লোভও সহজে ছাড়িতে পারে না——"

"তাহা হইলে গঙ্গার হুজুরীমলের সহিত যাইবার ইচ্ছা ছিল না?"

"না, অমন বুড়োর সঙ্গে কি কেউ কখনও যায়। তাহার মতলব ছিল, দশ হাজার টাকা ঠকাইয়া লইয়া বুড়োকে তফাৎ করিয়া দিবে।"

"রতনে রতন মিলিয়াছিল, আর কি?"

"কিন্তু নিশ্চয়ই হুজুরীমলকে খুন করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না।"

"গঙ্গার বদলে রঙ্গিয়া যাইতে স্বীকার করিল কেন?"

উমিচাঁদ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেখিয়া অক্ষয়কুমার রুষ্টভাবে বলিলেন, "বাপু, যদি বাঁচিতে চাও, কোন কথা গোপন করিয়ো না।"

উমিচাঁদ ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জন্য।"

"তোমার জন্য! কেন?"

"সকল কথাই খুলিয়া বলিতেছি, কিছু গোপন করিব না।"

"তোমার বাঁচিবার একমাত্র উপায় এখন তাহাই।"

"সকল কথা বলিলে আমাকে রক্ষা করিবেন?"

"যদি তুমি যথার্থ খুন না করিয়া থাক, তোমার কোন ভয় নাই।"

"তবে শুনুন, আমি জানিতাম, হুজুরীমলের আর বেশী দিন নাই; আমারও আর চাকরীর বেশী দিন নাই। আমি এক পয়সাও জমাইতে পারি নাই, এই দশ হাজার টাকার কথা শুনিয়া আমার লোভ হইল; আমি ভাবিলাম, এ টাকাটা আমি যদি পাই, তবে আমি রঙ্গিয়াকে অন্য কোন দেশে লইয়া সুখে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিব।"

"তখন তুমি চোরের উপর বাটপাড়ী করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলে। কি আশ্চর্য্য, কয়টী কি মহাত্মা লোকেরই একত্র সমাবেশ হইয়াছিল!"

"সকল কথা শুনুন, পরে গালাগালি দিবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উমিচাঁদ বলিল, "রঙ্গিয়ার নিকটে শুনিলাম যে, গঙ্গা নিজে যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে—অথচ টাকার লোভও ছাড়িতে পারিতেছে না। আর সে রঙ্গিয়াকে বলিয়াছে, "তুই যদি আমার কাপড় পরে রাণীর গলিতে কাল রাত্রি বারটার সময়ে দেখা করিস্, তাহা হইলে তোকে খুব সন্তুষ্ট করিব। তোকে এক শত টাকা দিব। সে অন্ধকারে আমি কি তুই জান্তে পার্‌বে না, তোর হাতে দশ হাজার টাকার নোট দেবে, তুই নোট নিয়েই ছুটে পালাবি, ভয়ে সে তোকে ধরিতে পারিবে না।" রঙ্গিয়ার কাছে এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "রঙ্গিয়া, টাকাটা আমরাই পাইতে পারি। তোমায় হুজুরীমল টাকা দিলে সে টাকা গঙ্গাকে দেবার দরকার কি, আমরা টাকা নিয়ে অন্য দেশে সুখে থাকিব। হুজুরীমল নিজে পরের টাকা চুরী করিয়াছে, কিছুই প্রকাশ করিতে পারিবে না—আমাদেরও কেহ সন্দেহ করিবে না—আমাদের এই সুবিধা।" রঙ্গিয়া এ প্রস্তাবে খুব উৎসাহের সহিত সম্মত হইল।"

"হইবারই কথা—সব কটী সমান জুটিয়াছিল, একেবারে অষ্টবজ্র!"

"কিন্তু আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম——"

"বটে, এত ধর্ম্মজ্ঞান!"

"এই সময়ে যমুনা টিকিট লইতে আসিল। আমার তখনই সন্দেহ হইল, টিকিট্ লইয়া যাইবার অনেক লোক ছিল, যমুনা কেন? সে জল খাইতে চাহিল। আমি জল আনিতে বাহিরে আসিলাম; কিন্তু সে

কি করে দেখিবার জন্য দরজার ফাঁকে চোখ লাগাইয়া রহিলাম। দেখিলাম, সে সিন্দুক খুলিয়া নোটগুলি বাহির করিল। তখন আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বুঝিলাম, ফন্দী খাটাইয়া হুজুরীমল ললিতাপ্রসাদের সম্মুখে টাকা সিন্দুকে রাখিয়াছিল, তাহার পর এই কৌশলে টাকা বাহির করিয়া লইল; বুঝিলাম, লোকে আমাকেই চোর স্থির করুক।"

"হুজুরীমলের এত বুদ্ধি থাকিতে ফেল হইল কেন?"

"জুয়াখেলায়।"

"তাহার পর বল।"

"আমি মনে মনে বলিলাম, 'বটে? তোমার এই চালাকী, আচ্ছা থাক, কে টাকা পায় দেখ।' আমি জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া যমুনাকে দিলাম—কোন কথা বলিলাম না। যমুনাও কিছু না বলিয়া টাকাগুলি লইয়া চলিয়া গেল। আমি আগে যে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, তাহা আর করিলাম না। তখনই আমি রঙ্গিয়াকে গিয়া সকল কথা বলিলাম। সে গঙ্গার কাপড় পরিয়া রাত্রে রাণীর গলিতে হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। সেখানে তাহার সঙ্গে হুজুরীমলের দেখা হইলে সে গঙ্গা ভাবিয়া রঙ্গিয়ার হাতে নোটের তাড়া দিল।"

"খুনটা করিল কে?"

"তা—তা আমি জানি না।"

"রঙ্গিয়ার কথামত আমি গঙ্গার ধারে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। সে ছুটিতে ছুটিতে আমার কাছে আসিয়া আমার হাতে নোটের তাড়াটা দিল। সে ভয়ে এমনই হইয়াছিল যে, তখন আমাকে কি বলিল, আমি ভাল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তবে এইটুকু বুঝিলাম, যে হুজুরীমল খুন হইয়াছে।"

"কে খুন করিয়াছে, শুনিলে ?"

"সে সেই কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে কোথা হইতে একটা লোক তাহার উপর আসিয়া পড়িল। তাহার হাতে ছোরা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। রঙ্গিয়া ভয়ে পড়িয়া গেল। আমিও প্রাণভয়ে ছুটিলাম।"

"সে তোমার পিছনে এসেছিল ?"

"বলিতে পারি না। আমি একবার ফিরিয়া দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম, লোকটা রঙ্গিয়ার নিকট বসিয়া তাহার কাপড় অনুসন্ধান করিতেছে—নিশ্চয়ই নোট খুঁজিতেছিল।"

"তাহার পর সে তোমার পিছনে আসিয়াছিল ?"

"বলিতে পারি না, আমি ছুটিয়া একটা গলির ভিতরে যাই।"

"সে লোককে এখন দেখিলে চিনিতে পার ?"

"তাহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই ; তবে তাহার লম্বা কাল দাড়ী ছিল, হয় ত ছদ্মবেশে ছিল, ঠিক বলিতে পারি না।"

"গাড়োয়ানও বলিয়াছিল, লোকটার লম্বা কাল দাড়ী ছিল। রঙ্গিয়া তাহাকে নিশ্চয় চিনিত, নতুবা সে তাহার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিবে কেন ?"

"সে আমাকে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিবার সময় পায় নাই।"

অক্ষয়কুমার এক দৃষ্টে উমিচাঁদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "বলি, রঙ্গিয়ার আর কেহ ভালবাসার লোক ছিল কি ?"

উমিচাঁদ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "না—না—না——"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "না থাকিলেই ভাল। তার পরে কি বল।"

উমিচাঁদ বলিল, "আর কিছুই বলিবার নাই—তবে ইহাও আমি বলিতে চাই যে, গুরুগোবিন্দ সিংহকে আমি টাকা ফেরৎ দিয়াছি।"

উভয়েই বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ?"

উমিচাঁদ ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "টাকা ফেরৎ দিলে কেন ?"

"রঙ্গিয়া মরিয়া যাওয়ায় আমার টাকার দরকার নাই—আমি কোন রকমে নিজেকে চালাইতে পারিব ; কেবল তাহারই জন্ত টাকার লোভ হইয়াছিল—আমি যদি তাকে পাই, তবে একবার দেখিয়া লই।"

উমিচাঁদের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে দেখিয়া লইতে চাও ?"

উমিচাঁদ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "যে আমার রঙ্গি াকে খুন করেছে।"

"কে সে মনে কর ?"

"জানিতে পারিলে তাহাকে দেখিতাম।"

"কাহারও উপর সন্দেহ হয় ?"

"না, তাহা হইলে তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতাম।"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উমিচাঁদ বাবু, এ সকল কথা পূর্ব্বে আমাদিগকে বল নাই কেন ?"

"পাছে আপনারা আমাকে সন্দেহ করেন।"

"এমন মহা মূর্খ আর দুনিয়ায় নাই। যাহাই হউক, উপস্থিত আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম। তুমি নোটগুলি লইয়াছিলে, আবার ফেরৎ দিয়াছ—ভালই করিয়াছ। আমি এ ওয়ারেণ্ট চাপিয়া রাখিলাম, তবে আমাদের কথার অবাধ্য হইলে——"

"আপনারা আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।"

"খুব ভাল কথা—উপস্থিত তুমি এ সব কথা আর কাহাকেও বলিয়ো না।"

"কাহাকেও বলিব না।"

"তাহা হইলে এখন যাইতে পার।"

উমিচাঁদকে আর অধিক কথা বলিতে হইল না। সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে পলাইল।

উমিচাঁদ চলিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ যাহা বলিল, বিশ্বাস করিলেন কি?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "কতক করিয়াছি।"

"কিন্তু লোকটা যে বদ্‌মাইস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"সকলগুলিই সমান, তবে এর দুই-দুইটা খুন করিবার সাহস নাই। এখন আবার নূতন একজন খুনী বাহির হইল।

"কে?"

"উমিচাঁদ যাহাকে দেখিয়াছিল।"

"কে সে মনে করেন?"

"যে-ই হউক, তাহার সঙ্গে রঙ্গিয়ার পরিচয় ছিল।"

"তাহা ত নিশ্চয়—নতুবা সে তাহার সঙ্গে গাড়ীতে যাইবে কেন?"

"আপনি কাহাকে মনে করেন?"

"আমার মনে হয়, শান্তপ্রসাদ।"

বাজে কথা—শান্তপ্রসাদ বলিয়া কেহ নাই।"

নগেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না। অক্ষয়কুমার উঠিলেন। বলিলেন, "দেখা যাক্? কতদূর কি হয়। যেখান থেকে রওনা হওয়া গিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত সেইখানেই থাকা গিয়াছে—কাজ কিছুই হয় নাই।"

অক্ষয়কুমার চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যমুনাদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খুনের তদন্তের কতদূর কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "উমিচাঁদের কাছে টাকা আছে? বেটা চুরীর জন্য নিশ্চয়ই জেলে যাইবে।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গঙ্গা, রঙ্গিয়াকে পাঠাইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

যমুনাদাস ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, "আমি তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিব। তাহার উপরে আমার বিশ্বাস আছে।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যদি রাগ না কর, একটা কথা বলি।"

"বল না, তুমি বলিবে—তাহাতে রাগ করিব কেন?"

"সত্যকথা বলিতে কি, গঙ্গাকে আমার খুব ভাল বলিয়া বোধ হয় না।"

যমুনাদাস ভ্রুকুটি করিলেন। বলিলেন, "আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।"

তিনি আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন। নগেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "ভালবাসায় লোক কতদূর অন্ধ হয়, যমুনাদাসই তাহার প্রমাণ। গঙ্গার সকল বিষয় যমুনাদাস জানিতে পারিলে বুঝিতে পারে, সে কি মহাভ্রমের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতাও বুঝিতে পারে না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুইদিন নগেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের আর কোন সংবাদ পাইলেন না। তৃতীয় দিবস বৈকালে একজন লোক আসিয়া বলিল যে, অক্ষয়কুমার তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন। ব্যাপার কি, সে কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল, "তিনি এখনই আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন।"

নগেন্দ্রনাথ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সত্বর অক্ষয়কুমারের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, অক্ষয়কুমার উমিচাঁদের সহিত বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "আপনি এ খুনের ব্যাপারে গোড়া হইতে আমার সঙ্গে আছেন; উপসংহারকালে আপনাকে বাদ দেওয়া উচিত নয়।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ব্যাপার কি? খুনী কি ধরা পড়িয়াছে।"

"না, এখনও পড়ে নাই; তবে আর ধরা পড়িবারও বড় বেশী বিলম্ব নাই।"

"ব্যাপার যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"এই চিঠীখানা দেখুন।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার একখানা পত্র তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, পত্র উমিচাঁদের নামে।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "ভিতরটা দেখুন।"

নগেন্দ্রনাথ পত্রখানি খুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই-রূপ যে, কাল রাত্রি এগারটার সময়ে উমিচাঁদ বাবু যদি বীডন গার্ডেনের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আসেন, তবে রাণীর গলির খুনের সকল বিপদ্ হইতে তিনি রক্ষা পাইতে পারেন। একাকী আসা চাই। সেইখানে ঠিক সেই সময়ে একজন ভদ্রলোক আসিয়া চুরুট ধরাইবার জন্য দিয়াশালাই চাহিবেন। তাঁহার সহিত কথা কহিলেই সকল কথা জানিতে পারিবেন।

পাঠান্তে নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কে চিঠী লিখিয়াছে, জানিবার উপায় কি ?"

উমিচাঁদ ব্যগ্রভাবে বলিল, "যে খুন করিয়াছে, সে-ই লিখিয়াছে।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "হাঁ আমারও বিশ্বাস, যে খুন করিয়াছে, সে-ই এ পত্র লিখিয়াছে ; সে রঙ্গিয়াকে খুন করিবার সময়ে নিশ্চয়ই উমিচাঁদকে দেখিয়াছিল। উমিচাঁদ যে এই খুনের জন্য বিপদে পড়িয়াছে, তাহা আমরা ছাড়া আর কেহ জানে না ; সুতরাং এই ব্যক্তিই খুনী। এখন উমিচাঁদের সঙ্গে টাকার বিষয়ে একটা বন্দোবস্ত করিতে চায়।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কতকটা সম্ভব বটে।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "সম্ভব নয়—ঠিক।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিলেন। পূর্ব্বে অক্ষয়কুমার এইরূপ 'ঠিক' অনেকবার বলিয়াছেন এবং প্রতিবারেই তাঁহাকে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এবার দেখি-বেন, আমার কথাই ঠিক।"

"আপনি কি উমিচাঁদের সঙ্গে এই লোককে ধরিতে যাইবেন ?"

"নিশ্চয়ই—আপনিও যাইবেন। উপসংহারকালে আপনারও থাকা চাই—আপনাকে ছাড়িব না।"

"তা ত নিশ্চয়ই যাইব। কিন্তু উপসংহার হয় কি আবার সূচনা হয়, তাহা দেখা চাই।"

উমিচাঁদ বলিল, "তাহা হইলে আমি এখন যাইতে পারি?"

অক্ষয়কুমার উত্তর করিলেন, "হাঁ, এখন যাও। রাত্রি ঠিক এগার-টার সময়ে বীডন গার্ডেনের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে থাকিয়ো—আমরা কাছেই থাকব।"

উমিচাঁদ চলিয়া গেলে নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ইনিও একটি প্রকাণ্ড বদ্‌মাইস।"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের অনেক সময়ে কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়। বেটা টাকাগুলা বেশ গাফ্ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে ফেরৎ দিয়াছে।"

"কেবল ভয়ে—বেটা একটি পুরাতন পাপী।"

"এ বেটাকে হাতে না পাইলে এই খুনীকে ধরা শক্ত হইত।"

"যাক্, এখন কে এই চিঠী লিখিয়াছে, আপনি মনে করেন?"

"যে হুজুরীমল আর রঙ্গিয়াকে খুন করিয়াছে।"

"কে সে? আপনার অনুমান কিরূপ?"

"নিশ্চয়ই আমাদের কোন পরিচিত বন্ধুকেই দেখিতে পাইব।"

"কে, গুরুগোবিন্দ সিং?"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "নগেন্দ্রনাথ বাবু, আপনি কি কোন রূপেই গুরুগোবিন্দ সিংকে ছাড়িতে পারিবেন না? গুরুগোবিন্দ সিং যে খুন করে নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

"তবে কে আপনি মনে করেন?"

"আর কিছু মনে করিব না, তাহাতে খুবই অরুচি হইয়া গিয়াছে। আজ রাত্রেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ রাত্রিতে খুনাই যে ধরা পড়িবে, আপনার ইহা কিরূপে বিশ্বাস হইল? যে পত্র লিখিয়াছে, সে খুনের সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারে—কেবল শুনিয়াছে মাত্র—অথবা উমিচাঁদ যে খুনের সহিত জড়িত আছে, তাহা কোন গতিকে জানিতে পারিয়াছে, তাহাই তাহার নিকটে টাকা আদায় করিবার জন্য ডাকিয়াছে।"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা হইলেও হইতে পারে—কিন্তু তাহা নহে। এই ব্যাপারের ভিতরের খবর বাহিরের কোন লোক জানে না। উমিচাঁদ যে খুনের সময়ে উপস্থিত ছিল, তাহা কেবল তিনজনের জানা সম্ভব।"

"নাম করুন।"

"প্রথম রঙ্গিয়া—সে নাই। দ্বিতীয় উমিচাঁদ—সে প্রথম এ কথা আমাদের নিকট স্বীকার করিয়াছে। ইহা কখনই সম্ভব নহে যে, সে এ কথা অপর কাহারও নিকটে বলিবে। তৃতীয়—যে খুন করিয়াছিল।"

"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক।"

"তাহা হইলে উমিচাঁদ যে খুনের সহিত জড়িত, তাহা যে খুন করিয়াছিল, সে ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তির জানিবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।"

"তাহাই যদি হয়, তবে সে উমিচাঁদকে এরূপভাবে ডাকিবে কেন?"

"টাকার লোভে। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খুনী হুজুরীমলকে টাকার জন্যই খুন করিয়াছিল। কিন্তু সে খুন করিয়া টাকা পায় নাই। হুজুরীমল টাকা রঙ্গিয়ার হাতে দিয়াছিল। রঙ্গিয়া হঠাৎ হুজুরীমলকে খুন হইতে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল; সেইজন্য খুনীর সঙ্গে গাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিল। পরে সুবিধা পাইবামাত্র ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া উমিচাঁদের হাতে টাকা দিয়াছিল। তখন সেই ব্যক্তি টাকা এইরূপে বে-হাত হওয়ায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহার পিছনে ছুটিতে থাকে। উমিচাঁদের সঙ্গে রঙ্গিয়াকে কথা কহিতে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় তাহার বুকে ছোরা বসাইয়া দেয়। তাহার পর রঙ্গিয়ার কাপড়ের ভিতর টাকা খুঁজিতে থাকে। না পাইয়া উমিচাঁদের পিছনে ছুটিতে থাকে। তাহাকে ধরিতে পারিলে দুইটা খুনের জায়গায় তিনটা হইত। আর একটা বদ্‌মাইস পৃথিবীতে কম পড়িত।"

"কথাটা খুব সম্ভব বটে; কিন্তু এই লোকটা কে, আপনি মনে করেন? টাকার লোভে কে এমন ভয়ানক দুই-দুইটা খুন করিল?"

"টাকার জন্য প্রত্যহ এমন অনেক হইতেছে।"

"পৃথিবীতে এমন লোকও জন্মায়? আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন?"

"আপনি কাহাকে করেন?"

"আমি ত কাহাকেও ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনি কি কাহাকেও সন্দেহ করেন?"

"হাঁ, ললিতাপ্রসাদকে।"

নগেন্দ্রনাথ অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ললিতাপ্রসাদ! তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ কি?"

"কারণ অনেক আছে। আমি আপনাকে বলিতেছি, আজ রাত্রে

ললিতাপ্রসাদ ধরা পড়িবে—কাল সে জেলে যাইবে, এক মাসের মধ্যে তাহার ফাঁসী হইবে।”

নগেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। অক্ষয়কুমারের এ সকল দেখিয়া দেখিয়া হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছিল, তিনি অতি গম্ভীরভাবে এ সকল আলোচনা করিতে পারিতেন। নগেন্দ্রনাথের এই প্রথম। তিনি বলিলেন, “আপনার ললিতাপ্রসাদকে সন্দেহ করিবার কারণ কি?”

অক্ষয়কুমার বলিলেন, “আমি এই ছোক্‌রা সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্ধান লইয়াছি। এ যেরূপ দেখায় সেরূপ নহে—বাহিরে খুব ভাল মানুষের মত থাকে, ভিতরে ভিতরে মদ, জুয়া, মেয়েমানুষ আছে, আর দুই হাতে টাকাও উড়ায়। সম্প্রতি ইহার টাকার নিতান্ত দরকার হইয়াছিল, এরূপ অবস্থায় মানুষ সব করে।”

“কিন্তু হুজুরীমলের কাছে যে সে রাত্রে টাকা ছিল, তাহা সে কিরূপে জানিবে?”

“গঙ্গার অনুগ্রহে।”

“কেন?”

“কেন? গঙ্গার সঙ্গে তাহার গুপ্তপ্রণয় আছে। যদি গঙ্গা কাহাকেও একটু ভালবাসে, তাহা হইলে ললিতাপ্রসাদকেই বাসে। সে জানিত, ললিতাপ্রসাদ হুজুরীমলকে সে রাত্রে কি করিবে—তাহাই ভয়ে নিজে না গিয়া রঙ্গিয়াকে পাঠাইয়াছিল।”

“আপনার কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম।”

“স্তম্ভিত হইবার কিছুই নাই। প্রত্যহ এরূপ হইতেছে।”

নগেন্দ্রনাথের প্রকৃতই সংসারের—মানুষমাত্রেরই উপর ঘোর বীতরাগ জন্মিল। সন্ধ্যার সময়ে আসিবেন বলিয়া তিনি গৃহাভিমুখে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণচিত্তে চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অনিচ্ছাসত্বেও নগেন্দ্রনাথ এই খুনের বিষয় মনে মনে আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যেদিন হইতে এই খুন হইয়াছে, সেইদিন হইতে তাঁহার আহার নিদ্রা গিয়াছে—তাঁহার লেখা পড়া বন্ধ হইয়াছে; তিনি দিন রাত্রি এই বিষয় লইয়াই আলোচনা করেন। তিনিও দুই-তিনখানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু এরূপ রহস্যপূর্ণ একখানাও লিখিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিলেন, এই পর্য্যন্ত লিখিয়া যদি কেহ তাঁহাকে এই উপন্যাসের উপসংহার লিখিতে বলে, তাহা হইলেই চক্ষুঃস্থির। কিরূপভাবে উপসংহার করিলে ইহা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, কল্পনা-রাজ্যে তেমন কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। এ খুনের রহস্য যে কখন প্রকাশ পাইবে, সে বিষয়ে তিনি হতাশ হইয়াছিলেন।

অদ্য রাত্রে খুনী নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে, অক্ষয়কুমার সে বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু নগেন্দ্রনাথ এই কয়দিনে দেখিয়াছেন যে, তিনি খুব বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভ হইয়াও প্রতিপদে বিলক্ষণ ভুল করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুমান একটাও সত্য হয় নাই। তিনি যখন যেটা ঠিক মনে করিয়াছেন, পরে দেখা গিয়াছে, সেটা ঠিক নহে—তাঁহার ভুল হইয়াছে।

অদ্যও তিনি বলিতেছেন যে, খুনীই উমিচাঁদকে পত্র লিখিয়াছে, খুনীই উমিচাঁদের সহিত দেখা করিতে আসিবে; কিন্তু

যে দুই-দুইটা খুন করিয়া এতদিন সকলের চোখে ধূলি দিয়া নিরাপদে আছে, সে কি সহসা এমনই উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, উমিচাঁদের সহিত এরূপভাবে দেখা করিতে প্রস্তুত হইবে ? তাহার কি ধরা পড়িবার ভয় নাই ? টাকার লোভে উমিচাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে পারে, কিন্তু উমিচাঁদ যে তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারে, এ বিষয় কি সে একবারও মনে করে নাই ? তবে ইহাও সম্ভব যে, সে ভাবিতে পারে উমিচাঁদ নিজের প্রাণের ভয়ে এ কথা প্রকাশ করিবে না। তাহার সহিত টাকার একটা অংশ করিয়া লইলে সে পরে নিজের রক্ষার জন্যই এ কথা গোপন করিবে। আর যদি ললিতাপ্রসাদই খুনী হয়, তবে সে ভাবিয়াছে, উমিচাঁদ কখনই তাহার বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিবে না—তাহা হইলে সে অনায়াসেই উমিচাঁদকে খুনী বলিয়া ধরাইয়া দিতে পারিবে। এ লোক যে-ই হউক, সে জানে না যে, উমিচাঁদ অনুতাপের জন্যই হউক, আর ভয়েই হউক, টাকা গুরুগোবিন্দ সিংকে ফেরৎ দিয়াছে, তাহার নিকটে টাকা নাই। তাহার নিকটে টাকা নাই জানিলে সে কখনও তাহার সহিত এরূপভাবে দেখা করিতে চাহিত না। আর এ সমস্তই উমিচাঁদের চাতুরীও হইতে পারে। উমিচাঁদ এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছে, সমস্তই মিথ্যা—তাহার একটা কথাও সত্য নহে। কেবল অক্ষয় বাবুর চোখে ধূলি দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। লোকটা যে ঘোরতর বদ্‌মাইস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, সম্ভবতঃ বেটা নিজেই বা কোন গুণ্ডা দিয়া টাকার লোভে হুজুরীমলকে খুন করিয়াছিল, কারণ সে হুজুরীমলের সকল কথাই জানিত। তাহার পর রঙ্গিয়া হুজুরীমলকে খুন হইতে দেখিয়াছিল ; সে স্ত্রীলোক, পাছে কোন সময়ে এ কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে—সেই ভয়ে তাহাকেও খুন করিয়াছিল। আমাদের সম্মুখে সে যাহা বলিয়াছে, তাহা গল্পমাত্র—সকলই মিথ্যা। এ চিঠীও

তাহারই চাতুরী, আজ যে এই রাত্রে বীডন গার্ডেনের ব্যাপার ঘটাইয়াছে, ইহাও তাহারই সৃষ্টি। অক্ষয়কুমার সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত যে যে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হইয়াছেন, তাহার একটাও সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয় নাই। সম্ভবতঃ আজও সেইরূপ হইবে। এত-দিন কাটিয়া গেল, কই তিনি এ খুনের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সমস্ত দিবস নগেন্দ্রনাথ গৃহে বসিয়া, কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া এই খুন সম্বন্ধেই আলোচনা করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে একটা স্থির-সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আজ ইহার একটা শেষ যাহা হয় কিছু হইলে আমি রক্ষা পাই। ডিটেক্‌টিভগিরির সাধ আমার একেবারে মিটিয়া গিয়াছে। ইহাপেক্ষা মনে মনে গড়িয়া লইয়া কল্পনার সাহায্যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখাই সহস্রগুণে ভাল। প্রকৃত ঘটনায় অনেক বিড়ম্বনা।"

সন্ধ্যার একটু পরেই আহারাদি শেষ করিয়া নগেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে অক্ষয়কুমার আহারাদি করিতে গমন করিলেন।

রাত্রি দশটার সময়ে তাঁহারা উভয়ে বীডন-গার্ডেনের দিকে চলিলেন। অক্ষয়কুমার দুইজন বলবান্ কনেষ্টবল সঙ্গে লইলেন। তাহারা পুলিসের পোষাক না পরিয়া ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করিয়া চলিলেন। অক্ষয়-কুমার পকেটে একটা পিস্তল রাখিয়া বলিলেন, "সাবধানে বিনাশ নাই—অপঘাত মৃত্যুটা ভাল নয়।"

দশম পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময়ে তাঁহারা সকলে বীডন-গার্ডেনের নিকটে আসিলেন। তখনও রাস্তায় বহু লোক চলাচল করিতেছে—বাগানের মধ্যেও অনেক লোক হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছে।

এত লোকের চলাচল দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় লোকটা এমন প্রকাশ্য স্থানে উমিচাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছে।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাহাতেই বোঝা যায় যে, লোকটা খুব চালাক, যত প্রকাশ্য স্থান—ততই সন্দেহ কম।"

"আপনি ঠিক বলিয়াছেন।"

"প্রায়ই ঠিক বলি।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই।"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "মানুষের ভুল ভ্রান্তি আছেই—আমাদের বন্ধুটি কই ?"

নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ বন্ধু ?"

অক্ষয়কুমার আবার হাসিলেন। বলিলেন, "এটাও আবার বুঝাইতে হইবে ? উমিচাঁদ—আমাদের প্রাণের বন্ধু উমিচাঁদ। তাহার মনে এমন একটা অনুতাপ উপস্থিত না হইলে আমাদের আজ খুনী ধরার কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

"আপনি কি নিশ্চিত মনে করিতেছেন,আজ খুনীই এখানে আসিবে ?"

"নিশ্চয়ই।"

তাঁহারা বাগানের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আসিলেন। দেখিলেন, সেখানে তত লোক নাই—দুই-একটি লোকমাত্র সেদিকে বেড়াইতেছে।

বাগানের কোণে একখানা বেঞ্চি আছে। বেঞ্চিখানি খালি—তাহাতে কেহ বসিয়া নাই। ঐ বেঞ্চির পশ্চাতে একটা ঝোপ, ঝোপের পরেই রাস্তা, রাস্তার পর আবার একটা ঝোপ।

"এই উপযুক্ত স্থান," বলিয়া অক্ষয়কুমার সঙ্গীদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। ক্রমে অন্য লোকের অলক্ষ্যে তাঁহারা একে একে ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।

কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, তখনও উমিচাঁদ আসে নাই, প্রায় এগারটা বাজে। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন, উমিচাঁদ ধীরে ধীরে সেইদিকে আসিতেছে।

যেখানে ঝোপের মধ্যে অক্ষয়কুমার প্রভৃতি লুকাইয়াছিলেন, উমিচাঁদ সেইদিকে আসিল। একবার চারিদিকে চাহিল; বোধ হয়, অক্ষয়কুমারকে না দেখিয়া যেন ভীত হইল—সে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা ঝোপের ভিতর হইতে একটা শব্দ হইল। উমিচাঁদ দাঁড়াইল। বুঝিতে পারিল, অক্ষয়কুমার নিকটেই আছেন। উমিচাঁদ সেইখানে পদচারণ করিতে লাগিল।

তাঁহারা যে নিকটেই আছেন, ইহা উমিচাঁদকে জানাইবার জন্য অক্ষয়কুমার তাহাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, ঝোপের ভিতর একটা শব্দ হইলেই জানিবে, আমরা নিকটেই আছি।

ঝোপের ভিতর নিঃশব্দে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। মশকে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে স্বচ্ছন্দে দংশন আরম্ভ করিয়াছে—

নীরবে তাহা সহ্য করিতে হইতেছে। বাহিরে উমিচাঁদ সুখে সুশীতল বাতাসে গম্ভীরভাবে পদচারণ করিতেছে। অক্ষয়কুমার তখন আর থাকিতে পারিলেন না, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "জীবনে কত দুঃখই আছে। মশায় খেয়ে ফেলিল, আর বেটা রাজপুত্রের মত তোফা বেড়াচ্ছেন—আঃ! সে বেটার যে এখনও দেখা নাই।"

এইরূপে আরও কিছুক্ষণ উত্তীর্ণ হইল। অদূরে মল্লিকদের ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। চমকিত হইয়া উমিচাঁদ দাঁড়াইল, চারিদিকে চাহিল। এগারটা বাজিতে শুনিয়া অনেকে বাগান হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল; ক্রমে বাগানের ভিতরস্থ জনতার অনেক হ্রাস হইয়া আসিল। উমিচাঁদ চারিদিকে চাহিতে লাগিল; কিন্তু কোন লোক তাহার নিকটে আসিল না। সে কি করিবে না-করিবে ভাবিতেছে, এই সময়ে সহসা একটী লোক ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার হাতে একটী চুরুট। সে উমিচাঁদের নিকটস্থ হইয়া বলিল, "মহাশয়ের কাছে দিয়াশলাই আছে? চুরুটটা ধরাইয়া লইব।"

উমিচাঁদ তাহাকে দিয়াশলাই দিল। ধীরে ধীরে দিয়াশলাই জ্বালাইয়া চুরুট ধরাইতে লাগিলেন। সেই আলোকে উমিচাঁদ দেখিল যে, এই ভদ্রলোকের লম্বা কাল দাড়ী আছে। সে মুহূর্ত্তমাত্র খুনের রাত্রে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছিল, কিন্তু সে সে দাড়ী ভুলে নাই।

তাহার হৃদয় অত্যন্ত দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই লোকই তাহার চোখের উপর রঙ্গিয়াকে খুন করিয়াছিল। আজ আবার এই রাত্রে তাহারই সম্মুখে সেই খুনী দণ্ডায়মান।

একাদশ পরিচ্ছেদ

উমিচাঁদের গলা শুকাইয়া গিয়াছিল—তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। সেই ব্যক্তি চুরুটটা ধরাইয়া গম্ভীরভাবে টানিতে টানিতে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা উমিচাঁদকে ফেরৎ দিল।

সে যেন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তৎপরে উমিচাঁদের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমার পত্র পাইয়াছিলেন?" বলিয়া চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিল।

উমিচাঁদও সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, সেইজন্য আসিয়াছি। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন কেন?"

লোকটা বলিল, "বলিতেছি, আসুন, ঐ বেঞ্চিতে বসা যাক্।"

এই বলিয়া সে বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। পরে উমিচাঁদ বলিল, "বসুন।"

এবার অক্ষয়কুমার প্রভৃতি ঝোপের মধ্য হইতে লোকটার মুখ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাহাকে যে তাঁহারা কখনও দেখিয়াছেন, তাহা বলিয়া বোধ হইল না। তবে যে কালো দাড়ীর কথা গাড়োয়ান বলিয়াছিল, উমিচাঁদও দেখিয়াছিল, তাঁহারা দেখিলেন, এই লোকটার সেই রকমই লম্বা কালো দাড়ী আছে।

যাহা হউক, লোকটা বসিতে বলিলে উমিচাঁদ স্পষ্টতই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে বসিল। তিনি লোকটার নিকট হইতে একটু দূরে বসিল। একবার সভয়ে চারিদিকে চাহিল; তাহার সে সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনা

করা নিষ্প্রয়োজন। রঙ্গিয়ার খুনের রাত্রের সেই উদ্যত ছোরার কথা ঘন ঘন তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

উমিচাঁদ অতি মৃদুস্বরে বলিল, "এখানটা বড় প্রকাশ্য স্থান নয়?"

লোকটী বলিল, "না, প্রকাশ্য স্থানেই ভাল। আমরা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, ইহাতে আমাদের কে সন্দেহ করে?"

উমিচাঁদ কোন কথা কহিল না। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, "এখন কাজের কথা হউক।"

"কি বলুন।"

"সেই টাকাগুলি আমি চাই।"

"কো—ন্—টা—কা?"

"তুমি বেশ জান। রঙ্গিয়া যে টাকা তোমাকে দিয়াছিল।"

"সে—সে—খুন হইয়াছে।"

"গোল করিয়ো না, তাহা হইলে তোমারও সেই অবস্থা হইবে—আমি টাকা চাই।"

"সে—সে—সে টাকা আমার কাছে নাই।"

"চালাকী করিয়ো না। রঙ্গিয়া সে টাকা তোমায় দিয়াছিল—সে টাকা তোমার কাছে আছে—সে টাকা আমার চাই-ই।"

উমিচাঁদ সভয়ে চারিদিকে চাহিল; এবং এক মুহূর্ত্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে জড়িতকণ্ঠে বলিল, "সে টাকা—আমার কাছে—নাই।"

লোকটী দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমার সঙ্গে বদ্‌মাইসী চলিবে না।"

এবার উমিচাঁদ সাহস করিয়া বলিল, "যদি না দিই?"

লোকটা বিকটস্বরে হাসিল। বলিল, "তাহা হইলে তুমিই খুন করিয়াছ বলিয়া সকলকে প্রকাশ করিয়া দিব।"

উমিচাঁদ এই কথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। ক্ষণপরে বলিয়া উঠিল, "আমি খুন করিয়াছি? আমি স্বচক্ষে তোমার ছুরিতে রঙ্গিয়াকে খুন হইতে দেখিয়াছি। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ?"

লোকটা পুনরপি বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি সে কথা অস্বীকার করিতে চাহি না—প্রয়োজন হয়, আরও তুই-চারিটা করিব। যদিও আমি খুনী, তুমি আমার কি করিবে? তুমি আমাকে চেন না—জান না আমি কে; পরেও কখন জানিতে পারিবে না। ভাল চাও যদি, টাকা দাও, তা না হলে তোমাকেও খুন করিব। আমি সহজ লোক নই।"

এই সময়ে সহসা ঝোপের মধ্যে শব্দ হইল। লোকটা চমকিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, চারিজন লোক লম্ফ দিয়া নিকটস্থ হইল। উমিচাঁদ তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল, সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু নিজে পলাইতে পারিল না। সে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিতেছিল। এদিকে অক্ষয়কুমার সদলে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। বহু আয়াসে শেষে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তখন অক্ষয়কুমার বলিলেন, "নগেন্দ্র বাবু, লণ্ঠনটা খুলুন দেখি। দেখি, এ মহাপ্রভু কে?"

নগেন্দ্রনাথের কাছে পুলিস-লণ্ঠন ছিল; তিনি উহার চাকা ঘুরাইয়া লণ্ঠনের আলোকে লোকটার মুখ দেখিয়া বলিলেন, "চিনি না।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এখনই চিনিবেন। না হয় ত আমার নাম অক্ষয়ই নয়।" বলিয়া তিনি সেই ব্যক্তির দাড়ী ধরিয়া সজোরে টান দিলেন। অক্ষয়কুমারের হাতে দাড়ী খুলিয়া আসিল, নগেন্দ্রনাথের লণ্ঠনের আলো তাহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, তখন সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ—এ কে!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তখন সেই ব্যক্তি বলিল, "যখন নিজ মূর্খতায় ধরা পড়িয়াছি, তখন পলাইব না ; আমাকে উঠিয়া বসিতে দাও।"

দুইজন মহা বলবান্ কনেষ্টবল তাহার বুকের উপরে বসিয়াছিল। অক্ষয়কুমার স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ জীবনে এরূপ বিস্মিত আর কখনও হন নাই। তাঁহারা যাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করেন নাই, সেই ব্যক্তি এই ভয়াবহ দুই খুন করিয়াছে। নগেন্দ্র-নাথের কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল।

অক্ষয়কুমারের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। তবে তিনি পুলিসের লোক, শীঘ্রই আত্মসংযম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে লোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মহাশয়ের বিশেষ বাহাদুরী আছে, এ কথা এই অক্ষয়চন্দ্র দু হাজারবার স্বীকার করে।"

লোকটী বলিল, "টাকার লোভেই আমার এ দশা হইল, টাকার অভাবে পড়িয়াই এ কাজ করিয়াছিলাম—টাকার লোভে পড়িয়াই ধরা পড়িলাম ; নতুবা আমাকে তোমরা কিছুতেই ধরিতে পারিতে না।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "কতকটা স্বীকার করি।"

ব্যাপার দেখিয়া নগেন্দ্রনাথের এতক্ষণ কথা সরে নাই। তিনি বলি-লেন, "যমুনাদাস, তোমার এই কাজ!"

যমুনাদাস কেবলমাত্র বিকট হাস্য করিল। ঘৃণায় দুঃখে ক্রোধে নগেন্দ্র-নাথ মুখ অন্যদিকে ফিরাইলেন।

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "এতদিনে আমি হার মানিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আমি কখনও তোমাকে সন্দেহ করি নাই।"

যমুনাদাস কোন কথা কহিল না; আবার সেইরূপ বিকট হাস্য করিল।

নগেন্দ্রনাথ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নারকী, তোমার লজ্জা হইতেছে না, তুমি আবার হাসিতেছ।"

নগেন্দ্রনাথের রাগ দেখিয়া অক্ষয়কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বন্ধুর এ দশা দেখিয়া রাগ করিয়া কি লাভ?"

নগেন্দ্রনাথ ক্রোধে অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধু? ও কোন কালে আমার বন্ধু নয়—এক সময়ে ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়িয়াছিলাম, এইমাত্র।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "যাহাই হউক, বন্ধুবর যমুনাদাস! আপনার যদি আমাদের কাছে আপন কাহিনী বলিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বলিলে বিশেষ বাধিত হইব। তবে ইহাও আপনাকে আমার পূর্ব্বেই বলা কর্ত্তব্য যে, আপনি আমার সম্মুখে এখন যাহা বলিবেন, তাহা আপনার বিরুদ্ধে যাইবে; সুতরাং বলা-না-বলা সে আপনার অভিরুচি।"

যমুনাদাস কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "আমি খুন করিয়াছি, কে বলিল? ভদ্রলোকের উপর এইরূপ অত্যাচার করিলে কি হয়, তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে।"

নগেন্দ্রনাথ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আবার মিথ্যাকথা!"

অক্ষয়কুমার তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিয়া উমিচাঁদকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহাশয়, একটু পূর্ব্বে আমাদের এই পাঁচ মূর্ত্তির সম্মুখে খুন স্বীকার করিয়াছেন।"

যমুনাদাস ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমি কিছুই স্বীকার করি নাই—মিথ্যা কথা। তোমরা ঘুস্ পাইবার আশায় আমার উপর এই অত্যাচার করিতেছ, ইহার প্রতিফল পাইবে।"

ক্রোধে নগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া বাক্যস্ফুরণ হইল না। অক্ষয়কুমার মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "তবে থানায় চলুন, দিন কত এখন মহারাণীর রাজপ্রাসাদে বাস করুন; পরে ভবিতব্য কে খণ্ডায়—আপনাদের মত মহাত্মাগণের জন্যই ফাঁসী-কাষ্ঠের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে বোধ হয়, আপনার ন্যায় আর একটীও এ পর্য্যন্ত ফাঁসী যায় নাই। রাম সিং, বাবুকে বালা পরাইয়া লইয়া চল।"

রাম সিং হুকুম পাইবামাত্র যমুনাদাসের হাতে হাতকড়ী লাগাইয়া দিল। এবং দুই-একটা মধুরতর সম্পর্ক পাতাইয়া, দুই-একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। রাম সিং ও আর একজন পুলিসের কর্ম্মচারী চাঁদর দিয়া যমুনাদাসের দুই বাহু বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল। যমুনাদাস কোন কথা কহিল না।

কিয়দ্দূর আসিয়া অক্ষয়কুমার যমুনাদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যমুনাদাস বাবু, পূর্ব্বে আর কয়টা এরূপ সরাইয়াছেন?"

যমুনাদাস কোন উত্তর না দিয়া তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "বাপু, জেলে দু-চারবার না গেলে অমন চোখের কায়দা হয় না। মহাশয়ের কয়বার জেলের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে? না বলেন, উত্তম। সে কার্য্য আমরা সহজেই করিতে পারিব। এটায় একটু কষ্ট দিয়াছেন, স্বীকার করি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যমুনাদাসের বিচারকালে যে সকল ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে আমরা বলিব।

যমুনাদাসের পিতা একজন ধনী বণিক ছিলেন। যথন যমুনাদাসের বয়স পঁচিশ বৎসর, সেই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তথন হইতে যমুনাদাস কুসঙ্গে মিলিত হয়। এবং এক বৎসরের মধ্যে তাহার পিতার সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দেয়। তথন নানা জাল জুয়াচুরি করিয়া শেষে এ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। সেই পর্য্যন্ত আর পাঁচ-ছয় বৎসর সে এ দেশে আসে নাই। কেহ তাহার সংবাদ বলিতে পারিত না। নানা স্থানে নানা নাম লইয়া নানা জুয়াচুরি করিয়া বাবুগিরি চালাইত।

এইরূপে জুয়াচুরির জন্য আগ্রায় তাহার তিন মাস জেল হয়। জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সে আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল; কিন্তু আবার ধরা পড়িল। সেইবার তাহার এক বৎসর জেল হইল।

কিন্তু ইহাতেও তাহার শিক্ষা হইল না। কিছুদিন পরে সে আবার তিন বৎসরের জন্য জেলে প্রেরিত হইল।

জেল হইতে বাহির হইয়া সে লাহোরে যায়। সেথানেও সেই জুয়াচুরী। এই সময়ে লাহোরে তাহার সহিত গঙ্গার আলাপ হয়—সমানে সমানে মিলিল। গঙ্গার সহিত তাহার অবৈধ প্রণয় জন্মিল, বিবাহের কথাও হইল।

গঙ্গার মা-বাপ ছিল না। হুজুরীমলের শ্বশুর তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহার স্বভাব যে কিরূপ তাহা তিনি জানিতেন না।

যমুনাদাস পঞ্জাবে থাকিতে সিঁদুরমাখা শিবলিঙ্গের সম্প্রদায়ের কথা জানিতে পারে; দিন কয়েকের জন্য তাহাদের দলে মিশিয়া পড়ে; তাহাদের ঠকাইয়াও অনেক টাকা লইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক যে খুন করে, এ সর্ব্বৈব মিথ্যা—তাহারা একরূপ তান্ত্রিক প্রক্রিয়া গোপনে করিত এই মাত্র। এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াই এ কয়েকটা শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করে। লোককে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়ের সুবিধা হয় দেখিয়া যমুনাদাসই প্রকাশ করিয়া দেয় যে, এই সম্প্রদায় যাহার উপর ক্রুদ্ধ হয়, তাহাকে গোপনে খুন করে। সে নানা কৌশলে অনেকের মনে বিশ্বাসও জন্মাইয়াছিল; পরে সিঁদুরমাখা শিবের ভয় দেখাইয়া অনেকের নিকটেই টাকা আদায় করিয়াছিল।

এইরূপ নানা জুয়াচুরি করিয়া সে চালাইতেছিল। যখন গঙ্গা হুজুরীমলের স্ত্রীর নিকট যমুনার সঙ্গে আসিল, তখন যমুনাদাসও কলিকাতায় আসিল। পাঁচ-সাত বৎসর সে এ দেশে ছিল না, সুতরাং সকলেই তাহাকে এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার আর কোন ভয় করিবার কারণ ছিল না। এখানে আসিয়াও সে নিজের ব্যবসায় ভুলিল না। গঙ্গার সাহায্যে বৃদ্ধ হুজুরীমলকে ভুলাইয়া তাহার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে টাকা সংগ্রহ করিত। গঙ্গা ললিতাপ্রসাদের মাথা খাইয়াও তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছিল। তাহার নিকটেও অনেক টাকা আদায় করিতেছিল। এইরূপে উভয়ে খুব জোরে ব্যবসা চালাইতেছিল।

এইরূপ সময়ে হুজুরীমল সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ গুরুগোবিন্দ সিং আসিয়া তাহার নিকটে দশ হাজার টাকা

জমা রাখিল। বৃদ্ধ লম্পট জুয়ারী লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সেই টাকা লইয়া এ দেশ হইতে পলাইবার ইচ্ছা করিল।

কিন্তু সে প্রাণ ধরিয়া গঙ্গাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না, সে গঙ্গাকে এ প্রস্তাব করিল। দশ হাজার টাকা দিলে গঙ্গা তাহার সহিত পলাইতে স্বীকার করিল। বলাবাহুল্য যে, পূর্ব্বে এ বিষয়ে সে যমুনাদাসের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল।

তখন হুজুরীমল টাকা হস্তগত করিবার চেষ্টায় রহিল। সে সুকৌশলে ললিতাপ্রসাদকে দিয়া নোটগুলি বদলাইল। তৎপরে শিব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা গল্প বলিয়া সরলচিত্ত যমুনাকে ভুলাইয়া তাহারই দ্বারা সিন্দুক হইতে নোট সরাইল। এদিকে সব স্থির—রেল-টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হইল, গঙ্গাও তাহার সহিত যাইতে সম্মত হইয়াছে, মূর্খ বৃদ্ধ হুজুরীমল বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিল না যে, গঙ্গা কেবল তাহাকে ভুলাইয়া দশ হাজার টাকা হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে।

এই সময়ে এক মহা বিঘ্ন ঘটিল। গঙ্গা কোন কাজে কখনও ভয় করে নাই। আজ হুজুরীমলের সঙ্গে রাত্রে রাণীর গলিতে দেখা করিতে তাহার ভয় হইল। সে যাইতে অসম্মত হইল। যমুনাদাস বিপদে পড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যমুনাদাস গঙ্গার সহিত প্রায়ই গোপনে দেখা করিত। সে হুজুরী-মলের সকল কথাই তাহাকে বলিয়া দিল। যমুনা গঙ্গাকে বড় বিশ্বাস করিত; তাহার নিকটে সে কোন কথা গোপন করিত না। যমুনা যে সিন্দুক হইতে টাকা আনিয়া হুজুরীমলকে দিয়াছিল, তাহাও যমুনার মুখে গঙ্গা শুনিয়াছিল। সুতরাং এমন সুবিধা আর হয় না। দশ হাজার টাকা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। হুজুরীমলের নিকট হইতে এ টাকা ফাঁকী দিয়া লইলে কেহই তাহাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না।

সেইরূপই বন্দোবস্ত হইয়াছিল। গঙ্গা হুজুরীমলের সঙ্গে যাইবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। রাত্রি বারটার সময়ে গঙ্গা তাহার সহিত রাণীর গলিতে গোপনে দেখা করিবে। যমুনাদাস ছদ্মবেশে নিকটে লুকাইয়া থাকিবে। হুজুরীমল তাহার হাতে টাকা দিবামাত্র যমুনাদাস হঠাৎ তাহার হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়া পলাইবে। হুজুরীমল লোকলজ্জার ভয়ে, আর নিজে এইরূপভাবে ধরা পড়িবার ভয়ে কোন গোলযোগ করিতে পারিবে না। সে গঙ্গাকেও সন্দেহ করিতে পারিবে না। ভাবিবে বড়বাজারের কোন গুণ্ডা টাকা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

সকলই এইরূপ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু যে গঙ্গা গভীর রাত্রে গোপনে নানা স্থানে যাইত, সে আজ ভয় পাইল কেন, সে জানে না—একেবারে

যাইতে তাহার সাহস হইল না। যমুনাদাস গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহাকে গঙ্গা বলিল, "ভাই, আমার কেমন ভয় করিতেছে, আমি যাইতে পারিব না।"

গঙ্গা উপহাস করিতেছে ভাবিয়া যমুনাদাস হাসিয়া বলিল, "দশ হাজার টাকায় অনেকদিন বেশ চলিবে—কেমন গঙ্গা ?"

গঙ্গা বলিল, "ঠাট্টা নয়—যথার্থই আমি যাব না ; আমার কেমন ভয় করিতেছে।"

"সে কি ! তোমার ভয় ?"

"হাঁ, আমি যাইতে পারিব না।"

"সে কি কাজের কথা ! এমন সুযোগ আর হইবে না। দশ হাজার টাকা—সহজে মিলে না।"

"না, তুমি যতই বল না কেন, আমি যাইব না।"

"সে কি ? তবে উপায় ! ইচ্ছা করিয়া হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিবে ; দশ হাজার টাকা আর কি মিলিবে ?"

"ভয় নাই, আমি একটা মতলব স্থির করিয়াছি।"

"কি, শীঘ্র বল। তুমি যে আমাকে একেবারে হতাশ করিয়া দিয়াছ।"

"আমি স্থির করিয়াছি, আমার কাপড় পরাইয়া রঙ্গিয়াকে পাঠাইব। অন্ধকারে হুজুরীমল তাহাকে চিনিতে পারিবে না। আমাকে ভাবিয়া তাহার হাতে টাকা দিবে।"

"রঙ্গিয়া রাজি হইবে ?"

"হাঁ, সে আমার কথা খুব শুনে—তাহাকে সব বলিয়াছি।"

"অন্য লোককে এ সব কথা বলা কি ভাল হইয়াছে ?"

"টাকায় অনেকের মুখ বন্ধ হয়। আমি তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিব বলিয়াছি। দশ হাজার টাকা পাইলে পাঁচ শত দিতে আপত্তি কি ?

টাকা ঠিক পাওয়া যাইবে। অন্ধকারে আমার কাপড়-পরা রঙ্গিয়াকে দেখিয়া হুজুরীমল ভাবিবে আমিই গিয়াছি, কোন সন্দেহ করিবে না। টাকা তাহার হাতে দিবে। এখন তোমার কাজ তুমি কর।"

"আমি টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলাইলে তখন ত হুজুরীমল তাহাকে চিনিতে পারিবে ?"

"ক্ষতি কি, আমি তাহাকে পরে ঠিক করিয়া লইতে পারিব।"

নর-রাক্ষস যমুনাদাস হাসিয়া বলিল, "এ টাকা গেলে তাহাকে আর এ দেশে আসিতে হইবে না। সে হয় দেশ ছাড়িয়া পলাইবে—নতুবা আত্মহত্যা করিবে।"

গঙ্গা হাসিয়া বলিল, "তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি, বরং বুড়ো বদ্-মাইসের উপযুক্ত সাজা হইবে।"

"রঙ্গিয়া যাইতে রাজী হইয়াছে ত ?"

"বলিলাম কি ? পাঁচশো টাকা—কম নয়। ওর মত একটা গরীবের পাঁচশো টাকার লোভ সাম্‌লান সহজ নয়।"

"তবে সব ঠিক ?"

"সব ঠিক।"

"তুমি একখানি রত্ন, তোমায় না পাইলে আমার কি দশা হইত ?"

"আবার জেলে বাস করিতে।"

যমুনাদাস ভ্রূকুটি করিল। হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার মত রত্নলাভ অনেক পুণ্যের ফল।"

গঙ্গা কোন কথা না কহিয়া মুখ ফিরাইল। উভয়ে উভয়কে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিত; কেবল উভয়ে উভয়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভাণ দেখাইত মাত্র।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি আটটার সময়ে যমুনাদাস আসিয়া রঙ্গিয়াকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কলিকাতায় আসিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, রঙ্গিয়া পাঁচ শত টাকার লোভে গঙ্গার হইয়া হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে। তাহারা উমিচাঁদের ব্যাপার কিছুই জানিত না।

রঙ্গিয়া একাকিনী যাইবে মনে ভাবিয়াছিল; কিন্তু যমুনাদাস রঙ্গিয়াকে বিশ্বাস করিত না। রঙ্গিয়াকে বিশ্বাস করিবে কিরূপে? সে রঙ্গিয়াকে চোখের আড়াল হইতে দিল না।

রঙ্গিয়া বিপদে পড়িল। সে কিরূপে তাহাকে ফাঁকী দিবে, কিরূপে তাহার হাত এড়াইয়া টাকা উমিচাঁদকে দিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল; মনে মনে একটা উপায়ও স্থির করিয়া ফেলিল।

এদিকে যমুনাদাস কলিকাতায় আসিয়া রঙ্গিয়াকে একটা বাড়ীতে লইয়া গেল। তথায় তাহাকে বলিল, "রঙ্গিয়া! হুজুরীমল ভাল লোক নয়—তাহার কাছে তোমার গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। যদি সে কোনরূপে জানিতে পারে যে, গঙ্গা আসে নাই, অন্যকে পাঠাইয়াছে, তখন সে যে কি করিবে, তাহার ঠিকানা নাই। তোমাকে অনর্থক এত বিপদে ফেলিতে আমার ইচ্ছা নাই, তাই একটা মতলব স্থির করিয়াছি।"

রঙ্গিয়ার ভয় হইয়াছিল। সে যমুনাদাসকে ভালরূপেই জানিত—তাহার সহিত একাকী এই নির্জ্জন বাটীতে আসিতেই তাহার ভয় হইয়াছিল; কিন্তু সে তাহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কি করে—কোন

কথা কহিবার উপায় নাই। সে বুঝিয়াছিল যে, যমুনাদাস তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে, সুতরাং এখন ইতস্ততঃ করিলে তাহার সন্দেহ আরও বাড়িবে। যমুনাদাসকে বিশ্বাস নাই—সে তাহাকে অনায়াসে খুন করিতেও পারে। সে কেবলমাত্র বলিল, "বলুন, কি করিতে হইবে।"

যমুনাদাস বলিল, "আমি মনে করিয়াছি, আমি গঙ্গার কাপড় পরিয়া মেয়ে মানুষ সাজিয়া যাইব—তোমাকে পুরুষ বেশে লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া যমুনাদাস এক লম্বা কাল দাড়ী বাহির করিল। বলিল, "সাবধানে মার নাই; যদি কোন গোলযোগ হয়, তাহা হইলে পুলিসেও আমাদের ধরিতে পারিবে না—তুমি এই দাড়ী পরিয়া পুরুষ সাজিলে আর কেহ তোমাকে সন্দেহ করিতে পারিবে না। আমিও মেয়ে মানুষ সাজিলে পরে আমার উপরও কাহারও সন্দেহ হইবে না।"

রঙ্গিয়া যদিও এ সকল কিছুই পছন্দ করিতেছিল না; কিন্তু কি করে, উপায় নাই, সে অসম্মত হইলে যমুনাদাস তাহার উপর অত্যাচার করিবে—যমুনাদাস না পারে, এমন কাজ নাই।

সে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।"

যমুনাদাস হাসিয়া বলিল, "বেশ, ভাল কথা, একেই বলে লক্ষ্মী মেয়ে। প্রথমে তোমায় সাজাইয়া দিই।"

যমুনাদাস রঙ্গিয়াকে পুরুষবেশে সাজাইতে আরম্ভ করিল। তৎপরে তাহার মুখে সেই লম্বা কাল দাড়ী লাগাইয়া দিল। সে বেশে কাহারই সাধ্য ছিল না যে, রঙ্গিয়াকে চিনে?

তাহাকে সাজান শেষ হইলে যমুনাদাস গঙ্গার কাপড় পরিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিল। তাহার গোঁপদাড়ী ছিল না, ছদ্মবেশেও যমুনাদাস সিদ্ধ-হস্ত ছিল—কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটী যুবতী স্ত্রীলোকে পরিণত হইল।

তখন যমুনাদাস বলিল, "তুমি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়ো, আমি হুজুরীমলের সম্মুখে যাইব। সে আমাকে টাকা দিলে তোমায় আমি দিব। তুমি টাকা লইয়া সরিয়া গিয়া অন্ধকারে লুকাইয়ো।"

ঠিক বারটার সময়ে পুরুষ-বেশে রঙ্গিয়াও স্ত্রী-বেশে যমুনাদাস রাণীর গলিতে প্রবিষ্ট হইল। রঙ্গিয়াকে একটা পার্শ্ববর্ত্তী পড়োবাড়ীর অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়া, যমুনাদাস একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া হুজুরীমলের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তাহাদের অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। দশ মিনিট যাইতে-না-যাইতে দরওয়ানবেশে হুজুরীমল তথায় উপস্থিত হইল। এই গলির মধ্যে সরকারী আলো ছিল—তাহাও অতি দূরে দূরে; কাজেই গলির ভিতর খুব অন্ধকার।

হুজুরীমল সভয়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছিল। যমুনাদাস প্রকাণ্ড অবগুণ্ঠন টানিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। হুজুরীমল নিকটস্থ হইলে সে অগ্রসর হইল। সহসা অন্ধকারে তাহাকে দেখিয়া হুজুরীমল চকিতভাবে দাঁড়াইল। তৎপরে মৃদুস্বরে বলিল, "গঙ্গা, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি আসিবে না।"

যমুনাদাস মাথা নাড়িয়া হাত বাড়াইল। হুজুরীমল তাহার আরও নিকটস্থ হইল। প্রেমভরে বলিল, "এতদিনে বুঝিলাম, তুমি যথার্থই আমাকে ভালবাস। আমি দুখানা টিকিট কিনিয়াছি, চল আর এখানে দেরী করিবার আবশ্যক নাই—এ জায়গা ভাল নয়।"

যমুনাদাস কথা না কহিয়া আবার হাত বাড়াইল। এবার হুজুরীমলের সন্দেহ হইল, তৎপরে কয়েকপদ সরিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ না কেন? এখানে কেহ নাই, কিসের ভয়?"

হুজুরীমল সহসা যমুনাদাসের নিকটস্থ হইল। যমুনাদাস সরিয়া দাঁড়াইবার অবসর পাইল না। তাড়াতাড়ি হুজুরীমল তাহার অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিল; তাহার বিস্ময় চরমসীমায় উঠিল। চকিতভাবে হুজুরীমল বলিল, “একি! তুমি কে?”

যমুনাদাস দেখিল যে, আর লুকাইবার উপায় নাই, হুজুরীমল তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। পাছে সে চীৎকার করিয়া উঠে, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি হুজুরীমলের গলা টিপিয়া ধরিল। পরক্ষণে উভয়েই ভূতলশায়ী হইল।

হুজুরীমল বৃদ্ধ হইলেও তাহার দেহ বেশ সবল ছিল। বৃদ্ধ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। যমুনাদাস দক্ষিণহস্তে হুজুরীমলের কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া বাম হস্তে তাহার বুক-পকেট হইতে টাকা ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে উভয়ে মাটীতে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অবশেষে সহসা যমুনাদাস গলা ছাড়িয়া দিয়া নিমেষ মধ্যে বস্ত্র মধ্য হইতে একখানা সুদীর্ঘ ছোরা বাহির করিয়া হুজুরীমলের বুকে আমূল বসাইয়া দিল। হুজুরীমলের কণ্ঠ হইতে এক অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইল, সে গড়াইয়া পড়িল। তাহার পকেট হইতে নোটের তাড়া লইয়া নিজ বস্ত্রে বাঁধিয়া যমুনাদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। হুজুরীমল দৃঢ়রূপে যমুনাদাসের পরিহিত রঙ্গিন সাড়ীর একটা কোণ্ চাপিয়া ধরিয়াছিল, যমুনাদাস উঠিয়া জোর করিয়া কাপড়খানা টানিতে খানিকটা ছিঁড়িয়া হুজুরীমলের মুষ্টিমধ্যে রহিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দূর হইতে রঙ্গিয়া সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিল। তাহার কণ্ঠরোধ হইল, এবং সে ভয়ে অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যমুনাদাস তাহার নিকটে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আয়।"

রঙ্গিয়া দেখিল, অন্ধকারে তাহার চক্ষু নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাহার হস্ত রক্তে রঞ্জিত, সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "কি করিলে?"

রুষ্ট হইয়া গর্জ্জিয়া যমুনাদাস বলিল, "আয়।"

তবুও রঙ্গিয়া সেখান হইতে নড়ে না দেখিয়া যমুনাদাস তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। এক স্থানে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। উভয়ে সেই গাড়ীতে আসিয়া উঠিয়া কোচম্যানকে হাবড়া ষ্টেশনে যাইতে বলিল। গাড়ী চলিল।

তখন যমুনাদাস রঙ্গিয়ার দাড়ী খুলিয়া লইয়া নিজে পরিল। রঙ্গিয়াকে পরিহিত কোণ-ছেঁড়া সাড়ীখানা ছাড়িয়া দিল। বলিল, "পর।" রঙ্গিয়া নীরবে পরিল। ভয়ে রঙ্গিয়ার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল; সে ভয়ে একটা কথাও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করিল না।

যমুনাদাস রঙ্গিয়ার কাণের কাছে মুখ লইয়া শাসাইয়া কহিল, "যদি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ কর, তবে তোমারও দশা হজুরীমলের মত করিব।"

এই বলিয়া যমুনাদাস সেই রক্তাক্ত ছোরা তাহার বুকের নিকট ধরিল। রঙ্গিয়া ভয়ে চক্ষু মুদিত করিল—তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

হাবড়ায় আসিয়া যমুনাদাস কোচম্যানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া রঙ্গিয়াকে বলিল, "যা, এখনই চন্দননগরে চলে যা। গঙ্গা জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্, হুজুরীমল আসে নাই। অন্য কথা সব আমি নিজে গিয়া বলিব।"

এই বলিয়া যমুনাদাস মুহূর্ত্ত মধ্যে তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

রঙ্গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যমুনাদাস চলিয়া যাওয়ায় তাহার হৃদয়ে সাহস দেখা দিল। অঞ্চল ভারি বোধ হওয়াতে হাত দিয়া দেখিল, তাহাতে কি বাঁধা আছে। সে খুলিয়া দেখিল, এক তাড়া নোট। সে তখনই বুঝিল, কাপড় বদ্‌লাইবার সময়ে যমুনাদাস তাড়াতাড়িতে নোট ভুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

সে তীরবেগে কলিকাতার দিকে ছুটিল। সৌভাগ্যের বিষয় তখন পথে লোক ছিল না, নতুবা তাহাকে পাগল বলিয়া ধরিত। গঙ্গার ধারে উমিচাঁদ তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে, এইরূপ কথা ছিল। সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া সেইদিকে চলিল।

তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া উমিচাঁদ সত্বর পদে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। সে তাহার হাতে নোটের তাড়া দিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে—হুজুরীমল খুন!"

সহসা কে আসিয়া রঙ্গিয়াকে আক্রমণ করিল। রঙ্গিয়া পড়িয়া গেল—লোকটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল। উমিচাঁদ দেখিল, এক শাণিত ছোরা শূন্যে উত্থিত হইল। সে আর কিছু দেখিল না—দেখিতে সাহস হইল না, প্রাণভয়ে ছুটিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

যমুনাদাস কিছুদূর গিয়াই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল, সে নোটের তাড়া কাপড়ে বাঁধিয়াছিল। কাপড় যখন রঙ্গিয়াকে পরিবার

সহসা কে আসিয়া রঙ্গিয়াকে আক্রমণ করিল।

[হত্যা-রহস্য—১৭৪ পৃষ্ঠা।

জন্য দিয়াছিল, তখন তাড়াতাড়িতে সে নোট খুলিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

রঙ্গিয়াকে ষ্টেশন ছাড়িয়া আসিবামাত্র তাহার নোটের কথা মনে পড়িল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় রঙ্গিয়ার অনুসন্ধানে ছুটিল। যেখানে সে রঙ্গিয়াকে ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল, রঙ্গিয়া নাই। সে তাহার জন্য চারিদিকে পাগলের ন্যায় ছুটিল।

সহসা সে দেখিল, রঙ্গিয়া দূরে ছুটিয়া যাইতেছে—দেখিয়াই ছুটিল। রঙ্গিয়া উমিচাঁদের সহিত দেখা করিতে-না-করিতে যমুনাদাস আসিয়া তাহার উপর পড়িল।

যমুনাদাস এখন উন্মত্ত—হিতাহিত বিবেচনাশূন্য। সে উমিচাঁদকে দেখিয়া ভাবিল, রঙ্গিয়া তাহা হইলে এই লোকটাকে হুজুরীমলের খুনের কথাই বলিতেছে—সে রঙ্গিয়ার পৃষ্ঠে আমূল ছোরা বসাইল। ছোরা বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। উমিচাঁদ একবার অব্যক্ত চীৎকার করিয়া সশঙ্কভাবে দশ হাত তফাতে হটিয়া গেল, এবং তখনই ছুটিয়া পলাইল। যমুনাদাস দ্রুত হস্তে রঙ্গিয়ার ভূলুণ্ঠিত দেহ অনুসন্ধান করিয়া নোট না পাইয়া উমিচাঁদের পশ্চাতে ছুটিতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া দাঁড়াইল। রঙ্গিয়ার দেহ জলে ভাসাইয়া দিবার জন্য টানিয়া লইয়া চলিল। এমন সময়ে দূরে পদশব্দ শুনিয়া রঙ্গিয়াকে সেইখানে ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

উমিচাঁদের সৌভাগ্য—যমুনাদাস তাহাকে চিনিতে পারে নাই। আরও সৌভাগ্য যে, সে তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পর দিবস প্রাতে যমুনাদাস বাড়ীর বাহির হইয়া, পুলিস এ সম্বন্ধে কি করিতেছে, তাহাই সন্ধান লইতে আরম্ভ করিল। জানিলে যে, পুলিস লাস লইয়া গিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত লাস সেনাক্ত হয় নাই। সে জানিত, কেহই তাহাকে সন্দেহ করিবে না। যে লোকটা রঙ্গিয়ার নিকট হইতে পলাইয়াছিল, সে তাহাকে দেখে নাই—দেখিলেও ভাল করিয়া দেখে নাই। বিশেষতঃ তাহাকে চিনিবার তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাহার ছদ্মবেশ ছিল; বিশেষতঃ তাহার সেই লম্বা কালো দাড়ী। এক রাত্রে এক সময়ে ছুইটা খুন করিয়া বোধ হয়, যমুনাদাস ভিন্ন অপর কেহ এরূপ নিশ্চিন্তভাবে বেড়াইতে পারিত না। তাহাকে দেখিলে কেহই বুঝিতে পারিত না যে, এই লোক এই ভয়াবহ কাণ্ড করিয়াছে।

গঙ্গাকে সকল কথা বলা যমুনাদাস নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিল। সে জানিত, পুলিস দুই-একদিনের মধ্যেই কে খুন হইয়াছে, জানিতে পারিবে; তখন তাহারা হুজুরীমলের বাড়ী যাইবে—গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতিকে জেরা করিবে। হুজুরীমলের স্ত্রী বা যমুনা কিছুই জানে না; রঙ্গিয়া যদিও জানিত, সে আর এ পৃথিবীতে নাই। একমাত্র গঙ্গা—তা যমুনাদাস তাহাকে বেশ জানিত যে, পুলিস সহজে তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিবে না; তবুও তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

রঙ্গিয়া ও তাহার উভয়ের জন্যই গঙ্গা উদ্বিগ্ন থাকিবে, তাহার নিকটে এ ব্যাপার গোপন করা ঠিক নহে। কি জানি, যদি এ অবস্থায় সে নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া কোন কথা পুলিসকে বলিয়া ফেলে? এই সকল ভাবিয়া যমুনাদাস চন্দননগরে গিয়া গোপনে গঙ্গাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। অন্য স্ত্রীলোক হইলে বোধ হয়, ভয়েই অস্থির হইত; কিন্তু গঙ্গা পরম নিশ্চিন্ত মনে হাসিয়া বলিল, "শেষে বুড়োর এই দশা হইল?"

যমুনাদাসও গঙ্গার এই নির্ম্মমভাবে যেন কিছু লজ্জিত হইল। বলিল, "যথার্থই তাহাকে খুন করিবার ইচ্ছা ছিল না; সে আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না—কি করি?"

গঙ্গা বলিল, "যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপায় নাই। রঙ্গিয়াকে ও রকম না করিলেই, ভাল ছিল।"

"সে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিত। বোধ হয়, যে লোকটার সঙ্গে সে কথা কহিতেছিল, তাহাকে বলিয়াছিল।"

"সে কে?"

"কেমন করিয়া জানিব? তাহাকে দেখিবার অবকাশ পাই নাই। নিশ্চয়ই রঙ্গিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। তাহার সঙ্গে সেই রাত্রে এইখানে দেখা করিবার নিশ্চয়ই কথা ছিল; নতুবা অত রাত্রে সে সেখানে থাকিবে কেন? আগে হইতে বন্দোবস্ত ছিল।"

"সে ত আমাকে কিছু বলে নাই।"

"আমরা ভাবিয়াছিলাম, সে পাঁচ শত টাকার লোভে এ কাজ করিতেছে, তাহা নয়—সমস্ত টাকাই নিজে হাতাইবার চেষ্টায় ছিল, তাই সে সেই লোকটাকে গঙ্গার ধারে সেই সময়ে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, আমি তাহাকে দিয়া তোমার কাছে টাকা পাঠাইব।

তখন আমি চলে গেলে সে ফিরিয়া আসিয়া সেই লোকটাকে টাকা দিবে।”

গঙ্গা হাসিয়া বলিল, “মোটের উপর তাহাই দাঁড়াইল, তোমার খুন করাই সার হইল।”

ক্রোধে যমুনাদাস উন্মত্তপ্রায় হইল ; কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, “যা হবার হইয়া গিয়াছে।”

“এখন ফাঁসী যাহাতে না যাও, তাহারই চেষ্টায় থাক।”

“এখন তুমি অনুগ্রহ করিয়া না প্রকাশ করিলে, আমাকে কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে না।”

“আমার দ্বারা প্রকাশ হইবে না, নিশ্চিন্ত থাক।”

“তাহা আমি জানি।”

যমুনাদাস হুজুরীমলের বাড়ী প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, নগেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

নগেন্দ্রনাথের নিকটে খুন সম্বন্ধে পুলিস কি করিতেছে, জানিয়া একটা ফন্দী যমুনাদাসের মাথায় আসিয়া জুটিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া পড়িতে পারিলে, পুলিসের সকল সংবাদ পাওয়া যাইতে পারিবে ; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ সাবধানও হইবার সুবিধা হইবে।

খুনের সঙ্গে সঙ্গেই যমুনাদাস একটা বুদ্ধি খেলাইয়াছিল। দুই লাসের কাছেই পঞ্জাবের সম্প্রদায়ের চিহ্ন সিঁদুরমাথা শিব রাখিয়া দিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, তাহা হইলে সন্দেহ সম্প্রদায়ের উপরেই পড়িবে। নগেন্দ্রনাথের সহিত মিলিবার আরও কারণ যে, তাহা হইলে অক্ষয়কুমারের সন্দেহ গুরুগোবিন্দ সিংহের উপর যাহাতে পড়ে, তাহারই চেষ্টা করিবে।

সে তাহাই করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহার উপরে কাহারই সন্দেহ

হয় নাই। ভগবান্ না মারিলে তাহাকে কেহই ধরিতে পারিত না। নগেন্দ্র-নাথের নিকটে সে প্রথমে জানিল যে, সে রাত্রে রঙ্গিয়া যাহাকে নোট দিয়াছিল, সে উমিচাঁদ। এখনও নোট উমিচাঁদের হাতে আছে।

যমুনাদাস নোটের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। উমিচাঁদকে পত্র লিখিল। সে কুক্ষণে সেই পত্র লিখিয়াছিল, নতুবা কেহই তাহাকে ধরিতে পারিত না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই সকল কথা প্রকাশ হইল। যমুনাদাস দুই খুনের অপরাধে সেসন সোপর্দ্দ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যে কারণেই হউক, নগেন্দ্রনাথ এক্ষণে হুজুরীমলের পরিবারের একরূপ অভিভাবকরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে প্রায়ই তাঁহাদের দেখিতে যাইতেন, তিনি কোনদিন না গেলে তাঁহারা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন।

প্রকৃত পক্ষেই তাঁহাদের দেখিবার কেহ ছিল না। হুজুরীমলের স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল ঘটনায় তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন।

যমুনা একাকিনী বড়ই বিপদে পড়িল। বিশেষতঃ তাহারা পঞ্জাববাসী হওয়ায় এখানে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিল না। এখন নগেন্দ্রনাথই তাঁহাদের একমাত্র সহায়।

নগেন্দ্রনাথই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া হুজুরীমলের সম্পত্তি হইতে কিছু তাহাদের জন্য রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সফলও হইলেন। দেনার জন্য হুজুরীমলের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল; কিন্তু নগেন্দ্রনাথের চেষ্টায় যাহা বাঁচিল, তাহাতে হুজুরীমলের স্ত্রীর ও যমুনার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিবে।

নগেন্দ্রনাথ যমুনার কোন ভাল পাত্রের সহিত বিবাহ দিবারও চেষ্টা করিতেছিলেন; গোলযোগ একরূপ মিটিয়া গেলে তাহার বিবাহ দিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

যমুনাদাস ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই গঙ্গা হুজুরীমলের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কিছুই বলিয়া যায় নাই। তবে নগেন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়াছিলেন, সে ললিতাপ্রসাদের আশ্রয়েই আছে। যমুনাদাসকে হারাইয়া এক্ষণে ললিতাপ্রসাদের স্কন্ধে ভর করিয়াছিল।

যমুনাদাস সেসনে প্রেরিত হইবার কয় দিবস পরে নগেন্দ্রনাথ একদিন নিজ ঘরে বসিয়া লিখিতেছেন, এমন সময়ে তথায় অক্ষয়কুমার সহাস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বহুদিন আর এদিকে আসেন নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গ্রন্থকার মহাশয়, আর গোয়েন্দাগিরি করিবার সথ আছে?"

নগেন্দ্রনাথও হাসিয়া বলিলেন, "আবার খুন নাকি?"

"সথ আছে কিনা, তাই আগে বলুন।"

"না, মাপ করুন—একটাতেই যথেষ্ট সথ মিটিয়া গিয়াছে।"

"একটাতেই? আর প্রত্যহ আমাদের এই কাজ করিতে হইতেছে।"

"যাহার যে কাজ, তাহার তাহাই ভাল লাগে।"

"রাণীর গলির খুনটা লইয়া একখানা উপন্যাস লিখুন—আপনার অনুগ্রহে এ অভাগার নামটাও সেই সঙ্গে অমর হইয়া যাক্।"

"উপন্যাস অপেক্ষাও ব্যাপারটা রহস্যময়। তবে——"

"তবে কি নায়িকার অভাব নাকি? সে অভাব নাই।"

"গঙ্গার মত নায়িকা আর যমুনাদাসের ন্যায় নায়কে উপন্যাস কি ভাল দাঁড়াইবে? চরিত্রে সৌন্দর্য্য চাই।"

"আপনার উপন্যাসে উহারা নায়ক-নায়িকা হইলে চলিবে কেন?"

"কেন—আর কে হইবে?"

"বটে? নায়িকা যমুনা, আর নায়ক? মহাশয় স্বয়ং।"

নগেন্দ্রনাথের মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার ত সব সময়েই উপহাস। যমুনার বিবাহ হইতেছে।"

"কাহার সঙ্গে ?"

"আমি একটি ভাল পাত্র স্থির করিয়াছি।"

"ইহারই নাম কি আপনাদের উপন্যাসের নিঃস্বার্থ প্রেম।"

"আপনার ঠাট্টার জ্বালায় আমি অস্থির।"

"তবে আর আমি কিছু বলিব না। এ গরীবকে অমর করিতেছেন কিনা, এখন তাহাই বলুন।"

"কি রকম ?"

"এই রাণীর গলির খুনের একখানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখে।"

"যথার্থই আমি এ বিষয়টা লিখিতেছি। এটা সত্য ঘটনা হইলেও উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর।"

"সব ত এখনও শুনেন নাই।"

"আর কি আছে ?"

"তাহাই বলিতে আসিয়াছি। হুজুরীমলদের গদীতে আর একটা চুরি হইয়াছে।"

"আবার চুরি! কে চুরি করিল ?"

"তাহাই বাহির করিবার জন্য গোয়েন্দার প্রয়োজন। সখ থাকে ত আর একবার উঠে-পড়ে লাগুন।"

"কে চুরি করিল ? কত টাকা চুরি গিয়াছে ?"

"সেই দশ হাজার টাকা।"

"কিছু সন্ধান পাইলেন ?"

"এবার আর আগেকার মত কষ্ট পাইতে হয় নাই।"

"তবে চোর ধরা পড়িয়াছে ?"

"না, সরিয়া পড়িয়াছে।"

"কে সে? উমিচাঁদ নয় ত?"

"না, স্বয়ং ললিতাপ্রসাদ।"

"ললিতাপ্রসাদ—আশ্চর্য্য! নিজের টাকা নিজে চুরি?"

"এই রকম প্রায় হয়। আর একজন এতদিনে সত্য সত্যই সরিয়াছে।"

"সে আবার কে?"

"আপনার গঙ্গা।"

অতিশয় বিস্মিত হইয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার গঙ্গা!"

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "এই আপনার উপন্যাসের।"

"আমাকে সকল খুলিয়া বলুন।"

"গুণবান্ ললিতাপ্রসাদের স্কন্ধে গঙ্গাদেবী বহুকাল হইতেই অধিষ্ঠান করিতেছিল, বিশেষতঃ যমুনাদাস প্রবাসে গেলে পূরামাত্রায় তাহাকেই ভর করিয়াছিল।"

"তাহা ত আগেই শুনিয়াছিলাম।"

"হাঁ, আর এ দেশে থাকা চলে না—ক্রমেই দেশটা অত্যধিক উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই ললিতাপ্রসাদ বাপের সিন্দুকে যাহা কিছু ছিল, লইয়া গত রাত্রে লম্বা দিয়াছে।"

"গঙ্গাও তাহা হইলে তাহার সঙ্গে গিয়াছে?"

"হাঁ, এবার সত্য সত্যই একজনের সঙ্গে গিয়াছে—ভগবান্ আমাদের মত গরীবদের ত্রাণ করিয়াছেন।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কেন?"

অক্ষয়কুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেন? এ সহরে থাকিলে লক্ষ্মী আরও কত লীলা-খেলা করিতেন, আর আমাদের প্রাণান্ত হইত।"

"ললিতাপ্রসাদের বাপ কি করিতেছেন?"

"প্রথমে পুলিসে খবর দিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, এ তাহার গুণবান্ পুত্রেরই কার্য্য, তখন মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছেন, নতুবা আমাদেরই দেশ-বিদেশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত।"

"কোথায় গিয়াছে, কোন সন্ধান পাইলেন ?"

"হুজুরীমলেরই পথানুসরণ করিয়াছে ; আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তাহারা বোম্বের দুইখানা টিকিট কিনিয়াছে, বোম্বেবাসীদিগের উপরে মায়া হইতেছে।"

"কেন ?"

"গঙ্গার মত রত্ন সাম্‌লান সাধারণ ব্যাপার নহে—পুলিস ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়িবে।"

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "অন্ততঃ আপনাকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়াইয়াছিল।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "স্বীকার করি—দু হাজারবার।"

"উপন্যাসখানা লেখা হইলে সংবাদ চাই।" বলিয়া অক্ষয়কুমার হাসিতে হাসিতে উঠিয়া নগেন্দ্রনাথের করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রনাথ সংসারে নর-নারী কতদূর রাক্ষসভাবাপন্ন হইতে পারে, ভাবিয়া প্রাণে আঘাত পাইলেন। স্ত্রীলোকমাত্রকেই তিনি দেবী ভাবিতেন ; সেই স্ত্রীলোকের মধ্যে গঙ্গার ন্যায় স্ত্রীলোক আছে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে নিদারুণ কষ্ট হইল। তাঁহার মন সেদিন নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল।

* * * * * *

তিন-চারিদিন পরে একদিন অক্ষয়কুমার আবার আসিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "উপন্যাসের উপসংহার হয় নাই ত ?"

নগেন্দ্রনাথ মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "কেবল আরম্ভ করিয়াছি।"

"ভালই হয়েছে।"

"কেন ?"

"লেখা শেষ হইয়া গেলে, উপসংহারটা কাটাকুটী হইত।"

"কেন, আবার কি হইয়াছে ?"

"যমুনাদাসকে ফাঁসীকাঠ লইল না।"

নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন ?"

"এরূপ মহাপাপীকে ফাঁসীকাঠ লইতেও নারাজ হইল।"

"কেন, কি হইয়াছে ?"

"কাল রাত্রে কলেরায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"ভগবান্ তাহাকে নিজের দরবারে সাজা দিতে লইয়া গিয়াছেন।"

"এরূপ লোকের সেখানেও বোধ হয়, উপযুক্ত দণ্ড নাই।"

* * * * * *

রাণীর গলির খুন অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বাবু একখানি উপন্যাস প্রকাশ করিলেন। দুইদিনের মধ্যে প্রথম সংস্করণের দুই হাজার পুস্তক নগেন্দ্রনাথের হাত হইতে ফুরাইয়া গেল। সহরের প্রধান প্রধান পুস্তক-বিক্রেতা যতদিন পুস্তক ছাপা চলিতেছিল, ততদিন গ্রাহকদিগের তাগীদে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে পুস্তক প্রকাশ হইবামাত্র তাঁহারা যাঁহার যত সংখ্যক আবশ্যক, লইয়া গেলেন। দুই-তিন মাসের মধ্যে সকলেরই সকল পুস্তক বিক্রয় হইয়া গেল। তখন নগেন্দ্রনাথ বাবু অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন।

সমাপ্ত

সমালোচনা

(স্থানাভাবে সকল পুস্তকের সকল সমালোচনা দেওয়া হইল না।)

নীলবসনা সুন্দরী

"নীলবসনা সুন্দরী। ডিটেকটিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। ডিটেকটিভ গল্পে পাঁচকড়ি বাবু প্রসিদ্ধ। নীলবসনা সুন্দরীর ভাষা মনোহর, বর্ণনা চাতুর্য্যময়, রহস্য-বিন্যাস কৌতূহলোদ্দীপক, নীলবসনা সুন্দরী এরূপ রহস্যজালে জড়িত যে, ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়া শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ডিটেকটিভ গল্প বাঙ্গালায় বিরল। বঙ্গবাসী, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ সাল।

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা কবি, "অশোক-গুচ্ছ" প্রণেতা, প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রিকা সমূহের লেখক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম এ, বি এল মহাশয় বলেন :—

"নীলবসনা সুন্দরী। হত্যাকারী কে? শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এই দুইখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস— আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, আমরা সচরাচর ইংরাজী ও ফরাসীস্ লেখকদিগের রচিত যে সব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করি, তদপেক্ষা সমালোচ্য উপন্যাস দুখানি কোন অংশে হীন নহে। ভাষা বেশ সরল সুন্দর যেন জল-ধারার মত বহিয়া যাইতেছে। লেখক সুনিপুণ কৌশলে, মুন্সিয়ানার সহিত, ওস্তাদির সহিত পাঠককে গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে বাধ্য করেন। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতা জন্মে। লেখকের পক্ষে ইহা কম বাহাদুরীর বিষয় নহে। লেখক ক্ষমতাশালী, তাঁহার ভাষা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—ইনি প্রতিভাবান্ বলিয়া তাঁহার কাছে এক বিনীত অনুরোধ আছে, শক্তিশালী লেখক আমাদিগকে দিতে পারেন বলিয়াই বলিতেছি, দিন "The cup that cheers but does not anebriate" জাহ্নবী, ১ম বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা।

নীলবসনা সুন্দরী। বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি দে প্রণীত ইনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা এই পুস্তক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ভাল ডিটেকটিভ উপন্যাস ছিল না—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু বঙ্গীয় পাঠকগণের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সমাদর করি। তাঁহার ন্যায়—প্রতি পরিচ্ছেদে এমন নব নব কৌতূহল সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আর কাহারও দেখি না। যদি এমন উপন্যাস পড়িতে চাহেন, যাহা একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, দশবার পড়িয়া দশজনকে শুনাইতে ইচ্ছা করে, তবে এই "নীলবসনা সুন্দরী" পাঠ করুন। পড়িতে পড়িতে যেন এই উপন্যাস চুম্বকের আকর্ষণে পাঠককে টানিয়া লইয়া যায় ঘটনা

যেমন কৌতূহলজনক, ভাষাও তেমনি সরল ও তরল, যেন নির্ঝরিণীর ন্যায় তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। শব্দচ্ছটাও অতি সুন্দর। বঙ্গসাহিত্যে গ্রন্থকারের ডিটেক্টিভ উপন্যাসের যথেষ্ট আদর আছে; আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে আরও সমাদর লাভ করিবে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু রহস্য-বিন্যাসে বঙ্গের গেবোরিয়া, এবং রহস্যোদ্ভেদে কনান ডয়াল; তাঁহার সৃষ্ট অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় লিকো ও সালক হোম্সের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনীয়।" বঙ্গভূমি, ১৯শে মাঘ, ১৩১১ সাল।

"নীলবসনা সুন্দরী। ডিটেক্টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি দে প্রণীত। "অর্চ্চনা"র পাঠকবর্গের নিকটে পাঁচকড়ি বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। আমরা অতি আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, ঘটনা-বিন্যাস রহস্যোদ্দীপক, কাগজ ও মুদ্রাঙ্কনাদি অতি পরিপাটী! ঘটনা এরূপ কৌতুকাবহ যে, পাঠ করিতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। লেখকের ইহা কম বাহাদুরী নহে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। হত্যাকারী সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া নির্ভয়ে সকলের সম্মুখে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে, এবং সুনিপুণ গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় যখন তাহাকে সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না, তখন পাঠক যে কল্পনাতেও তাহাকে ধরিতে পারিবেন না, ইহা স্থির। সকলকেই লেখকের চাতুর্য্যময় বর্ণনা প্রশংসা করিতে হইবে। অর্চ্চনা, ৫ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা চৈত্র, সন ১৩১৬ সাল।

"We have great pleasure in acknowledging receipt of an interesting detective story Nilbasana Sundari" written by the well-known detective author Babu P. C. Dey. One will be awe-struck while going through its pages with the thrilling descriptions and adventures of Debendra Bejoy. We can without any scruple say that Babu P. C. Dey's detective books may justly take a very conspicuous place in this particular class of literature in the Bengalee language. The chief reason why he has been so successful in his laudable attempt as a writer of detective stories is to be attributed to the peculiarly novel and attractive way in which he delineates the character of the principal hero. From beginning to end there is full of mysteries and wonderful events. The book under review contains more than 300 pages, and has been very neatly got up and the printing is highly satisfactory." The Indian Echo, July 5. 1904.

"NILBASANA SUNDARI"—We are glad to acknowledge the receipt of an interesting. Bengalee detective novel, Nilbasana Sundari, written by the well-known detective story writer Babu P. C. Dey. It is a sensational story from beginning to end and enthralls in a remarkable degree the attention of the reader. Babu P. C. Dey's ability in writing detective stories is in no way inferior to that of English or French writers of the class The book under review in one of his best productions. It is Illustrated with a number of beautiful portrait. The Indian Empire, July 10. 1906.

হত্যাকারী কে ?

বিখ্যাত "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা, বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "হত্যাকারী কে ? উপন্যাস। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। এখানি একখানি ডিটেক্‌টিভ গল্প এবং সে হিসাবে ইহাতে বিবৃত ঘটনার সমাবেশে এবং অনুসন্ধানের প্রণালীতে কারিকুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু যে একজন সুদক্ষ ডিটেকটিভ, ইহা গ্রন্থকার দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানির কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ভাষাও প্রশংসার্হ।" বঙ্গদর্শন—৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

"বসুমতী" সম্পাদক, বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলেন, "শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ডিটেকটিভের গল্প লিখিয়া পাঠক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; তাঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। "হত্যাকারী কে ?" একখানি ডিটেকটিভের গল্প; এই গল্পটী প্রথমে 'আরতি' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়; এখন তিনি গল্পটী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থস্বত্ব শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন; ইহা তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গল্পটী বেশ হইয়াছে, গল্পটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর সত্যসত্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, "হত্যাকারী কে ?" ইহাতে লেখকের বাহাদুরী প্রকাশ পাইতেছে। যে পাঠকগণ ডিটেক্‌টিভ গল্প পাঠ করিতে বিশেষ উৎসুক, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।" বসুমতী ১৯শে ভাদ্র ১৩১০ সাল।

হত্যাকারী কে ? উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। গল্প চমৎকার; অতি অদ্ভুত রসাত্মক, কৌতূহলোদ্দীপক, ভাষা উপন্যাসেরই যোগ্য। বঙ্গবাসী ২রা আশ্বিন —১৩১১ সাল।

"সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের লিখিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আজকাল বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থগুলি আজ সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই পুস্তকের ঘটনা তেমন দীর্ঘ না হইলেও—অল্পের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়। গ্রন্থকার স্বীয় অপূর্ব্ব লিপিকৌশলে হত্যাকারীকে এমন দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তিনি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক

অঙ্গুলিনির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, ততক্ষণ অতি নিপুণ পাঠককেও ঘোর সংশয়ান্ধকার মধ্যে থাকিতে হয়।" বঙ্গভূমি।

"হত্যাকারী কে? সচিত্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত। উপন্যাসখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভাষা ভাব চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসার্হ। ইহার কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণাদিও উৎকৃষ্ট।" বসুধা, ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

"বাবু পাঁচকড়ি দে বাঙ্গালা পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহার যথেষ্ট নাম, ইনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক। ডিটেকটিভ উপন্যাস প্রণয়নে ইনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা তাঁহার "হত্যাকারী কে?" নামক ক্ষুদ্র ডিটেকটিভ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া যার-পর-নাই সুখী হইয়াছি। আশা করি, তিনি দিন দিন এরূপ উন্নতি করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করুন।" জাহ্নবী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

"Hatyakari Ke?"—By Babu Panchkari Dey. The author has already made a name in the field of Bengali literature by his well-known detective stories which are perused with great avidity by the reading public. The present volume entitled "Who is the Murderer" belongs to the series and is prepared with such tact and cleverness that you go through the whole of the book and still you are actually in the dark as to who was the real murderer. The language and style of the composition is all that could be desired and is eminently fitted for the subject it deals. The manner of delineation of the story is happy and your interest for the book grows as you proceed on in its perusal The two pictures which are beautifully executed evidently enhances the value of the book. All the publications by the author may be had at the Bengal Medical Library, 201, Cornwallis Street, Calcutta." Amrita Bazar Patrika, 10, January, 1905

"Hatyakari Ke or Who is the Murderer, a detective tale in Bengali by Babu Panchcari Dey who has already made a name as a writer of detective stories. Well illustrated, and fairly well written the book maintains the reputation of the author." The Illustrated Police News. 15, August 1903.

"WHO IS THE MURDERER?—This is a delightful detective story in Bengali by Babu Panch Kori Dey. The story is attractive and sensational that one can hardly keep it aside before finishing it." The Indian Empire, February 28, 1905.

HATYAKARI KE.'—Is detective story by Babu Panchcori Dey which can not fail to interest lovers of sensational literature. The Bengalee, June 22, 1906.

জীবন্মৃত-রহস্য

জীবন্মৃত-রহস্য। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত, একখানি "হিপ্‌নটিক" উপন্যাস। হিপ্‌নটিজম দ্বারা কি কি অদ্ভুত কার্য্য হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে। এপ্রকারের উপন্যাস বঙ্গভাষায় এই নূতন। পাঁচকড়ি বাবু চিত্তোত্তেজক (Sensational) এবং ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এ পুস্তকেও তাঁহার সুনাম যথেষ্ট রক্ষিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু যে উদ্দেশ্যে পুস্তক লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমার উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য, পাঠকের চিত্তরঞ্জন।' জীবন্মৃত-রহস্য পড়িয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।" বঙ্গবাসী, ২৭শে চৈত্র. ১৩১০ সাল।

জীবন্মৃত-রহস্য। হিপ্‌নটিক উপন্যাস। হিপ্‌নটিক উপন্যাস পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে ছিল না; শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক, অথচ উহা হিপ্‌নটিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষ। ইহার আখ্যান ভাগ অতীব নৈপুণ্যের সহিত সম্বদ্ধ। বিস্ময়াবহ ঘটনা--ঘটনার প্রবাহ, এমন আর হয় না। অন্যান্য অসার উপন্যাসের অসার ঘটনাবলী পাঠ করিয়া যাঁহারা বিরক্ত এবং আগ্রহশূন্য, ইহা তাহাদিগের জন্য — ইহার চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বৈচিত্র্য, রহস্য-বিন্যাস সকলই সর্ব্বতোভাবে অভিনব, অনাগত এবং প্রশংসার্হ। ইহাতেও হত্যাকারী সংগোপনের সেই অনন্য-সুলভ বিচিত্র কৌশল—পাঠক অনেককেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবেন, কিন্তু যতক্ষণ না পাঠ শেষ হয়, ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। আমরা এখানে হত্যাকারীর নাম বলিয়া তাঁহার গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না—পাঠক পড়ুন—পড়িয়া দেখুন, আমাদের কথাটি কতদূর সত্য। বঙ্গভূমি, ৩রা শ্রাবণ, ১৩১১।

"Jibanmrita-Rahasya."—By Babu Panchcari Dey. Those who like an engrossing story will enjoy this latest production from the pen of a brilliant author. The plot is an original one and so worked out that the authorship of the crime will not readily detected by readers. Of course there is a love story in connection with the crime and certain domestic incidents interspersed, making the novel altogether a very interesting one. The reader with more than once be tempted to suppose that he is on the right track ; but he is always deceived and in the end the guilt is laid on the shoulders of one whom few if any, will, suspect. The author's triumph is an uncommon one." The Indian Echo. October 11. 1904.

"Jibanmrita-Rahashya." By Babu Panchcori De. This is a sensational Hypnotic Novel in Bengalee. This, we are sure, prove interesting to those who like an engrossing story, and will be much delighted by its reading. The Indian Empire, June 9, 1908.

Gupta Press, Calcutta.

ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-প্রণীত

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশা

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতাভিনয়, অভয় দাস, শশী অধিকারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অতীব যশের অভিনীত। সেই বিরূপ, কেতুমান, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, সেই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সবই আছে, যেমন নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, গীতাভিনয়ের মধ্যে ইহাও সেইরূপ, ইহা খুব সহজে খুব ভাল অভিনয় করা যায়। প্রথম এক হাজার বই ছাপা হইয়া ফুরাইয়া গিঃ আবার এক হাজার ছাপা হইয়াছে, ইহাতেই বুঝুন—ইহার কিরূপ আদর হইয়াছে।

(সচিত্র) সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১।৷০ ম

"আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, মাটিতে পড়িয়া গেলাম" (মায়াবী—উনবিংশ পরিচ্ছেদ।)

নীলবসনা সুন্দরীর ছবির নমুনা

স্থানাভাবে অন্যান্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নমুনার ছবিগুলি স্থানে স্থানে ছোট আকারে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সকল পুস্তক মধ্যেই এইরূপ বড় আকারের চমৎকার 'ফুল পেজ' হাপটোন ছবি—রাশি রাশি!

সকলে লউন—অতি উপাদেয় উপন্যাস!

অতি অল্প দিনে ২য় সংস্করণে ৪০০০ গ্রন্থ নিঃশেষিত প্রায়—শতসহস্র পাঠকের আগ্রহে আবার ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

জীবন্মৃত-রহস্য

হিপ্‌নটিক উপন্যাস—বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম।

বিস্ময়াবহ ঘটনা—ঘটনার প্রবাহ, এমন আর হয় না। অন্যান্য উপন্যাসের অসার ঘটনাবলী পাঠ করিয়া যাঁহারা বিরক্ত এবং আগ্রহশূন্য, ইহা তাঁহাদিগেরই জন্য। ইহার ঘটনা,ভাব,চরিত্র সৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে নূতন এবং অনাগত বিষাক্তরুমাল ও বিষগুপ্তি-রহস্য,সুরেন্দ্র নাথের ভীষণ অদৃষ্ট-লিপি, ততোধিক ভীষণতর সন্দেহজনক খুন ও মৃতদেহ অপহরণ; ডাকিনী জুলেখার দারুণ কুটিলতা, উভয় সঙ্কটাপন্না উন্মাদিনী সেলিনা-সুন্দরীর হতাশ হৃদয়ের হৃদয়ভেদী উচ্ছ্বাস এবং ব্যাকুল কাতর্য্য,অমরেন্দ্র নাথের আদর্শ আত্মত্যাগ এবং আশ্চর্য্য আনুবিধিৎসা প্রভৃতি বিস্ময়জনক-কাহিনী ঐন্দ্রজালিক মায়ালীলার ন্যায় হৃদয়ে এমন এক অদম্য চিত্তোত্তেজনা সৃষ্টি করে যে, কেহ মুগ্ধ ও বিস্ময়-বিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারেন না। ইহাতেও গ্রন্থকারের হত্যাকারী সংগোপনের সেই অনন্যসুলভ বিচিত্র কৌশল! এখানে আমরা হত্যাকারীর নাম বলিয়া তাঁহার এমন কৌতূহলবর্দ্ধক গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না। আদ্যোপান্ত পড়িয়া পাঠককে আপনা-আপনি বলিতে ইচ্ছা করিবে,"বাঃ হত্যাকারী!" সুশোভন চিত্রাবলী-পরিশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৩৲ স্থলে ১৷৷০ মাত্র।

মায়াবিনী

জুমেলিয়া নাম্নী কোন নারী পিশাচীর ভীতিপ্রদ ঘটনাবলী ও বীভৎস হত্যা-উৎসব পাঠে চমৎকৃত হইবেন।

অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে,—যে ক্ষমতাশালী গ্রন্থকারের ঐন্দ্রজালিক লেখনী-স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর "মায়াবী" মনোরমা" "নীলবসনা সুন্দরী" প্রভৃতি উপন্যাস লিখিত, ইহাও সেই লেখনী-নিঃসৃত। (সচিত্র) সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।